

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য

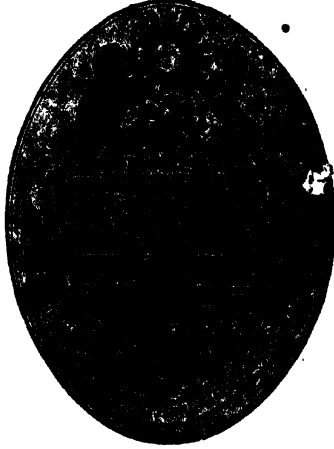
মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

সম্পাদক :

ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

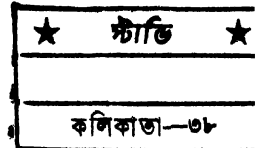
শ্রীসজনীকান্ত দাস



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৬



প্রকাশক
শ্রীসমৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

৮২.০৫
সি. ১-৬

প্রথম মুদ্রণ—ফাল্গুন, ১৩৪৭ ; দ্বিতীয় মুদ্রণ—অগ্রহায়ণ, ১৩৫০ ;
তৃতীয় মুদ্রণ—মাঘ, ১৩৫৫ ; চতুর্থ মুদ্রণ—পৌষ, ১৩৬১
পঞ্চম মুদ্রণ—শ্রাবণ, ১৩৬৮

মূল্য তিন টাকা

৫৭

B12246

Uttarpara Jai Krishna Public Library
Loan No. ১২২৪.৬ Date ২৩.১.১৬

মুদ্রাকর—শ্রীসমৎকুমার দাস
শনিরজন প্রেস, ৫৭ ইন্ডিয়া বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭

১১—১২. ৮. ৬১

ভূমিকা

১২৮৭ সালের ৩০ চৈত্র কলিকাতার “সাবিত্রী লাইব্রেরী”র দ্বিতীয় বাৎসরিক অধিবেশনে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী “বাঙ্গালা সাহিত্য। (বর্তমান শতাব্দীর)” আলোচনায় বলিয়াছিলেন—

আমরা মাইকেলের তিলোত্তমাসম্ভব প্রকাশ হইতে নূতন সাহিত্যের উৎপত্তি ধরিয়া লইব। যদি ইহার পূর্বে এক্ষণ নূতন সাহিত্যের কিছু থাকে, কেহ আমাদের সেই ভ্রমাত্মক দূর করিয়া দিলে একান্ত বাঞ্ছিত হইব।

বস্তুতঃ ক্রান্তিকারী বা যুগান্তকারী গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে যদি একটিও প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ‘তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য’ সেই গ্রন্থ। বাংলা গদ্য-সাহিত্যে ‘বেতালপঞ্চবিংশতি,’ ‘আলালের ঘরের দুলাল’ ও ‘দুর্গেশনন্দিনী’ সমবেতভাবে যে পরিবর্তন আনিয়াছে, বাংলা কাব্য-সাহিত্যে একা ‘তিলোত্তমাসম্ভব’ সেই পরিবর্তন আনিতে সক্ষম হইয়াছে।

এই কাব্যখানি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষার গতি ও প্রকৃতি আমূল পরিবর্তিত হইয়াছে। পয়ার এবং ত্রিপদীর একঘেষে পদচারণের মধ্যে বাংলা কাব্য প্রায় মুমূর্ষু হইয়া আসিয়াছিল; ‘তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে’ অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ করিয়া মধুসূদন যেন মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করিলেন। শুধু কাব্য নয়, অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তনে বাংলা-গদ্যও সতেজ ও ওজস্বী হইবার অবকাশ পাইয়াছে।

ইংরেজী ব্র্যাক্ ভার্ভের আদর্শে এই নূতন ছন্দে ‘তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য’ রচনার ইতিহাস কৌতুককর। যোগীন্দ্রনাথ বসুর ‘জীবন-চরিতের’ (তৃতীয় সংস্করণ) ২৫৭ হইতে ২৬০ পৃষ্ঠায় এবং নগেন্দ্রনাথ সোমের ‘মধু-স্মৃতি’র ১২৪ হইতে ১৩০ পৃষ্ঠায় এই কাহিনী বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ আছে। ব্র্যাক্ ভার্ভের রচিত পাশ্চাত্য মহাকাব্যের সহিত মধুসূদনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল বলিয়াই তিনি যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে অমিত্রাক্ষর ছন্দে বাংলা কাব্য রচনার দায়িত্ব লইয়া বাজি রাখিতে পারিয়াছিলেন। শিক্ষা, সাধনা, পাণ্ডিত্য ও আত্মপ্রত্যয়ের সহিত অসামান্য কবিপ্রতিভা যুক্ত হওয়াতে তিনি অত্যল্পকালমধ্যেই সে বাজি জিতিতেও সক্ষম হইয়াছিলেন। এই ঘটনার প্রত্যক্ষ বিবরণ স্বয়ং যতীন্দ্রমোহন দিয়াছেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১ ডিসেম্বর গৌরদাস বসাকের নিকট এক পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন—

...there is one incident which of course I shall never forget and that is with reference to the introduction of blank verse into our language. Of this, no doubt, you are aware, but you wish me to give some details : well, here they are.

It was a fine evening when we were sitting in the lower hall of the Belgachia Villa where the stage had been set up for the performance of the 'Ratnavali.' Both the brothers, Rajahs Protap Chunder Singh and Issur Chunder Singh were there, and so was our favourite poet. It was a rehearsal night, and the amateurs were coming in one by one ; the conversation gradually turned upon the subject of Drama in general and of Bengali Drama in particular. Michael said that "no real improvement in the Bengali Drama could be expected until blank verse was introduced into it." I replied that "it did not seem to me possible to introduce this kind of verse into our language, for I held that the very nature and construction of the Bengali language, was ill adapted for the stately measure and sonorous cadence of blank verse."

"I do not agree with you," said he, "and I think it is well worth making an attempt." "You remember," I added, "how once the late Issur Chunder Gupta made a caricature of blank verse in Bengali, beginning with the lines.

"কবিতা কমলা কলা পাকা যেন কাঁদি, ইচ্ছা হয় যত পাই পেট ভরে খাই।"

"Oh !" said he, "it is no reason because old Issur Gupta could not manage to write the blank verse that nobody else will be able to do it." "But," I said, "if I am correctly informed the French, which is no doubt a more copious and elaborate language than our own, has not in it any poem in blank verse. No wonder then that the Bengali should be found unsuited to this kind of versification." "You forget, my dear fellow," he replied, "that the Bengali is born of the Sanskrit than which a more copious and elaborate language does not exist." "True," said I, "but as yet the Bengali seems to be a weakling though born of a healthy and robust mother." "Write me down an ass," said he laughingly, "if I am not able to convince you of your error within a short time." Then looking sharply at me he added "and what if I succeed in proving to you that the Bengali is quite capable of the blank verse form of poetry."

"Why then," I replied, "I shall willingly stand all the expenses of printing and publishing any poem which you may write in blank verse." * * * "Done," said he clapping his hands,

"you shall get a few stanzas from me within two or three days" and as a matter of fact within three or four days the first canto of the ভিলোভমাসম্বব কাব্য was sent to me. I was so agreeably surprised, and at the same time so charmed with the artistic manner in which the verses were written, not to speak of the sentiments and the rich imageries of the poetry, that I at once took the MS. to my friends the Rajahs of Paikpara. It was then read by several of our friends who had some reputation for literary taste and I was glad to find that they all agreed with me in my opinion of the composition. Very large indents were no doubt made upon the Sanskrit vocabulary but for all that our poet's attempt could not but be pronounced a complete success. A few days after I again met Michael in the Belgachia Hall. He came up smiling to me and shaking me heartily by the hand, as was his wont, he asked me "How I liked his specimen verses?" "Like them?" said I, "why they are simply charming; you have won the bet and I frankly acknowledge my defeat." At this he laughed and said "I am so glad I have been able to convince you of the capacity of our "weakling" as you thought our Bengali language to be." My late lamented friend Rajah Issur Chunder then said "well, now our friend, Michael, must complete his little poem as soon as possible." "Certainly," said Michael, "and I hope to do so in about a fortnight." The poem was indeed completed within a very short time, and was printed and published at the Stanhope Press, the best Bengalee Press then in existence. By way of a compliment the little volume was dedicated to my humble self and the original Manuscript was also handed over to me. This as you know is carefully preserved in my library. A short time after Michael with his usual exuberance of spirit proposed that we must have a photograph of the presentation of the MS. by the poet to my humble self. At first I was not much inclined to meet his wishes, but he would not listen to my excuses. So we both went by appointment to the studio of Messrs. Rinecke and Co. the best photographic establishment then in Calcutta and there a photograph was taken, but neither I nor Michael liked the *pose* or the general execution of the picture, and it was arranged that we should call another day and take a second chance. With one thing or another this did not come to pass for some time, and the idea went out of the poet's head. .

এই কাহিনীর মধ্যে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। স্বতীন্দ্রমোহন

যখন বলিয়াছিলেন, বাংলা ভাষা অমিত্রাক্ষরের পক্ষে সম্পূর্ণ অল্পপযোগী, তখন মধুসূদন তাঁহাকে স্বরণ করাইয়া দিয়াছিলেন যে, “বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষার চুহিতা।” বস্তুতঃ সংস্কৃত ভাষার গান্ধীর্ষ্য ও শব্দসম্পদই বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্ভব করিয়াছে।

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দে ‘ভিলোস্তমাসম্ভব কাব্যের প্রথম দুই সর্গ রচনা করেন। ‘বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহের সম্পাদক মনস্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৭৮১ শকাব্দের শ্রাবণ মাসে (১৮৫২ জুলাই-আগস্ট ; ৬ষ্ঠ পর্ব, ৬৪ খণ্ড, পৃ. ৭২-৮৮) এই কাব্যের প্রথম সর্গটি তাঁহার পত্রিকায় মুদ্রিত করেন। মধুসূদনের নাম ছিল না, রাজেন্দ্রলাল যে ভূমিকাটুকু করিয়াছিলেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল—

কোন স্ফুটুর কবির সাহায্যে আমরা নিম্নস্থ কাব্য প্রকটিত করিতে সক্ষম হইলাম। ইহার রচনাপ্রণালী অপর সকল বাঙ্গালী কাব্য হইতে স্বতন্ত্র। ইহাতে ছন্দ ও ভাবের অঙ্গুলন, ও অন্ত্য ষমকের পরিত্যাগ, করা হইয়াছে। ঐ উপায়ে কি পর্যন্ত কাব্যের ওজোগুণ বর্ধিত হয় তাহা সংস্কৃত ও ইংরাজী কাব্য পাঠকেরা জ্ঞাত আছেন। বাঙ্গালীতে সেই ওজোগুণের উপলব্ধি করা অতীব বাহনীয়; বর্তমান প্রয়াসে সে অভিপ্রায় কি পর্যন্ত সিদ্ধ হইয়াছে তাহা সহৃদয় পাঠকবৃন্দ নিরূপিত করিবেন।

‘বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে’র ৬ষ্ঠ পর্ব, ৬৫ খণ্ডে অর্থাৎ শকাব্দা ১৮৮১ ভাদ্র সংখ্যায় (পৃ. ১০৪-১১১) দ্বিতীয় সর্গ প্রকাশিত হয়। ইহাতেও লেখকের নাম ছিল না। তৃতীয় ও চতুর্থ সর্গ সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত হয় নাই। সমগ্র চারি সর্গ একেবারে পুস্তকাকারে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কলিকাতা ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস* হইতে প্রকাশিত হয়; পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১০৪। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রথম সংস্করণ পুস্তক মুদ্রণের ব্যয়ভার বহন করেন।

মধুসূদনের জীবিতকালে এই কাব্যের আরও দুইটি সংস্করণ হইয়াছিল। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১২৬৮ সালে, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৯৯। এই সংস্করণে মধুসূদন বহুল পরিবর্তন করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লেখেন—

* যতীন্দ্রমোহন ছল করিয়া ষ্ট্যানহোপ প্রেস লিখিয়াছেন।

I am going to print a plain edition of Tilottama. I wish to try and improve the text. The versification in many places is rather defective. A demand for that work is also increasing daily. You must wait for an edition with notes. Let the text be settled first.—‘জীবন-চরিত,’ পৃ. ৪৮২-৮৩।

[তিলোত্তমার একটা সাধারণ সংস্করণ বাহির করিতেছি। মূলের কিছু সংস্কারের চেষ্টায় আছি। অনেক স্থলে ছন্দের ত্রুটি নজরে পড়িতেছে। এই কাব্যের চাহিদা প্রতিদিনই বাড়িতেছে। টাকা-সম্বলিত একটি সংস্করণের অবকাশ আছে। প্রথমে মূল পাঠ ঠিক হউক।]

...We are reprinting Tilottama and to tell you the candid truth I find the versification very *kancha* in many many places. I shall make quite a different thing of the Nymph. Don't fear I shall spoil her.—‘জীবন-চরিত,’ পৃ. ৪৯১।

[তিলোত্তমা পুনর্মুদ্রিত করিতেছি ; তোমাকে যদি খাটি সত্য বলি তাহা হইলে স্বীকার করিব, এই কাব্যের রচনা বহু স্থলে অত্যন্ত কাঁচা মনে হইতেছে। অপরীকে একেবারে ঢালিয়া সাজিব। ভয় পাইও না, মাটি করিব না।]

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের পর মধুসূদন রাজনারায়ণকে লেখেন—

...Tilottama has been beautifully reprinted, and I hope considerably improved in a literary point of view. I can only undertake to say that the versification is decidedly better, you will have a copy soon.—‘জীবন-চরিত,’ পৃ. ৫২৫।

[তিলোত্তমা চমৎকার ভাবে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে এবং আমি আশা করিতেছি, সাহিত্যের দিক দিয়া প্রভূত উৎকর্ষলাভ করিয়াছে। আমি এইটুকু মাত্র বলিতে পারি যে, রচনা নিঃসংশয়ে উন্নতি লাভ করিয়াছে। তুমি শীঘ্রই এক খণ্ড বই পাইবে।]

ইহার পর ফ্রান্সে অবস্থানকালে মধুসূদন আবার নূতন করিয়া ‘তিলোত্তমাসম্ভব’ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ; কিন্তু প্রথম সর্গের কয়েক পংক্তির অধিক অগ্রসর হইতে পারেন নাই। সেই পুনর্লিখিত অংশটি পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইয়াছে।

তৃতীয় সংস্করণ দ্বিতীয় সংস্করণেরই প্রায় পুনর্মুদ্রণ ; দুই-একটি স্থলে সামান্য পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ইহা চুঁচুড়ায় মুদ্রিত এবং কাশীনাথ দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত হয় ; আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল নাই, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১০০। বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকায় ইহার প্রকাশকাল “১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৭০” দেওয়া আছে।

মধুসূদন 'ভিলোত্তমাসম্ভব'র ইংরেজী অনুবাদও আরম্ভ করিয়াছিলেন। খবল-গিরির বর্ণনাটুকু অনূদিত হইয়াছিল। এই পাণ্ডুলিপির মালিক মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সৌজথে ইহা শঙ্কুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত *Mookerjee's Magazine*-এ ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসের সংখ্যায় (পৃ. ৩৮৫-৮৭) মুদ্রিত হয়। 'জীবন-চরিত', পৃ. ২৮৩-৮৫ ও 'মধু-স্মৃতি', পৃ. ১৫০-৫২ দ্রষ্টব্য।

'ভিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' ও অমিত্রাকর ছন্দ সম্বন্ধে মধুসূদন ও তাঁহার বন্ধুগণের চিঠিপত্রে অনেক সংবাদ আছে। আমরা সেগুলি 'জীবন-চরিত' (৪র্থ সং.) হইতে সংগ্রহ করিয়া নিম্নে একত্র সন্নিবিষ্ট করিলাম। এই পত্রাংশগুলি হইতে এই নূতন ছন্দ ও নূতন কাব্য সম্বন্ধে মধুসূদনের নিজের ধারণা ও সে কালের বিদ্বজ্জনসমাজে ইহা যে আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

১। ২৪ এপ্রিল ১৮৬০ তারিখে মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে—

Tilottama will be published, soon, in the shape of a volume. Perhaps you don't know that it is in Four Books. Jotindro Mohan Tagore, at whose expense the work is being printed (for I am as poor as a good poet ought to be !), seems to think that the last Book is the best. You will soon, however, have an opportunity of judging for yourself. The book will come out soon, but the question is how many will read it. It is a pity you are not in Calcutta. If you were, I should have teased you to give lectures on the work. That would no doubt have gained it some readers. I am afraid you think my style hard, but, believe me, I never study to be grandiloquent like the majority of the "barren rascals" that write books in these days of literary excitement. The words come unsought, floating in the stream of (I suppose I must call it) Inspiration! Good Blank Verse should be sonorous and the best writer of Blank Verse in English is the *toughest* of poets—I mean old John Milton! And Virgil and Homer are anything but easy. But let that pass. You no doubt excuse many things in a fellow's First poem. I began the poem in a joke, and I see I have actually done something that ought to give our national Poetry a good lift, at any rate, that will teach the future poets of Bengal to write in a strain very different from that of the man of Krishnagar—the father of

a very vile school of poetry, though himself a man of elegant genius.

...I do not know what European told you that I had a great contempt for Bengali, but that was a fact. But now—I even go the length of believing that our Blank Verse “thrashes the Englishers” as an American would say! But joking apart, is not Blank Verse in our language quite as grand as in any other?
—পৃ. ৩০৯-১৫।

২। ১৫ মে ১৮৬০ তারিখে মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে—

Tilottama is printed, though the Printer has not yet sent it out. You shall have a copy as soon as possible. As I believe you are one of the writers of the Tattwabodhini Patrika, will you review the Poem in the columns of that Journal? That would be giving it a jolly lift indeed. If you should review the work, pray, don't spare me because I am your friend. Pitch it into me as much as you think I deserve. I am about the most docile dog that ever wagged a literary tail!

I feel highly flattered by the approbation of your wife. She is the first lady reader of Tilottama and her good opinion makes me not a little proud of my performance. I did not read that part of your letter to Bangalal, who is often with me, for we were boys together at Kidderpur and he used to call my mother (God rest her soul!) mother. He is a touchy fellow, but, I have no doubt, is ready to allow that, as a versifier, I ought to hang my hat a peg or two higher than he. My opinion of him is—that he has poetical feelings—some fancy, perhaps, imagination, but that his style is affected and consequently execrable. He may improve. Tilottama seems to have created some impression on him, as you will find in his very next poem.

...By the bye, can you induce the Educational Superintendent of your side of the world to take Tilottama by the hand for the higher classes of your school? With you for a teacher, the book is sure to make a tremendous impression....

P. S.—Your good wife, by the bye, is not the first lady-reader of Tilottama. The author's wife claims to have read it before her—পৃ. ৩১৭-২০।

৩। ২২ মে ১৮৬০ তারিখে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মধুসূদনকে—

I know not how to thank you adequately for the very valuable present of the manuscript তিলোত্তমা in the Poet's own

handwriting! I will preserve it with the greatest care in my Library, as a Monument that marks a grand epoch in our literature, when Bengali poetry first broke thro' the fetters of rhyme and soared exultingly into the lofty region of sublimity which is her genuine province. Time *will* come when the poem will meet with due appreciation, and will find that high place in the estimation of posterity it so richly deserves. I feel sure that my descendants (should I have any) will then be proud to think that the manuscript in the author's autograph of the first blank verse Epic in the language, is in their possession, and they will honour their ancestor the more, that he was fortunate enough to be considered worthy of such an invaluable present by the poet himself.—পৃ. ২৬৩-৬৪।

৪। রাজনারায়ণ বসু রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে *—

If Indra had spoken Bengali he would have spoken in the style of the poem. The author's extraordinary loftiness and brilliancy of imagination, his minute observation of nature, his delicate sense of beauty, the uncommon splendour of his diction, and the rich music of his versification, charm us in every page. It is an intellectual treat of the first description; compared to it what are "Lucent syrups tinct with cinnamon?"—পৃ. ২২৩।

৫। রাজেন্দ্রলাল মিত্র রাজনারায়ণ বসুকে—

Your opinion of Madhu's poem is entirely my own, and Jatindra Mohan Tagore, a man of well cultivated taste, and an excellent judge of poetry, whom perhaps you know concurs with me. It is the first and a most successful attempt to break through the jingling monotony of the পয়ার, and as a poem the best we have in the language. The ideas are no doubt borrowed, and Keats and Shelly and Kalidas and Milton have been largely, very largely, put in requisition; but as you very justly say, "whatever passes through the crucible of the author's mind receives an original shape," so the reader has no opportunity to notice, much less to find fault with, the mosaic character of the materials which go to the making up of *Tilottama*. The author can never expect a wide circle of readers, but then he must console himself by the reflection that Milton is not the most popular author in English.

* নগেন্দ্রনাথ সোম এই পত্রখানি রাজনারায়ণ কর্তৃক মধুসূদনকে লিখিত বলিয়াছেন।—'মধু-স্মৃতি,' পৃ. ১৩৭-৩৮।

The farce [একেই কি বলে সভ্যতা] is exquisite, and it is an wonder to me how the author could paint so humorous a picture with one hand while the other was busy with depicting the Miltonic grandeur of Tilottama.

...poor fellow ! he is born in evil days, when he will get nothing for his pains save the approbation of a very select few. Our countrymen are not yet in a position to appreciate and enjoy blank verse. It requires a mental training which in these degenerate days of the *Kaliyug* no Bengalee, who has not a liberal English education, can lay claim to. We may however expect, if we escape gliding down to serfdom, to muster strong and esteem Tilottama as her autotype was in the court of Indra. For the present I hear that even the renowned Vidyasagar, for whom I have the greatest respect, thinks our pet an abortion, the worthless issue of drunkenness and stupidity. Would such abortions were plentiful in the country and men to know their value !—পৃ. ২৯৪-২৯৫ ।

৬। ১ জুলাই ১৮৬০ তারিখে মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে—

The Tilottama is out. I have ordered Messrs. I. C. Bose & Co., to send up a copy to you, As soon as you get the book, you must sit down and read it through and then tell me what you think of it. I am not a man to be put out by any amount of adverse criticism, especially, when that criticism is from an honest friend, who wishes me well.

The want of what is called "human interest" will no doubt strike you at once, but you must remember that it is a story of Gods and Titans. I could not by any means shove in men and women.

You want me to explain my system of versification for the conversion of your sceptical friends. I am sure there is very little in the system to explain ; our language, as regards the doctrine of accent and quantity, is an "apostate," that is to say, it cares as much for them as I do for the blessing of our Family-Priest ! If your friends know English, let them read the Paradise Lost, and they will find how the verse, in which the Bengali poetaster writes, is constructed. The fact is, my dear fellow, that the prevalence of Blank verse in this country, is simply a question of time. Let your friends guide their voices by the pause (as in English Blank verse) and they will soon swear that this is the noblest measure in the Language. My

advice is Read, Read, Read. Teach your ears the new tune and then you will find out what it is.

Please tell Gour I have sent a copy of Tilottama for him to his cousin, at the Asiatic Society, not knowing where he himself is posted at present.—পৃ. ৩২০-২২ ।

৭। ১৭ জুলাই ১৮৬০ তারিখে মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে—

You are welcome to review Tilottama when you like. By the time you propose to do so, I think, the book will be running through a second edition. But no matter, your opinion, especially, when deliberately given, ought to influence a certain class of our people. Perhaps you will laugh at the idea, but I do assure you that since the publication of the book your name has been frequently in men's mouths. Ask Rajendra. Many have said "O, that Raj Narain Bose of Midnapur is a clever fellow. He seems to appreciate this book warmly. He is right!"

...Talking about wine and all vicious indulgences, though by no means a saint and teetotal prude. I *never* drink when engaged in writing poetry; for, if I do, I can never manage to put two ideas together! There is not a line in the Tilottama written under the inspiration of even such a mild thing as a glass of rosy sherry or beer.—পৃ. ৩২৪-২৫ ।

৮। মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে—

I cannot sufficiently thank you for your most welcome letter. Believe me, you endear yourself more to me by the candid manner in which you point out the defects of the Poem than by the praise (and it is splendid by Jove!) you bestow on it. The idea of fixed lightning, though hackneyed, is not bad. The whole beauty of the passage (in Book II 19—40) depends upon it—that is to say, if there be any beauty in it at all. You are unjust to Indra. He is a very heroic fellow, but he cannot resist "Fate." Perhaps, your partiality for the two brothers has slightly embittered your feelings against the poor king of the gods. I myself like those two fellows, and it was once my intention to have added another Book to place them more conspicuously before the reader, but I did not like to entail a larger expense on my friend, Babu Jotindra Mohan Tagore. Indeed, I wanted to stop at the end of the Third Book—but he in a manner insisted that I should finish the story. You must

not, my dear fellow, judge of the work, as a regular "Heroic Poem." I never meant it as such. It is a story, a tale, rather heroically told. You censure the erotic character of some of the allusions. Perhaps that is owing to a partiality for Kalidasa. By the bye—did I ever tell you that I taught myself Sanskrit at Madras? I am anything but a Pandit like Rajendra who is a thundering grammarian, but I know enough to read Kalidasa, and that, I think, is quite enough for me...

The new poem is doing very well, considering everything. I have heard that V.—has been speaking of it with contempt. This does not surprise me. He cannot know much of the "master-singers" whom the author of *Tilottama* imitates, and in whose school he has learnt to write poetry. This ebullition of ill-nature on the part of—has lowered him in the estimation of not a few of the serious-minded men of the day in this city. At least, that is what I hear. Jotindra thinks it is "clan-feeling" or in plainer words downright, envy. "Others less mild than Jotindra, call the old boy, a dirty, envious fellow. Some other Pundits, literary stars of equal magnitude, say—"হাঁ উত্তম উত্তম অলঙ্কার আছে। মন্দ হয়নি।" But they regret the author did not write in rhyme, that would have made him popular. These men, my dear Raj, little understand the heart of a proud, silent, lonely man of song! They regret his want of popularity while, perhaps, his heart swells within him in visions of glory, such as they can form no conception of.—পৃ. ৩২৬-২৯।

৯। মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে—

You will find that your criticism on *Tilottama* has not fallen on barren ground. In the present work [মেষনাদবধ] you will see nothing in the shape of "Erotic Similes"; no silly allusions to the loves of the Lotus and the Moon; nothing about fixed lightnings, and not a single reference to the "incestuous love of Radha."

Talking of criticism, I am told the Editor of the *Indian Field* (Kissory Chand) is going to ask you through Rajendra to review *Tilottama* for his Journal. I am sure he could not have gone to a better shop.—পৃ. ৩৩০।

১০। ৩ আগস্ট ১৮৬০ তারিখে মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে—

...Have you seen Rajendra's critique on *Tilottama* in the *Vividhartha*? I suppose you have. It is kind.—পৃ. ৩৩২।

১১। মধুসূদন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে—

...I need scarcely tell *you* that the Blank form of verse is the *best* suited for Poetry in every language. A *true* poet will always succeed best in Blank verse as a bad one in Rhyme. The grace and beauty of the former's thoughts will claim attention, as the melody of the latter will conceal the poverty of his mind. Besides, a truly noble mind will always wither away under restraint, of whatever description that restraint may be. In China, they confine the feet of their women in iron shoes. What is the result? Lameness!

Our 7 footed verse is *our* "heroic" measure. I hope, one of these days to send you specimens of it. When I first began to write my ear used to rebel, but now I have grown completely reconciled to Bengali Blank verse, and its melody and power *astonish* me. The form of verse in which this drama is written, if well recited, sounds as much like prose as English Blank verse sounds like English Prose—retaining at the same time a sweet musical impression. I have used more "অস্থপ্রাণ" and "বসক" than I like, but I have done so to deceive the ear, as yet unfamiliar with Blank verse. Take my word for it, that Blank verse will do splendidly in Bengali and that in course of time, like the modern Europeans, we too shall equal, if not surpass, *our* classic writers. What we want at present are men of zeal, of diligence, of energy, of enthusiasm, of liberal views to give our language a jolly lift. If we have no "genius" among ourselves, let us prepare the way for future ones. Have you ever heard of Sackville—Lord Buckhurst, born in 1527? This nobleman's play, called "Gordobuc" first introduced to Englishmen the form of verse in which William Shakespeare wrote. My motto is, "Fire away, my boys!" The Namby-Pamby-Wallahs—the imitators of Bharat Chunder—*our* Pope, who has—

"Made Poetry a mere mechanical art,

And every warbler has his tune by heart!"

may frown or laugh at us, but I say—"Be hanged" to them!
পৃ. ৪৪৪-৪৬।

১২। মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে—

The *Tilottama* is going on well. The first edition is nearly exhausted. Even the stiff old pundits are beginning to unbend themselves, and the "Someprokash" has spoken out in a manner rather encouraging than otherwise. Blank verse is the 'go'

now. As old Runjit Sing used to say, when looking at the map of India,—“*Sub lal ho jaga*” I say “*Sub Blank verse ho jaga.*” I had a long talk with Rungo Lal, last evening, on the subject of versification in general and Blank verse in particular : he said—“I acknowledge Blank verse to be the noblest measure in the language, but I say that no one but men accustomed to read the Poetry of England would appreciate it for years to come. I grinned and said “*N'importe.*” I did not care a cowry when it became popular, provided I knew that some day or other, it would become popular.

So many fellows have, of late, been at me to explain to them the structure of the new verse that I have been obliged to think of the subject and the result is that I find that the যতি instead of being confined to the 8th syllable, naturally comes in after the 2nd, 3rd, 4th, 6th, 7th, 8th, 10th, 11th & 12th Examples :—

“জয় জয় অমরারি যার ভূজবলে,
পরাভিত আদিভেষ দিতিস্তরিশু,
বজ্রী !”—তিলো—৪।

“চল রঙ্গে মোর সঙ্গে নির্ভয়-হৃদয়ে
অনঙ্গ।”—মেঘ—২।

“কেহ কহে দুঃস্বপ্ন কৃতান্তে গদা মারি
খেদাইল।”—তিলো—৪।

“আইলেন বক্ষেখরী, মুরজা সন্দরী
কুঞ্জরগামিনী।”—তিলো—২।

and so on. If this would satisfy the friends about whom you wrote to me some time ago, they are welcome to this explanation.” —পৃ. ৪৭০-৭৫।

১৩। মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে—

You will be pleased to hear that the Pundits are coming round regarding Tilottoma. The renowned Vidyasagar has at last condescended to see “Great merit” in it, and the Somprokash has spoken out in a favourable manner. The book is growing popular. I don't know if you read the Education Gazette. If you do, you have no doubt seen the Editor's remarks on blank verse, I do not think R.—either reads or can appreciate Milton ; otherwise he would not have made those remarks in the concluding portion of his article. He reads

Byron, Scott and Moor, very nice poets in their way no doubt, but by no means of the highest School of poetry, except, perhaps, Byron, now and then. I like Wordsworth better.

...Old father John Long is decidedly taken up with Blank Verse. He told Gour the other day ;—"In the course of four or five years Dutt will, if spared, revolutionise the language of your country !" —পৃ. ৪৭৭-৭৮।

‘তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য’ প্রকাশিত হইলে পর সে কালের সাময়িক পত্রে ইহার যে সকল সমালোচনা হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ উপরের পত্রাংশগুলিতে আছে। তন্মধ্যে ‘সোমপ্রকাশে’ পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিজ্ঞানভূষণের, ‘বিবিধার্থ-সঙ্গ্ৰহে’ রাজেশ্বরলাল মিত্রের এবং *Indian Field*-এ রাজনারায়ণ বসুর আলোচনা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা নিম্নে সেগুলি অংশতঃ উদ্ধৃত করিলাম—

শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত নূতনবিধ পद्यে এক নূতন গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থ তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য। আমরা ইহার অধিকাংশ স্থল অভিনিবেশ পূর্বক পাঠ করিয়াছি। দেখিলাম গ্রন্থকার আপনায় পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গ্রন্থ নূতনবিধ পद्यে নিবদ্ধ এবং ইচ্ছা পূর্বক কিঞ্চিৎ কঠিন করা হইয়াছে। এই দুই কারণ বশতঃ পাঠ মাত্র ভাল লাগে না, কিন্তু কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ পূর্বক পাঠ করিলে চিত্ত গ্রন্থকারের প্রশংসার দিকে ধাবমান হয়।

বাঙ্গলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর পद्य নাই। কিন্তু অমিত্রাক্ষর পद्य ব্যতিরেকে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হওয়া সম্ভাবিত নহে। পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী, প্রভৃতি যে সমস্ত পद्य আছে, তাহা মিত্রাক্ষর। কোন প্রগাঢ় বিষয়ের রচনায় তাহা উপযোগী নহে। দেশের দোষে হউক, অথবা অভ্যাস দোষে হউক, আমরাদিগের দেশের লোকেরা আদিরসপ্রিয়। পয়ারাদিচ্ছন্দ সেই আদিরসান্বিত রচনারই প্রকৃত উপযোগী। এতদ্বারা প্রগাঢ় রচনা হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রগাঢ় রচনা বিষয়ে সংযুক্ত ও প্রযত্নোচ্চারিত বর্ণাবলী আবশ্যিক ; কিন্তু পয়ারাদি ছন্দে তাদৃশ বর্ণাবলী বিস্তার করিলে উহার শোভা এক কালে দূরে প্রস্থান করে। কোমল মধুর ও অসংযুক্ত অক্ষর দ্বারা বিরচিত হইলেই উহার শোভা হয়। অতএব প্রগাঢ় রচনার্থ ভিন্নবিধ পद्य সৃষ্টি নিতান্ত আবশ্যিক হইয়া উঠিয়াছে। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য রচিত্তা তাহার নবাবতার করিলেন। এখন যদি অন্য অন্য লোকে তাঁহার প্রদর্শিত পথের পথিক হন, অবিলম্বে অমিত্রাক্ষর পद्यের সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠিবে, এবং ঐ পद्यে নিঃসন্দেহ নানাবিধচ্ছন্দ আবির্ভাবিত হইবে। এখন প্রগাঢ় রচনার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এখন আর লোকের মন সুখময় আদিরস লাগবে মগ্ন হইতে তাদৃশ উৎসুক নহে। এখন দিন দিন লোকের মন যেমন উন্নত হইতেছে তেমনি উন্নত

পঞ্চ সৃষ্টিও আবশ্যিক হইয়াছে। অভাব মাইকেল মধুসূদন দত্তের চেষ্টা দৃষ্টোচিত সময়েই হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের অনেক স্থলই উন্নত হইয়াছে, গ্রন্থকারও উহাকে উন্নত করিবার নিমিত্ত সমুচিত যত্ন পাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার যত্ন সম্পূর্ণরূপে সফল হয় নাই। আমাদিগের দেশের গ্রন্থকারেরা সচরাচর যে দোষে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন, তিনি সম্যক্রূপে তাহার হস্ত পরিহার করিতে পারেন নাই। ফলতঃ তিনি বেক্রম নূতনবিধ উন্নত পণ্ডের সৃষ্টিক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তদনুক্রম বিঘ্নটি মনোনীত করিতে সমর্থ হন নাই।—‘সোমপ্রকাশ,’ ২৩ শ্রাবণ ১২৬৭, পৃ. ৪৪৮-৪৩।

...কাব্যের প্রধান অঙ্গ অক্ষর বা মাত্রা, বৃত্তি ও যতি ; আমরা তাহা অবশ্য প্রয়োজনীয় বোধ করি ; এবং আমাদিগের আধুনিক কবি দস্তজও তাহার বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী নহেন। পরন্তু, যতির অল্পরোধে যে অগ্রজ বাক্যাংশে যতিভঙ্গ হয়, ইহা আমরা বোধ করি না। নিয়মিত স্থানে যতি রাখিয়া, পরে তথায় বা অগ্রজ পদের শেষ হইবার পূর্বেই বাক্য শেষ করিলে যতিভঙ্গ হয় না, ইহাই আমাদিগের বক্তব্য। তাহার উদাহরণার্থে আমরা এক চরণান্তর্গত প্রশ্নোত্তরবিশিষ্ট কবিতায় উদ্দেশ্য করিতে পারি ; তাহাতে আমাদিগের বাক্য সপ্রমাণ হইবে। তত্ত্বি সামান্ত কবিতায়ও তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। দেখুন, কুমারসম্ভবের ৪র্থ সর্গের ৫ম শ্লোক যথা—

উপমানমভূছিলাসিনাং

করণং যন্তব কাশ্মিমস্তয়া।

তদ্বিদং গতমীদৃশীং দশাং

ন বিদীর্ঘ্যে—কঠিনাঃ খলু জিয়ঃ ॥

এ স্থলে চতুর্থ পদের “ন বিদীর্ঘ্যে” পদের পরই অর্থের শেষ হইয়াছে। “কঠিনাঃ খলু জিয়ঃ” বাক্যের সহিত পূর্ব বাক্যের বৈয়াকরণীয় কোন আসক্তি নাই, অথচ ঐ স্থান ছন্দের যতি স্থান নহে। রঘুবংশে যথা,

দ্বোহহমাজন্মশুভানামাফলোদয়কর্মণাম্,
 আসমুক্রমিক্তীশানামানাকরথবজ্রনাম্,
 যথাবিধি হত্যায়ীনাং যথাকামাচ্ছিতার্থিনাম্,
 যথাপরোধগুণানাং যথাকালপ্রবোধিনাম্,
 ত্যাগায় সন্তু তার্থানাং সত্যায় মিতত্কাষিণাম্,
 যশসে বিজিগীষুণাং প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাম্,
 শৈশবেহভ্যাস্তবিদ্যানাং বৌবনে বিষয়ৈষিণাম্,
 বার্বকে মুনিবৃত্তীনাং বোগেনাস্তে তলুতাজ্যাম্,
 রঘুণায়ঘয়ং বক্ষ্যে,—১ম সর্গ, ৫-১০ শ্লোক।

এই বাক্যেও ইহার দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হইবে। ইহাতে “বক্ষ্যে” পদেরই অর্থের শেষ

হইয়াছে ; শ্লোকপাদের শেষ কথায় অল্প প্রসঙ্গ ; তাহার সহিত পূৰ্ব্ব কথায় সম্বন্ধ
নাই । রঘুবংশের অন্তঃ—

“সমমেব সমাক্রান্তং স্বয়ং ধিরদগামিনা ।

ভেন—সিংহাসনং পিত্র্যামখিলং চারিমগুলাং ॥”—৪র্থ সর্গ, ৪ শ্লোক ।

এই শ্লোকেও “ভেন” পদে অৰ্ধের শেষ হইয়াছে, অথচ সেই স্থান বতির
নহে । কিরাতার্কুনীয়ে বধা—

“কৃতপ্রণামস্ত মহীং মহীভুজে

জিতাং সপত্নেন নিবেদয়িগ্নাতঃ ।

ন বিব্যাধে তস্ত মনঃ—নহি প্রিয়ং,

প্রবক্তু মিচ্ছন্তি মুখা হিতৈবিগঃ ॥”

এই শ্লোকে তৃতীয় পাদের “মনঃ” পদে অৰ্ধের শেষ হইয়াছে । তৎপরের
“নহি প্রিয়ং” ইত্যাদি বাক্যের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই । এতাদৃশ অপরা
দৃষ্টান্ত অনেক সংগ্রহ করা যাইতে পারে ; পরন্তু তাহার প্রয়োজন নাই । প্রদত্ত
উদাহরণেই পাঠকসুন্দ নিশ্চিত হইবেন যে, পদমধ্যে অৰ্ধের শেষ করায় হানি হয়
না, এবং তিলোত্তমায় যে পদের প্রারম্ভে বা মধ্যে যে সকল বিরাম আছে, তাহা
কোন মতে প্রকৃত বতির হানিকর নহে । দত্তজ লেখেন—

“এইহম নিৰ্জ্জন স্থানে দেব পুরন্দর,

কেন গো বসিয়া আজি, কহ পদ্মাসনা,

বীণাপাণি ! কবি, দেবি, তব পদাঘুজে,

নমিয়া জিজ্ঞাসে তোমা, কহ, দয়াময়ি !”

এই পাদ-চতুষ্টির তৃতীয় পাদের “বীণাপাণি” পদে অৰ্ধ শেষ হইয়াছে ;
কিন্তু তাহাতে বতির ভঙ্গ হয় নাই ; যেহেতু তিলোত্তমার ছন্দঃ অমিত্রাক্ষর পন্নর,
তাহার লক্ষণ চতুর্দশাক্ষর বৃত্তি, অষ্টমাক্ষরে বতি, এবং এই লক্ষণ রক্ষা পাইলেই
ছন্দের রক্ষা মানিতে হইবে । সেই লক্ষণানুসারে “স্থানে,” “আজি,” “দেবি” ও
“তোমা” পদের পর বতি আছে ; সেই বতিতেই ছন্দের অহরোধ রক্ষা পায় ;
বীণাপাণি শব্দের পর পৃথক্ বতি থাকায় তাহার হানি হয় না । যতপি এই
নিয়মের অন্তর্গত অষ্টমাক্ষরের পর বতি না থাকে, তাহা হইলে কাব্যকর্ত্তাকে
বতি-ভঙ্গ-দোষ স্বীকার করিতে হইবে । এক পদে চতুর্দশাক্ষরের অধিক বা অল্প
থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে ছন্দোভঙ্গ স্বীকার করিতে হয় ।

প্রস্তাবিত ছন্দের পাঠ করিবার নিয়ম স্বতন্ত্র । সামান্ত পন্নরের জ্ঞান ইহা পাঠ
করিলে, অৰ্ধেরও অল্পভব হইবেক না এবং কাব্যও পত্ত বলিয়া বোধ হইবেক না ।
ঋহারা ইংরাজী ভাষা জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা যে প্রকারে মিল্টন্ কবি কৃত
“পার্লাডাইস্ লষ্ট” নামক কাব্য পাঠ করেন, তদ্রূপে ইহার পাঠ করিলে সিদ্ধকাম
হইবেন । অন্তের প্রতি বক্তব্য যে, তাঁহারা পন্নরের অষ্টম ও চতুর্দশাক্ষরে বতি

রাখিয়া, বাক্যার্থের শেষ হইলে পৃথক্ বসতি রাখিলেই তিলোত্তমা-পাঠে স্থখী হইতে পারিবেন। ফলতঃ, যে প্রকারে বিরামচিহ্নানুসারে গম্ভ পাঠ করা যায়, সেই প্রকার অমিত্রাক্ষর পয়ার পাঠ করিতে হয়; কেবল ইহার বিরাম-চিহ্ন ব্যতীত ছন্দের দুই বসতি আছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

তিলোত্তমার ছন্দ ও বসতি বিষয়ে এতাবন্যাত্র লিখিয়া তাহার রচনা-কৌশল ও কবিত্ব সম্বন্ধে আমাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করা কর্তব্য। ...এ স্থলে এইমাত্র বলিলে হয় যে, দস্তজ্বর কবিত্ব-শক্তি সম্বন্ধে আমরা পূর্বে যে প্রশংসাবাদ করিয়াছিলাম, তাহা সর্বতোভাবে সিদ্ধ হইয়াছে। তিলোত্তমার যে কোন স্থানে মনন নিক্ষেপ করা যায়, তাহাতেই প্রকৃত কবির লক্ষণ বিলক্ষণ প্রতীত হয়। সর্বত্রই স্থচক্র-রসাত্মক ভাব অতি প্রোক্ষল বাক্যে বিভূষিত হইয়াছে। ঐ ভাব সকল দস্তজ্বর ছুবনবিখ্যাত কানিদাস, ভবভূতি, হোমবু, মিলটন প্রভৃতি কবিকুলকেশরীদিগের রচনা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন; কিন্তু বঙ্গভাষায় তাহার বিভাষণে দস্তজ্বর কেবল অল্পবাদ করিয়া নিরস্ত হয়েন নাই; তাঁহার মন হইতে অস্ত্রের যে কোন ভাব নিঃসৃত হইয়াছে, তাহাই তাঁহার স্বাভাবিক কল্পনারুত্তিঃ কৌশলে নূতন অবয়ব ধারণ করিয়াছে; কিছুই প্রাচীন বলিয়া অনাদরণীয় বোধ হয় না; প্রত্যুত, সকলই হৃদয়, দীপ্তিময় ও প্রীতিকর অল্পভূত হয়। লালিত্য বিষয়ে বোধ হয়, তিলোত্তমা অতি প্রশিক্ষিত হইবেক না। তদ্রূপি, পোলোমীর খেদ-উক্তির সহিত তুলনা করিলে অতি অল্প বাদ্যলী কাব্য পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে পারে। দস্তজ্বর পৌরাণিক ভূগোল ও ঋগোল পরিভ্যাগ করিয়া, বিশ্বকর্মাণকে ভূমণ্ডলের প্রাস্তভাগে প্রেরণ করায় কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন, এবং পোলোমীর সহচরীর মধ্যে যষ্টী, মনসা, স্তম্ভচনীর উল্লেখ সহৃদয়ের কার্য্য হয় নাই। অপর, অনেক স্থানে তুলনা ও বিশেষণ, তথা স্বর্বেশা তিলোত্তমাকে “সতী” বলিয়া বর্ণনা দৃষিত মানিতে হয়। পরন্তু, ঐ সকল আপত্তিসম্বন্ধে আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি যে, বর্তমান কাব্য বঙ্গভাষার প্রধান কাব্যমধ্যে গণ্য হইবে, সন্দেহ নাই, এবং সহৃদয় কাব্যানুসারীগীরা ইহার পাঠে অবশুই বিশেষ সম্বৃত্ত হইবেন।—‘বিবিধার্থ সঙ্গ হ’, শকাব্দ ১৭৮২, অগ্রহায়ণ; ৬ষ্ঠ পর্ক, ৬৮ খণ্ড। (‘মধুসূতি,’ পৃ. ১৪৭-৪৭ হইতে উদ্ধৃত।)

There cannot be the slightest doubt that the author whose work has given occasion to this article is a true poet. The Bengali nation should be right glad at this his first successful appearance before the public as an epic poet for he is already very favourably known to them as a dramatist....He is the creator of blank verse in the language, and this single circumstance shows at once the original turn of his mind....As the new verse expresses the original character of the author's mind, so do the ideas and sentiments.

...The author's loftiness of imagination, his minute observation of nature, his delicate sense of beauty, and the uncommon splendour of his diction, charm us in every page of the poem. It is an intellectual luxury...the extraordinary genius of our poet has enabled him to arrange his copious store of sublime and beautiful sentiments and images into one harmonious and original whole and produce a masterpiece of poetry that will delight his nation from generation to generation.—*The Indian Field* for 2 Feb. 1861 (as quoted in the *Modern Review* for June 1936 pp. 658-60.)

রামগতি জায়রত্নের 'বাল্মীকীভাষা ও বাল্মীকীসাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব' মধুসূদনের জীবিতকালেই প্রকাশিত হয়। জায়রত্ন মহাশয় এই কাব্য "মিষ্টবোধ না হওয়ায় ভ্যাগ" করেন। নূতন ছন্দ ও ভাষার বাধা তিনি অতিক্রম করিতে না পারিয়া লিখিয়াছিলেন—

আমরা প্রথমে ইহা পাঠ করিতে পারি নাই, বলিয়া কেহ এক্ষণ বুঝিবেন না যে, তিলোত্তমা রসবতী নহেন;—ইহাতে উৎকৃষ্ট রস আছে, কিন্তু সেই রস, কর্ণের অনভ্যস্ত কর্ণশায়্যাম নূতন ছন্দ, দূরায়, 'ভূষণ' 'অস্থিরি' 'কাস্তিল' 'কেলিছ' প্রভৃতি মাইকেলি নূতনবিধ ক্রিয়া-পদ, ব্যাকরণদোষ প্রভৃতি কষ্টকায়ুত কঠিন স্বকে এক্ষণ আচ্ছাদিত যে, তাহা ভেদ করিয়া স্বাদ গ্রহণ করিতে সকলের পক্ষে পরিভ্রম পোষায় না।—১ম সংস্করণ (১৮৭৩), পৃ. ২৫২-৭০।

একটি কথা আমাদেরকে সর্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে, এই কাব্যে মধুসূদনের প্রধান লক্ষ্য ছিল ছন্দ; কাব্যের বিষয়-বস্তু নির্ধারণ অথবা কবিত্ব-শক্তির প্রয়োগ গৌণভাবে করা হইয়াছে। ষষ্ঠীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে লিখিত "মঙ্গলাচরণে" তাঁহার কৈকিয়ৎ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে:—

যে ছন্দোবন্ধে এই কাব্য প্রণীত হইল, তদ্বিষয়ে আমার কোন কথাই বলা বাহ্য; কেন না এক্ষণ পরীক্ষা-বুদ্ধির ফল সত্ত্ব: পরিণত হয় না। তথাপি আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে এমন কোন সময় অবশ্যই উপস্থিত হইবেক, যখন এদেশে সর্বসাধারণ জনগণ ভগবতী বাগ্বেদবীর চরণ হইতে মিত্রাক্ষর-স্বরূপ নিগুড় স্তম্ভ দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন। কিন্তু হয়তো সে শুভকালে এ কাব্য-রচয়িতা এতাদৃশী ঘোরতর মহানিত্রায় আচ্ছন্ন থাকিবেক, যে কি ধিকার, কি ধন্তবাদ, কিছুই তাহার কর্ণকূহরে প্রবেশ করিবেক না।

আজ প্রায় শতাব্দীকালের ব্যবধানে আমরা বুঝিতে পারিতেছি, কবি মধুসূদন সে দিন ভুল করেন নাই।*

* এই "ভূমিকা"য় প্রথম সংস্করণ 'মধুসূত'র উল্লেখ করা হইয়াছে।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য

[১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত তৃতীয় সংস্করণ হইতে]

মঙ্গলাচরণ ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর
মহোদয় সমীপেষু ।

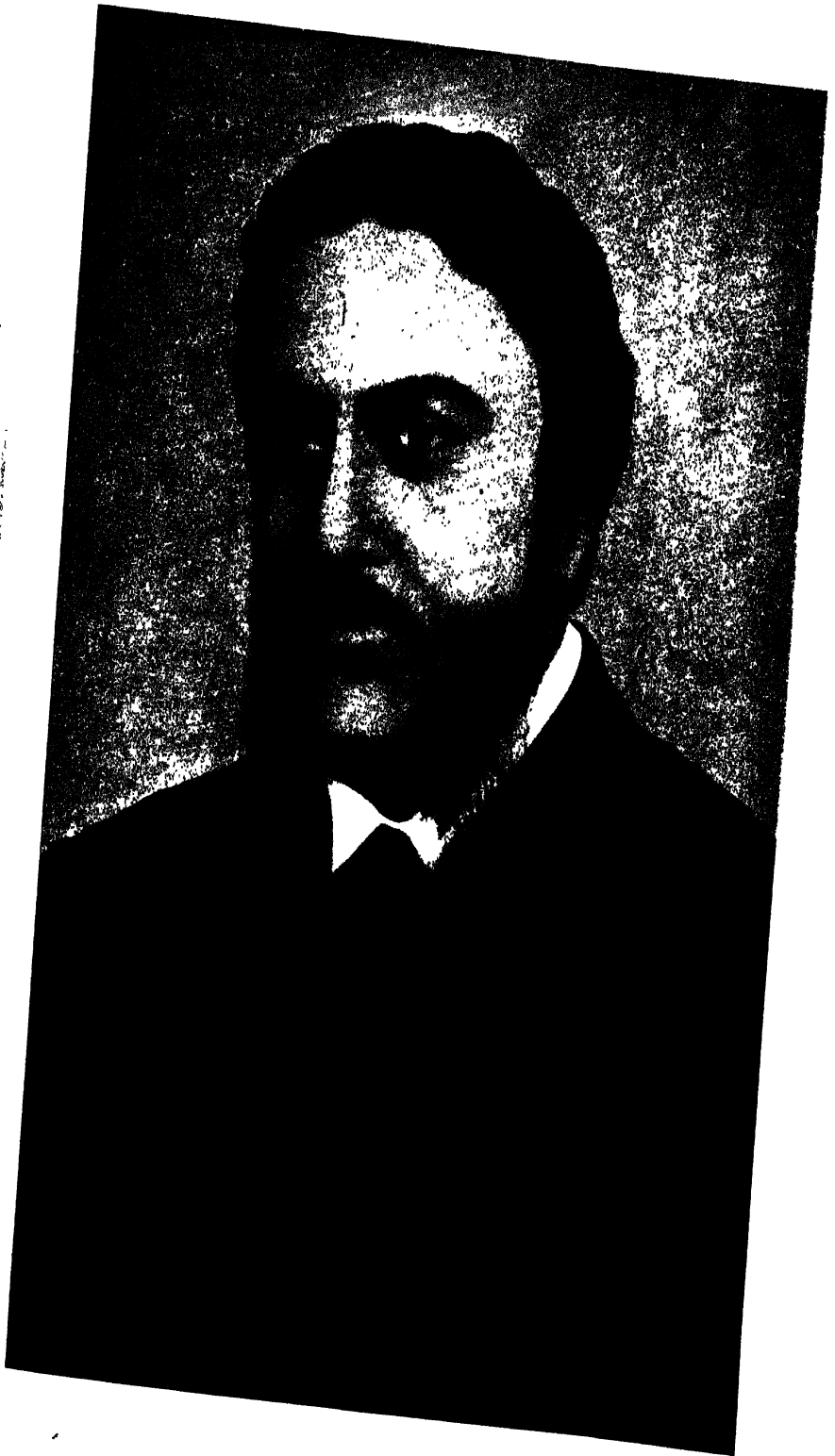
বিনয় পুরঃসর নিবেদনমেতৎ,

যে উদ্দেশ্যে তিলোত্তমার সৃষ্টি হয়, তাহা সফল হইলে, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে সুর্য্যমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই আদর্শের অনুকরণে আমি এই অভিনব কাব্য আপনাকে সমর্পণ করিলাম। মহাশয় যদি অনুগ্রহ করিয়া ইহাকে আশ্রয় দেন, তাহা হইলে আমি আমার এ পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব।

যে ছন্দোবদ্ধে এই কাব্য প্রণীত হইল, তদ্বিনয়ে আমার কোন কথাই বলা বাহুল্য ; কেন না একরূপ পরীক্ষা-বৃক্ষের ফল সন্তোষ পরিণত হয় না। তথাপি আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে এমন কোন সময় অবশ্যই উপস্থিত হইবেক, যখন এদেশে সর্বসাধারণ জনগণ ভগবতী বাগ্‌দেবীর চরণ হইতে মিত্রাকর-স্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন। কিন্তু হয়তো সে শুভকালে এ কাব্য-রচয়িতা এতাদৃশী ঘোরতর মহানিত্রায় আচ্ছন্ন থাকিবেক, যে কি শিকার, কি ধন্যবাদ, কিছই তাহার কর্ণকূহরে প্রবেশ করিবেক না।

সে বাহা হউক, এ কাব্য আমার নিকটে সর্বদা সমাদৃত থাকিবেক, যেহেতু মহাশয়ের পাণ্ডিত্য, গুণগ্রাহকতা, এবং বন্ধুতাগুণে যে আমি কি পর্য্যন্ত উপকৃত হইয়াছি, এবং হইবারও প্রত্যাশা করি, ইহা তাহার এক প্রধান অভিজ্ঞান-স্বরূপ। আক্ষেপের বিষয় এই যে মহাশয় আমার প্রতি যেরূপ স্নেহভাব প্রকাশ করেন, আমার এমন কোন গুণ নাই যদ্বারা আমি উহার যোগ্য হইতে পারি। ইতি

প্রস্থকারন্ত ।



তিলোত্তমাস্তব কাব্য

প্রথম সর্গ

ধবল নামেতে গিরি হিমাঙ্গির শিরে—
অভ্রভেদী, দেব-আত্মা, ভীষণদর্শন ;
সতত ধবলাকৃতি, অচল, অটল ;
যেন উর্ধ্ববাহু সদা, শুভ্রবেশধারী,
নিমগ্ন তপঃসাগরে ব্যোমকেশ শূলী—
যোগিকূলধ্যায় যোগী ! নিকুঞ্জ, কানন,
তরুরাজি, লতাবলী, মুকুল, কুসুম—
অস্মান্ত অচলভালে শোভে যে সকুল,
(যেন মরকতময় কনককিরীট)
না পরে এ গিরি, সবে করি অবহেলা,
বিমুখ পৃথিবীপতি পৃথ্বীস্থখে যেন
জিতেল্লিয় ! সুনাদিনী বিহঙ্গিনীদল,
সুনাদী বিহঙ্গ, অলি মন্ত মধুলোভে,
কভু নাহি ভ্রমে তথা ! যুগেস্ত্র কেশরী,-
করীখর,—গিরীখরশরীর যাহার,—
শার্দূল, ভল্লুক, বনচর জীব যত—
বনকমলিনী কুরঙ্গিণী সুলোচনা,—
ফণিনী মণিকুম্বলা, বিধাকর ফণী,—
না যায় নিকটে তার—বিকট শেখর !
অদূরে ঘোর তিমির গভীর গহ্বরে,
কলকল করে জল মহাকোলাহলে,
ভোগবতী শ্রোতস্বতী পাতালে যেমতি
কল্লোলিনী ; ঘন স্বনে বহেন পবন,
মহাকোপে লয়রূপে তমোগুণাঙ্ঘিত,

নিশ্বাস ছাড়েন যেন সর্বনাশকারী !
 দানব, মানব, যক্ষ, রক্ষ, দানবারি,—
 দানবী, মানবী, দেবী, কিবা নিশাচরী
 সকলেরি অগম—দুর্গম দুর্গ যেন !
 দিবানিশি মেঘরাশি উড়ে চারি দিকে,
 ভূতনাথসঙ্গে রঙ্গে নাচে ভূত যেন ।

এ হেন নিৰ্জন স্থানে দেব পুরন্দর
 কেন গো বসিয়া আজি, কহ পদ্মাসনা
 বীণাপাণি ? কবি, দেবি, তব পদাম্বুজে
 প্রণমি, জিজ্ঞাসে তোমা, কহ, দয়াময়ি !
 তব কৃপা-মন্দর দানব-দেব-বল,
 শেষের অশেষ দেহ—দেহ এ দাসেরে ;
 এ বাকসীগর আমি মধি সযতনে,
 লভি, মা, কবিতামৃত—নিরুপম সুধা !
 অকিঞ্চনে কর দয়া, বিশ্ববিনোদিনি !
 যে শশীর স্থান, মাতঃ, স্থাগুর ললাটে,
 তাঁহারি আভায় শোভে ফুলকুলদলে
 নিশার শিশিরবিন্দু, মুক্তাফলরূপে !—

কহ, সতি ;—কি না তুমি জান, জ্ঞানময়ি ?—
 কোথা সে ত্রিদিব, যার ভোগ লভিবারে
 কঠোর তপস্থা নর করে যুগে যুগে,
 কত শত নরপতি রত অশ্বমেধে—
 সাগর বিপুলবংশ যে লোভেতে হত ?
 কোথা সে অমরাপুরী কনকনগরী ?
 কোথা বৈজয়ন্ত-খাম, স্তবর্ণ আলয়,
 প্রভায় মলিন যার ইন্দু, প্রভাকর ?
 কোথা সে কনকাসন, রাজহুত্রে কোথা,
 রবির পরিধি যেন মেরু-শৃঙ্গোপরি—
 উভয় উজ্জলতর উভয়ের তেজে ?
 কোথা সে নন্দনবন, সুখের সদন ?

কোথা পারিজাত-ফুল, ফুলকুলপতি ?
 কোথা সে উর্বশী, রূপে ঋষি-মনোহরা,
 চিত্রলেখা—জগৎজনের চিত্তে লেখা,
 মিশ্রকেশী—যার কেশ, কামের নিগড়,
 কি অমরে, কিবা নরে, না বাঁধে কাহারে ?
 কোথায় কিম্বর ? কোথা বিছাধরদল ?
 গন্ধর্ব—মদনগর্ব খর্ব যার রূপে ?
 চিত্ররথ—কামিনীকুলের মনোরথ—
 মহারথী ? কোথা বজ্র, ভীমপ্রহরণ !
 যার দ্রুত ইরশ্মদে, গভীর গর্জনে,
 দেব-কলেবর কাঁপে করি থর থর ;
 ভূধর অধীর সদা, চমকে ভুবন
 আতঙ্কে ? কোথা সে ধনুঃ, ধনুঃকুলরাজা
 আভাময়, যার চারু-রত্ন-কাস্তিছটা
 শোভে গো গগনশিরে (মেঘময় ধবে)
 শিখিপুচ্ছচূড়া যেন জ্বীকেশকেশে !
 কোথায় পুঙ্কর, আবর্জক—ঘনেশ্বর ?
 কোথায় মাতলি বলী ? কোথা সে বিমান,
 মনোরথ পরাজিত যে রথের বেগে—
 গতি, ভাতি—উভয়েতে তড়িৎ লাঞ্চিত ?
 কোথায় গজেন্দ্র ঐরাবত ? উচ্চৈঃশ্রবাঃ
 হয়েশ্বর, আশুগতি যথা আশুগতি ?
 কোথায় পৌলোমী সতী, অনন্ত-যৌবনা,
 দেবেশ্র-হৃদয়-সরোবর-কমলিনী,
 দেব-কুল-লোচন-আনন্দময়ী দেবী,
 আয়তলোচনা ? কোথা স্বর্ণ কল্পতরু,
 কামদ বিখাতা যথা, যার পূত পদ
 আনন্দে নন্দনবনে দেবী মন্দাকিনী
 ধোন্ সদা প্রবাহিণী কলকল কলে ?—
 হায় রে, কোথায় আজি সে দেববিভব !

হায় রে, কোথায় আজি সে দেবমহিমা !

ছূর্দাস্ত দানবদল, দৈববলে বলী,
 পরাভবি সুরদলে বোরতর রণে,
 পুরিয়াছে স্বর্গপুরী মহাকোলাহলে,
 বসিয়াছে দেবাসনে পামর দেবারি ।
 যথা প্রলয়ের কালে, রুদ্রের নিশ্বাস
 বাতময়, উথলিলে জল সমাকুল,
 প্রবল তরঙ্গদল, তীর অতিক্রমি,
 বসুধার কুম্ভল হইতে লয় কাড়ি
 সুবর্ণকুম্ভ-লতা-মণ্ডিত মুকুট ;—
 যে সুচারু শ্যামঅঙ্গ ঋতুকুলপতি
 গাঁথি নানা ফুলমালা সাজান আপনি
 আদরে, হরে প্রাবন তার আভরণ ।

সহশ্রেক বৎসর যুঝিয়া দানবারি,
 প্রচণ্ড দীতিজ ভূজ প্রতাপে তাপিত,
 ভঙ্গ দিয়া বিমুখ হইলা সবে রণে—
 আকুল ! পাবক যথা, বায়ু যাঁর সখা,
 সর্বভুক্, প্রবেশিলে নিবিড় কাননে,
 মহাত্রাসে উর্দ্ধ্বাসে পালায় কেশরী ;
 মদকল নগদল, চঞ্চল সভয়ে,
 করভ করিণী ছাড়ি পালায় অমনি
 আশুগতি ; যুগাদন শার্দূল, বরাহ,
 মহিষ, ভীষণ খড়্গী—অক্ষয়শরীরী,
 ভল্লুক বিকটাকার, ছরস্ত হিংসক
 পালায় ভৈরবরবে, ত্যজি বনরাজি ;—
 পালায় কুরঙ্গ রঙ্গরসে ভঙ্গ দিয়া,
 ভূজঙ্গ, বিহঙ্গ, বেগে ধায় চারি দিকে ;—
 মহাকোলাহলে চলে জীবন-তরঙ্গ,
 জীবনতরঙ্গ যথা পবনভাঙনে !

অব্যর্থ কুলিশে ব্যর্থ দেখি সে সময়ে,

পালাইলা পরিহরি সংগ্রাম কুলিনী
 পুরন্দর ; পালাইলা পাশী দেখি পাশে
 ত্রিয়মাণ, মন্ত্রবলে মহোরগ যেন !
 পালাইলা যক্ষনাথ ভীম গদা ফেলি,
 করী যেন করহীন ! পালাইলা বেগে
 বাতাকারে মৃগপৃষ্ঠে বায়ুকুলপতি ;
 জ্বরজ্বর-কলেবর, হুঁটাশুর-শরে
 পালাইলা শিখি-পৃষ্ঠে শিখিবরাসন
 মহারথী ; পালাইলা মহিষ বাহনে
 সর্বঅস্তকারী যম, দস্ত কড়মড়ি,
 সাপটি প্রচণ্ড দণ্ড—ব্যর্থ এবে রণে ।

পালাইলা দেবগণ রণভূমি ত্যজি ;
 জয় জয় নামে দৈত্য ভুবন পুরিল ।
 দৈববলে বলী পাপী, মহা অহঙ্কারে
 প্রবেশিল স্বর্গপুরী—কনক নগরী,—
 দেবরাজাসনে, মরি, দেবারি বসিল !
 হায় রে, যে রতির মৃগাল-ভুজপাশ,
 (প্রেমের কুসুম-ডোর,) বাঁধিত সত্তত
 মধুসখে, স্মরহর-কোপানল যেন
 বিরহ-অনল রূপ ধরি, মহাতাপে
 দহিতে লাগিল এবে সে রতির হিয়া ।

সুন্দ উপসুন্দাশুর, সুরে পরাভবি,
 লণ্ড ভণ্ড করিল অখিল ভূমণ্ডল ;
 ঔর্ধ্বঋষি ক্রোধানল পশি যেন জলে,
 জ্বালাইলা জলেখরে, নাশি জলচরে ।
 তোমার এ বিধি, বিধি, কে পারে বুঝিতে,
 কিবা নরে, কি অমরে ? বোধাগম্য তুমি

ত্যজি দেববলদলে দেবমলপতি
 হিমাচলে মহাবল চলিলা একাকী ;—
 যথা পক্ষরাজ বাজ, নির্দয় কিরাত

লুটিলে কুলায় তার পর্বত-কন্দরে,
 শোকে অভিমানে মনে প্রমাদ গণিয়া,
 আকুল বিহঙ্গ, তুঙ্গ-গিরি-শৃঙ্খোপরি,
 কিম্বা উচ্চশাখ বৃক্ষশাখে বসে উড়ি ;—
 ধবল অচলে এবে চলিলা বাসব ।
 বিপদের কালজাল আসি বেড়ে যবে,
 মহতজনভরসা মহত যে জন ।
 এই সুরপতি যবে ভীষণ অশনি-
 প্রহারে চূর্ণিয়াছিল শৈল-কুল-পাখা
 হৈম, শৈলরাজসুত মৈনাক পশিলা
 অতলজলধিতলে—মান বাঁচাইতে !

যথা ঘোরতর বাত্যা, অস্থিরি নির্ঘোষে
 গভীর পল্লোধি নীর, ধরি মহাবলে
 জলচর-কুলপতি মীনেন্দ্র তিমিরে,
 ফেলাইলে তুলে কূলে, মৎস্যনাথ তথা
 অসহায় মহামতি হয়েন অচল ;
 অভিমানে শিলাসনে বসিলা আসিয়া
 জিষ্ণু—অজিষ্ণু গো আজি দানব-সংগ্রামে
 দানবারি । মহারথী বসিলা একাকী ;—
 নিকটে বিকট বজ্র, ব্যর্থ এবে রণে,
 কমল চরণে পাড়ি যায় গড়াগড়ি,
 প্রচণ্ড আঘাতে ক্ষতশরীর কেশরী
 শিখরী সমীপে যথা—ব্যথিত হৃদয়ে !
 কনক-নির্ম্মিত ধনু—রতন-মণ্ডিত,
 (কাদস্থিনী ধনী যারে পাইলে অমনি
 যতনে সীমন্তদেশে পরয়ে হরষে)
 অনাদরে শোভে, হায়, পর্বতশিখরে,
 ধবল-ললাট-দেশ উজলি স্মৃতেজে,
 শশিকলা উমাপতি-ললাট যেমতি ।
 শূন্য তূণ—বারিশূন্য সাগর যেমনি,

যবে ঋষি অগস্ত্য শুধিলা জলদলে
 ঘোর রোষে ! শঙ্খ, যার নিনাদে আকুল
 দৈত্যকুল—করী-অরি-নিনাদে যেমতি
 করিবন্দ—নিরানন্দে নীরব সে এবে !
 হায় রে, অনাথ আজি ত্রিদিবের নাথ !
 হায় রে, গরিমাহীন গরিমা-নিধান !
 যে মিহির, তিমিরারি, কর-রত্ন-দানে
 ভূষেন রজনী-সখা, স্বর্ণতারাবলী,
 গ্রহরাশি,—রাহু আসি গ্রাসিয়াছে তাঁরে !

এবে দিনমণি দেব, মৃদু-মন্দ-গতি,
 অস্তাচলে চালাইলা স্বর্ণ-চক্ররথ,
 বিশ্রাম বিলাস আশে মহীপতি যথা
 সাজ করি রাজ্য-কার্য অবনীমণ্ডলে ।
 শুখাইল নলিনীর প্রফুল্ল আনন,
 ছরহ বিরহকাল কাল যেন দেখি
 সমুখে ! মুদিল আঁখি ফুলকুলেশ্বরী ।
 মহাশোকে চক্রবাকী অবাক হইয়া,
 আইলো তরুর কোলে ভাসি নেত্রনীরে,
 একাকিনী—বিরহিণী—বিষণ্ণবদনা,
 বিধবা ছহিতা যেন জনকের গৃহে ।
 মৃদুহাসি শশী সহ নিশি দিলা দেখা,
 তারাময় সিঁথি পরি সীমন্তে সুন্দরী ;
 বন, উপবন, শৈল, জলাশয়, সরঃ,
 চল্লিমার রজঃকান্তি কান্তিল সবারে ।
 শোভিল বিমল জলে বিধুপরায়ণা
 কুমুদিনী ; স্থলে শোভে বিশদবসনা
 ধুতুরা চির যোগিনী, অলি মধুলোভী
 কভু না পরশে যারে । উতরিল ধীরে,
 বিরাম-দায়িনী নিদ্রা—রজনীর সখী—
 কুহকিনী স্বপ্নদেবী স্বজনীর সহ ।

বসুমতী সতী তাঁর চরণকমলে,
জীবকুল লয়ে নমি নীরব হইলা।

আইলা রজনী ধনী ধবল-শিখরে
ধীরভাবে, ভীমা দেবী ভীম পাশে যথা
মন্দগতি। গেলা সতী কৌমুদীবসনা
শিলাতলে দেবরাজ বিরাজেন যথা।

ধরি পাদপদ্মযুগ করপদ্মযুগে,
কাঁদিয়া সাষ্টাঙ্গে দেবী প্রণাম করিলা
দেবনাথে। অশ্রু-বিন্দু, ইন্দ্রের চরণে,
শোভিল, শিশির যেন শতদল-দলে,
জাগান অরণ্যে যবে উবা সাজাইতে
একচক্ররথ, খুলি সুকমল-করে

পূর্বাশার হৈম দ্বার! আইলেন এবে
নিজ্রাদেবী, সহ স্বপ্ন-দেবী সহচরী,
পুষ্পদাম সহ, আহা, সৌরভ যেমতি।

মুহু মন্দ গঙ্গবহ-বাহনে আরোহি,
আসি উত্তরিলা দৌহে যথা বজ্রপাণি;
কিন্তু শোকাকুল হেরি দেবকুলনাথে,
নিঃশব্দে বিনতভাবে দূরে দাঁড়াইলা,
সুকিঙ্করীবৃন্দ যথা নরেন্দ্র সমীপে
দাঁড়ায়,—উজ্জ্বল স্বর্ণপুতলীর দল।

হেরি অসুরারি দেবে শোকের সাগরে
মগ্ন, মগ্ন বিশ্ব যেন প্রলয়সলিলে,—
কাঁদিতে কাঁদিতে নিশি নিজ্রা পানে চাহি,
সুমধুর স্বরে স্তামা কহিতে লাগিলা;—

“হায় সখি, এ কি লীলা খেলিলা বিধাতা?
দেবকুলেশ্বর যিনি, ত্রিদিবের পতি,
এই শিলাময় দেশ—অগম, বিজন,
ভয়ঙ্কর—মরি! এ কি সাজে লো তাঁহারে?
হায় রে, যে কল্পতরু নন্দনকাননে,

মন্দাকিনী তটিনীর স্বর্ণতটে শোভে
 প্রভাময়, কে ফেলে লো উপাড়ি তাহারে
 মরুভূমে ? কার বুক না ফাটে লো দেখি
 এ মিহিরে ডুবিতে এ তিমির-সাগরে !”

কহিতে কহিতে দেবী শর্বরী সুন্দরী
 কাঁদিয়া তারাকুম্ভলা ব্যাকুলা হইলা ।
 শোকের তরঙ্গ যবে উথলে হৃদয়ে,
 ছিন্ন-তার বীণা সম নীরব রসনা ;—
 অরে রে দারুণ শোক, এই তোমর রীতি ।

শুনি যামিনীর বাণী, নিজ্রাদেবী তবে
 উত্তর করিলা সতী অমৃতভাবিণী,
 মধুপানে মাতি যেন মধুকরীশ্বরী
 মধুর গুঞ্জরে, আহা, নিকুঞ্জ পুরিলাঃ—
 “যা কহিলে সত্য, সখি, দেখি বুক ফাটে ;
 বিধির নির্বন্ধ কিন্তু কে পারে খণ্ডাতে ?
 আইস এবে, তুমি, আমি, স্বপ্নদেবী সহ,
 কিঞ্চিৎ কালের তরে হরি, যদি পারি,
 এ বিষম শোকশেল, যতন করিয়া ।
 ডাক তুমি, হে স্বজনি, মলয় পবনে ;
 বল তারে সুসৌরভ আশু আনিবারে ;
 কহ তব সুধাংশুরে সুধা বরষিতে ।
 যাই আমি, যদি পারি, মুদি, প্রিয়সখি,
 ও সহস্র আঁখি, মল্লবলে কি কৌশলে ।
 গড়ুক স্বপ্নদেবী মায়ার পৌলোমী—
 মুগাক্ষী, পীবরসুতনী, সুবিশ্ব-অধরা,
 সুশোভিত কবরী মন্দারে, কুশোদরী ;
 বেড়ুক দেবেশ্রে সৃষ্টি মায়ায় নন্দন ;
 মায়ায় উর্বশী আসি, স্বর্ণবীণা করে,
 গায়ুক মধুর গীত মধু পঞ্চস্বরে ;
 রম্ভা-উরু রম্ভা আসি নাচুক কৌতুকে ।

যে অবধি, নলিনীর বিরহে কাতর,
নলিনীর সখা আসি নাহি দেন দেখা
কনক উদয়াচল-শিখরে, উজ্জলি
দশ দিশ, হে স্বজনি, আইস তোমা দৌহে,
সাধিতে এ কার্য মোরা করি প্রাণপণ ।”

তবে নিশি, সহ নিজ্রা, স্বপ্ন কুহকিনী,
হাত ধরাধরি করি, বেড়িলা বাসবে—
সুবর্ণ চম্পকদাম গাঁথি যেন রতি
দোলাইলা প্রাণপতি মদনের গলে !
ধীরভাবে দেবীদল, বেড়িয়া দেবেশে,
যাঁর যত ভঙ্গ, মঙ্গ, ছিটা, কোঁটা ছিল,
একে একে লাগাইলা ; কিন্তু দৈবদোষে,
বিফল হইল সব ; যামিনী অমনি,
চঞ্চল বিশ্বয়ে দেবী, মুহু, কলস্বরে,—
একাকিনী, স্নানাদিনী কপোতী যেমতি
কুহরে নিবিড় বনে—কহিতে লাগিলা ;—

“কি আশ্চর্য্য, প্রিয়সখি, দেখিলাম আজি !
কেবা জিনে ত্রিভুবনে আমা তিন জনে ?
চিরবিজয়িনী মোরা যাই লো যে স্থলে !
সাগর মাঝারে, কিম্বা গহন বিপিনে,
রাজসভা, রণভূমে, বাসরে, আসরে,
কারাগারে, দুঃখ, সুখ, উভয় সদনে,
করি জয় স্বর্গে, মর্ত্যে, পাতালে, আমরা ;
কিন্তু সে প্রবল বল বৃথা হেথা এবে ।”

শুনি স্বপ্নদেবী হাসি—হাসে শশী যথা—
কহিলা শ্যামা স্বজনী রজনীর প্রতি ;
“মিছে খেদ কেন, সখি, কর গো আপনি ?
দেবেন্দ্ররমণী ধনী পুলোমহুহিতা
বিনা, আর কার সাধ্য নিবাইতে পারে
এ অলস্তু শোকানল ? যদি আজ্ঞা দেহ,

যাই আমি আনি হেথা সে চারুহাসিনী ।
 হায়, সখি, পতিহীনা কপোতী যেমতি,
 তরুবর, শৃঙ্গধর সমীপে, বিলাপি
 চাহে কাস্তে সৌমস্তিনী, বিরহবিধুরা,
 ভ্রাস্তি-দুতী সহ সতী ভ্রমেন জগতে,
 শোকে ! শুন মন দিয়া, রজনি স্বজনি,
 যদি আজ্ঞা কর তবে এখন যাইব ।”
 যাও বলি আদেশিলা শশাঙ্করঙ্গিনী ।
 চলিলা স্বপনদেবী নীলাস্বর-পথে—
 বিমল তরলতর রূপে আলো করি
 দশ দিশ ; আশুগতি গেলা কুহকিনী,
 ভূপতিত তারা যেন উঠিল আকাশে ।

গেলা চলি স্বপ্নদেবী মায়াবী সুন্দরী
 দ্রুতবেগে ; বিভাবরী নিজ্রাদেবী সহ
 বসিলা ধবল শৃঙ্গে ; আহা, কিবা শোভা !
 যুগল কমল, যেন জগৎ মোহিতে,
 ফুটিল এক যুগলে ক্ষীর-সরোবরে !
 ধবল শিখরে বসি নিজ্রা, বিভাবরী,
 আকাশের পানে দৌহে চাহিতে লাগিলা,
 হায় রে, চাতকী যথা সতৃষ্ণ নয়নে
 চাহে আকাশের পানে জলধারা-আশে !

আচম্বিতে পূর্বভাগে গগনমণ্ডল
 উজ্জ্বলিল, যেন দ্রুত পাবকের শিখা,
 ঠেলি ফেলি ছই পাশে তিমির-তরঙ্গ,
 উঠিল অস্বর-পথে ; কিম্বা দ্বিমাস্পতি
 অরুণ সারথি সহ স্বর্ণচক্র রথে
 উদয় অচলে আসি দরশন দিলা ।
 শতেক যোজন বেড়ি আলোক-মণ্ডল
 শোভিল আকাশে, যেন রঞ্জনের ছটা
 নীলোৎপল-দলে, কিম্বা নিকষে যেমতি

সুবর্ণের রেখা—লেখা বক্র চক্ররূপে ।
 এ সুন্দর প্রভাকর পরিধি মাঝারে,
 মেঘাসনে বসি ওগো কোন্ সতী ওই ?
 কেমনে, কহ, মা, শ্বেতকমলবাসিনি,
 কেমনে মানব আমি চাব ঔঁর পানে ?
 রবিচ্ছবি পানে, দেবি, কে পারে চাহিতে ?
 এ দুর্বল দাসে কর তব বলে বলী ।

চরণ যুগল শোভে মেঘবর-শিরে,
 নীল-জলে রক্তোৎপল প্রফুল্লিত যথা,
 কিম্বা মাধবের বৃকে কৌমুভ রতন ।
 দশ চন্দ্র পাড়ি রে রাজীব পদতলে,
 পূজা ছলে বসে তথা—সুখের সদন ।
 কাঞ্চন-সুকুট শিরে—দিনমণি তাহে
 মণিরূপে শোভে ভানু ; পৃষ্ঠে মন্দ দোলে
 বেণী,—কামবধু রতি যে বেণী লইয়া
 গড়েন নিগড় সদা বাঁধিতে বাসবে ।
 অনন্ত-যৌবন দেব, বসন্ত যেমনি
 সাজায় মহীর দেহ, স্মধুর মাসে,
 উল্লাসে ইন্দ্রাণী পাশে বিরাজে সতত
 অনুচর, যোগাইয়া বিবিধ ভূষণ !
 অলিপংক্তি,—রতিপতি-ধনুকের গুণ,—
 সে ধনুরাকার ধরি বসিয়াছে সুখে
 কমল নয়ন-যুগোপরি, মধু আশে
 নীরব !—হায় রে মরি ! এ তিন ভুবনে
 কে পারে ফিরাতে আঁখি হেরি ও বদন !
 পদ্মরাগ-খচিত, পদ্মের পর্ণ সম
 পট্টবস্ত্র ; সু-অঞ্চলে জলে রত্নাবলী,
 বিজলীর বলা যেন অচঞ্চল সদা !
 সে আঁচল ইন্দ্রাণীর পীনস্তনোপরি
 ভাতে, কামকেতু যথা যবে কামসখা

বসন্ত, হিমাস্তে, তারে উড়ায় কোঁতুকে !

ভুবনমোহিনী দেবী, বসি মেঘাসনে,
আইলা অম্বরপথে মৃদুমন্দগতি,—
নীলাসু সাগর-মুখে নীলোৎপল-দলে
যথা রমা স্নুকেশিনী কেশববাসনা,
সুরাসুর মিলি যবে মথিলা সাগরে !
হায়, ও কি অশ্রু কবি-হেরে ও নয়নে ?
অরে রে বিকট কৌট, নিদারুণ শোক,
এ হেন কোমল ফুলে বাসা কি রে তোর—
সর্বভুক্ সম, হায়, তুই ছুরাচার
সর্বভুক্ ? শূন্যমার্গে কাঁদেন বিষাদে
একাকিনী স্বরীষরী ! চল, ঘনপতি !
ঘন-কুলোস্তম তুমি, উড় ক্রান্তবেগে ।
তুমি হে গন্ধমাদন, তোমার শিখরে
ফলে সে দুর্লভ স্বর্ণলতিকা, পরশে
যাহার, শোকের শক্তি-শেলাঘাত হতে
লভিবেন পরিত্রাণ বাসব সুমতি !

আইলা পৌলোমী সতী মেঘাসনে বসি,
তেজোরামি-বেষ্টিতা ; নাদিল জলধর ;
সে গভীর নাদ শুনি, আকাশসম্ভবা
প্রতিধ্বনি সপুলকে বিস্তারিলা তারে
চারি দিকে ; কুঞ্জবন, কন্দর, পর্বত,
নিবিড় কানন, দূর নগর, নগরী,
সে স্বর-তরঙ্গ রঙ্গে পুরিল সবারে ।
চাতকিনী জয়ধ্বনি করিয়া উড়িল
শূন্য পথে, হেরি দূরে প্রাণনাথে যথা
বিরহবিধুরা বালা, ধায় তার পানে ।
নাচিতে লাগিল মস্ত শিখিনী সুখিনী :
প্রকাশিল শিখী চারু চন্দ্রক-কলাপ ;

বলাকা, মালায় গাঁথা, আইলা ঘরিতে

Uttarpara Jai Krishna Public Library,

Accn. No. 2286 Date 22.2.96.

যুড়িয়া আকাশপথ ; সুবর্ণ কন্দলী—
 ফুলকুলবধু সতী সদা লজ্জাবতী,
 মাথা তুলি শূন্তপানে চাহিয়া হাসিল ;
 গোপিনী শুনি যেমনি মুরলীর ধ্বনি,
 চাহে গো নিকুঞ্জপানে, যবে ব্রজধামে,
 দাঁড়ায়ে কদম্বমূলে যমুনার কূলে,
 মৃদুস্বরে স্তন্দরীরে ডাকেন মুরারি ।

যনাসন ত্যজি আশু নামিলা ইন্দ্রাণী
 ধবলের পদদেশে । এ কি চমৎকার ?
 প্রভাকীর্ণ, তেজোময় কনকমণ্ডিত
 সোপান দেখিলা দেবী আপন সম্মুখে—
 মণি মুক্তা হীরক খচিত শত সিঁড়ি
 গড়ি যেন বিশ্বকর্মা স্থাপিলা সেখানে ।
 উঠিলেন ইন্দ্রপ্রিয়া মৃদু মন্দ গতি
 ধবল শিখরে সতী । আচম্বিতে তথা
 নয়ন-রঞ্জন এক নিকুঞ্জ শোভিল ।
 বিবিধ কুসুমজাল, স্তবকে স্তবকে,
 বনরত্ন, মধুর সর্বস্ব, স্মরধন,
 বিকশিয়া চারি দিকে হাসিতে লাগিল—
 নীল নভস্তলে হাসে তারাদল যথা ।
 মধুকর-নিকর আনন্দধ্বনি করি
 মকরন্দ-লোভে অন্ধ আসি উতরিলা ;
 বসন্তের কলকণ্ঠ গায়ক কোকিল
 বরষিলা স্বরসুধা ; মলয় মারুত—
 ফুল-কুল-নায়ক প্রবর সমীরণ—
 প্রতি অনুকূল-ফুল-শ্রবণ-কুহরে
 প্রেমের রহস্য আসি কহিতে লাগিলা ;
 ছুটিল সৌরভ যেন রতির নিশ্বাস,
 মন্থথের মন যবে মথেন কামিনী
 পাতি প্রণয়ের ফাঁদ প্রণয়কৌতুকে

বিরলে ! বিশাল তরু, ব্রততী-রমণ,
 মঞ্জরিত ব্রততীর বাহুপাশে বাঁধা,
 দাঁড়াইল চারি দিকে, বীরবৃন্দ যথা ;
 শত শত উৎস, রজস্ফোর আকারে
 উঠিয়া আকাশে, মুক্তাফল কলরবে
 বরষি, আর্দ্রিল অচলের বক্ষঃস্থল ।
 সে সকল জলবিন্দু একত্র মিশিয়া,
 সৃষ্টিল সত্বর এক রম্য সরোবর
 বিমল-সলিল-পূর্ণ ; সে সরে হাসিল
 নলিনী, ভুলিয়া ধনী তপন-বিরহ
 ক্ষণকাল ! কুমুদিনী, শশাঙ্ক-রঞ্জিনী,
 সুখের তরঙ্গে রঙ্গে ফুটিয়া ভাসিল !
 সে সরোদর্পণে তারা, তারানাথ সহ,
 সূতরল জলদলে কান্তি রজতেজে,
 শোভিল পুলকে—যেন নূতন গগনে !
 অবিলম্বে শম্বরারি-সখা ঋতুপতি
 উত্তরিল সস্তাষিতে ত্রিদিবের দেবী ।—

কার সঙ্গে এ কুঞ্জের দিব রে তুলনা ?
 প্রাণপতি সহ রতি ভুঞ্জে রতি যথা,
 কি ছার সে কুঞ্জবন এ কুঞ্জের কাছে ।
 কালিন্দী আনন্দময়ী তটিনীর তটে
 শোভে যে নিকুঞ্জবন—যথা প্রতিধ্বনি,
 বংশীধ্বনি শুনি ধনী—আকাশছুঁহিতা—
 শিখে সদা রাধানাম মাধবের মুখে,
 এ কুঞ্জের সহ তার তুলনা না খাটে ।
 কি কহিবে কবি তবে এ কুঞ্জের শোভা ?
 প্রমদার পাদপদ্ম-পরশে অশোক
 সুখে প্রসূনের হার পরে তরুবর ;
 কামিনীর বিধুমুখ-শীধু-সিক্ত হলে,
 বকুল, ব্যাকুল তার মন রঞ্জাইতে,

ফুল-আভরণে ভূষে আপনার বপু
 হরষে, নাগর যথা প্রেমলাভ আশে ;—
 কিন্তু আজি ধবলের হের বাজি-খেলা ।
 অরে রে বিজন, বক্ষ্য, ভয়ঙ্কর গিরি,
 হেরি এ নারীন্দু-পদ-অরবিন্দ-যুগ,
 আনন্দ সাগর-নীরে মঞ্জিলি কি তুই ?
 স্মরহর দিগম্বর, স্মর প্রহরণে,
 হৈমবতী-সতী-রূপ-মাধুরী দেখিয়া,
 মাতিলা কি কামমদে তপ যাগ ছাড়ি ?
 ত্যজি ভস্ম, চন্দন কি লেপিলা দেহেতে ?
 ফেলি দূরে হাড়মালা, রত্ন কণ্ঠমালা
 পরিলা কি নীলকণ্ঠে, নীলকণ্ঠ ভব ?—
 ধন্য রে অঙ্গনাকুল, বলিহারি তোরে !

প্রবেশিলা কুঞ্জবনে পৌলোমী সুন্দরী ;
 অলিকুল ঝঙ্কারিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ি,
 মকরন্দ-গন্ধে যেন আকুল হইয়া,
 বেড়িল বাসব-ক্রুৎ-সরসী-পদ্মিনীরে,
 স্বর্গের লভিতে সুখ স্বর্গপুরী যথা
 বেড়ে আসি দৈত্যদল ! অদূরে সুন্দরী
 মনোরম পথ এক দেখিলা সম্মুখে ।
 উভয় পারশে শোভে দীর্ঘ তরুরাজী,
 মুকুলিত-সুবর্ণ-লতিকা-বিভূষিত,
 বীর-দেহে শোভে যথা কনকের হার
 চকমকি ! দেবদারু—শৈলশৃঙ্গ যথা
 উচ্চতর ; লতাবধু-লালসা রসাল,
 রসের সাগর তরু ; মৌল—মধুক্রম ;
 শোভাঞ্জন—জটাধর যথা জটাধর
 কপর্দী ; বদরী—যার স্নিগ্ধ তলে বসি,
 ছৈপায়ন, চিরজীবী যশঃসুখা পানে,
 কহেন মধুর স্বরে, ভুবন মোহিয়া,

মহাভারতের কথা ! কদম্ব সুন্দর—
 করি চুরি কামিনীর স্মরণি নিবাস
 দিয়াছে মদন যার কুসুম-কলাপে,
 কেন না মন্থন-মন মথেন যে ধনী,
 তাঁর কুচাকার ধরে সে ফুল-রতন !
 অশোক—বৈদেহি, হায়, তব শোকে, দেবি,
 লোহিত বরণ আজ্ঞ প্রসূন যাহার
 যথা বিলাপীর আঁখি ! শিমূল—বিশাল
 বৃক্ষ, ক্ষত-দেহ যেন রণক্ষেত্রে রথী
 শোণিতার্দ্ৰ ! সুইন্দ্রদী, তপোবনবাসী
 তাপস ; শল্মলী ; শাল ; তাল, অত্রভেদী
 চূড়াধর ; নারীকেল, যার স্তনচয়
 মাতৃদুগ্ধসম রসে তোষে তুষাতুরে !
 গুবাক ; চালিতা ; জাম, সুভ্রমরকুপী
 ফল যার ; উর্দ্ধাশির তেঁতুল ; কাঁঠাল,
 যার ফলে স্বর্ণকণা শোভে শত শত
 ধনদের গৃহে যেন ! বংশ, শতচূড়,
 যাহার দুহিতা বংশী, অধর-পরশে,
 গায় রে ললিত গীত সুমধুর স্বরে ।
 খর্জুর, কুম্ভীরনিভ ভীষণ মুরতি,
 তবু মধুরসে পূর্ণ ! সতত থাকে রে
 সুগুণ কুদেহে ভবে বিধির বিধানে !
 তমাল—কালিন্দীকূলে যার ছায়াতলে
 সরস বসন্তকালে রাধাকান্ত হরি
 নাচেন যুবতী সহ ! শমী—বরাজনা,
 বন-জ্যোৎস্না ! আমলকী—বনশূলী-সখী ;
 গান্ধারী—রোগাস্তকারী যথা ধ্বস্তুরি—
 দেবতাকুলের বৈষ্ণৱ । আর কব কত ?
 চলিলা দেব-কামিনী মরাল-গামিনী ;
 রুগুরুগু ধ্বনি করি কিষ্কিনী বাজিল ;

শুনি সে মধুর বোল তরুদল যত,
 রতিভ্রমে পুষ্পাঞ্জলি শত হস্ত হতে
 বরষি, পূজিল স্তব্ধে রাঙা পা ছুখানি ।
 কোকিল কোকিলা সহ মিলি আরম্ভিল
 মদন-কীর্তন-গান ; চলিলা রূপসী—
 যেখানে সুরাঙাপদ অর্পিলা ললনা,
 কোকনদকুল ফুটি শোভিল সেখানে ।

অদূরে দেখিলা দেবী অতি মনোহর
 হৈম, মরকতময়, চারু সিংহাসন ;
 তাহার উপরে তরু-শাখাদল মিলি,
 আলিঙ্গিয়া পরস্পরে, প্রসারে কৌতুকে,
 নবীন পল্লবছত্র, প্রবালে খচিত,
 বেষ্টিত মাণিকরূপী মুকুলঝালরে ;
 সুপ্ত পীতাম্বর-শিরে অনন্ত যেমতি
 (ফণীন্দ্র) অযুত ফণা ধরেন যতনে ।
 চারি দিকে ফুটে ফুল ; কিংশুক, কেতকী
 স্মর-প্রহরণ উভে ; কেশর সুন্দর—
 রতিপতি করে যারে ধরেন আদরে,
 ধরেন কনকদণ্ড মহীপতি যথা ;
 পাটলি—মদন-তুণ, পূর্ণ ফুল-শরে ;
 মাধবিকা—যার পরিমল-মধু-আশে,
 অনিল উন্মত্ত সদা ; নবীনা মালিকা—
 কানন-আনন্দময়ী ; চারু গন্ধরাজ—
 গন্ধের আকর, গন্ধ-মাদন যেমতি ;
 চম্পক—যাহার আভা দেবী কি মানবী,
 কে না লোভে ত্রিভুবনে ? লোহিতলোচনা
 জ্বা—মহিষমর্দিনী আদরেন যারে ;
 বকুল—আকুল অলি যার সুসৌরভে ;
 কদম্ব—যাহার কাস্তি দেখি, সুখে মজি,
 রতির কুচ-মুগল গড়িলা বিধাতা ;

রজনীগন্ধা—রজনী-কুস্তল-শোভিনী,
 শ্বেত, তব শ্বেতভুজ যথা, শ্বেতভুজে !
 কর্ণিকা—কোমল উরে যাহার বিলাসী
 (তপন-তাপেতে তাপী) শিলীমুখ, সুখে
 লভে সুবিরাম, যথা বিরাজেন রাজা
 সুপট্ট-শয়নে ; হায়, কর্ণিকা অভাগা
 বরবর্ণ বৃথা যার সৌরভ বিহনে,
 সতীত্ব বিহনে যথা যুবতীর্যোবন !
 কামিনী—যামিনী-সখী, বিশদ-বসনা
 ধুতুরা যোগিনী যথা, কিন্তু রতি-দৃতী,
 রতি কাম সেবায় সতত ধনী রত !
 পলাশ—প্রবালে গড়া কুণ্ডলের রূপে
 বলকে যে ফুল বনস্থলী-কর্ণ-মূলে,
 তিলক—ভবানী-ভালে শশিকলা যথা
 সুন্দর ! ঝুমুকা—যার চারু মুক্তি গড়ি
 সুবর্ণে, প্রমদা কর্ণে পরে মহাদরে !—
 আর আর ফুল যত কে পারে বর্ণিতে ?

এ সব ফুলের মাঝে দেখিলা রূপসী
 শোভিছে অঙ্গনাকুল, ফুলকচি হরি,
 রূপের আভায় আলো করি বনরাজী ;—
 পর্বতচ্ছিতা সবে—কনক-পুতলী,
 কমলবসনা, শিরে কমলকিরীট,
 কমল-ভূষণা, কমলায়ত-নয়না,
 কমলময়ী যেমনি কমল-বাসিনী
 ইন্দ্রিরা ! কাহার করে হৈম ধূপদান,
 তাহে পুড়ি গন্ধরস, কুন্দুর, অগুরু,
 গন্ধামোদে আমোদিছে স্ননিকুঞ্জবন,
 যেন মহাব্রতে ত্রতী বসুন্ধরা-পতি
 ধবল, ভুধরেশ্বর ! কার হাতে শোভে
 স্বর্ণথালে পাণ্ড অর্ঘ্য ; কেহ বা বহিছে

মণিময় পায়ে ভরি মন্দাকিনী-বারি,
 কেহ বা চন্দন, চূয়া, কস্তুরী, কেশর,
 কেহ বা মন্দারদাম—তারাময় মালা !
 মৃদঙ্গ বাজায় কেহ রঙ্গরসে চলি ;
 কোন ধনী, বীণাপাণি-গঞ্জিনী, পুলকে
 ধরি বীণা, বরিষিছে সুমধুর ধ্বনি ;
 কামের কামিনী সমা কোন বামা ধরে
 রবাব, সঙ্গীত-রস-রসিত অর্ণব ;
 বাজে কপিনাশ—ছুঃখনাশ যার রবে ;
 সপ্তস্বর, সুমন্দিরা, আর যন্ত্র যত ;—
 তধুরা—অস্বরপথে গস্তীরে যেমতি
 গরজে জীমূত, নাচাইয়া ময়ূরীরে ।

দেখিলা সতীরে, যত পার্বতী যুবতী,
 নৃত্য করি মহানন্দে গাইতে লাগিলা,
 যথা যবে, আশ্বিন, হে মাস-বংশ-রাজা,
 আন তুমি গিরি-গৃহে গিরীশ-ছহিতা
 গৌরী, গিরিরাজ-রাণী মেনকা সুন্দরী,
 সহ সহচরীগণ, তিতি নেত্রনীরে,
 নাচেন গায়েন সুখে ! হেরিয়া শচীরে
 অচিরে পার্বতীদল গীত আরম্ভিলা ।

“স্বাগত, বিধুবদনা, বাসব-বাসনা !
 অমরাপুরী-ঈশ্বরী ! এ পর্বত-দেশে
 স্বাগত, ললনা, তুমি ! তব দরশনে,
 ধবল অচল আজি অচল হরষে !
 শৈলকুল-শত্রু শত্রু, তব প্রাণপতি ;
 কিন্তু যুধনাথ যুঝে যুধনাথ সহ—
 কেশরী কেশরী সঙ্গে যুদ্ধ-রঙ্গে রত ।
 আইস, হে লাবণ্যবতি, ছহিতা যেমতি,
 আইসে নিজ পিত্রালয়ে নির্ভয় হৃদয়ে,
 কিম্বা বিহঙ্গিনী যথা বিপদের কালে,

বহুবাহু ভরু-কোলে । ধীর অধেষণে
ব্যগ্র ভূমি, সে রতনে পাইবা এখনি—
দেখ তব পুরন্দরে ওই সিংহাসনে !”

নীরবিলা নগবালাদল, অরবিন্দ-
ভূষণা । সন্মুখে দেবী কনক-আসনে,
নন্দনকাননে যেন, দেখিলা বাসবে ।
অমনি রমণী, হেরি হৃদয়-রমণে,
চলিলা দেবেশ-পাশে সঙ্ঘর-গামিনী,
প্রেম-কুতূহলে ; যথা বরিষার কালে,
শৈবলিনী, বিরহ-বিধুরা, ধায় রড়ে
কল কল কলরবে সাগর উদ্দেশে,
মজিতে প্রেমত্তরঙ্গ-রঙ্গে-তরঙ্গিনী ।

যথা শুনি চিন্ত-বিনোদিনী বীণাধরনি,
উল্লাসে কণীন্দ্র জাগে, শুনিয়া অদূরে
পৌলোমীর পদ-শব্দ—চির পরিচিত—
উঠিলেন শচীপতি শচী-সমাগমে !
উন্মীলিলা আখণ্ডল সহস্র লোচন,
যথা নিশা-অবসানে মানস-সুসরঃ
উন্মীলে কমল-কুল ; কিহা যথা যবে
রজনী শ্যামাঙ্গী ধনী আইসে মুহুগতি,
খুলিয়া অযুত আঁখি গগন কোতুকে
সে শ্যাম বদন হেরে—ভাসি প্রেম-রসে !
বাহু পসারিয়া দেব ত্রিদিবের পতি
বাঁধিলা প্রণয়পাশে চারুহাসিনীরে
যতনে, রতনাকর শশিকলা যথা,
যবে ফুল-কুল-সখী হৈমময়ী উবা
মুক্তাময় কুণ্ডল পরান ফুলকূলে !

“কোথা সে ত্রিদিব, নাথ ?”—ভাসি নেত্রনীরে
কহিতে লাগিলা শচী—“দারুণ বিঘাতা
হেন বাম মোর প্রতি কিসের কারণে ?

কিস্ত এবে, হে রমণ, হেরি বিধুমুখ,
 পাশরিল দাসী তার পূর্বহুঃখ যত !
 কি ছার সে স্বর্গ ? ছাই তার সুখভোগে !
 এ অধীনী সুখিনী কেবল তব পাশে !
 বাঁধিলে শৈবলবৃন্দ সরের শরীর,
 নলিনী কি ছাড়ে তারে ? নিদাঘ যতপি
 গুথায় সে জল, তবে নলিনীও মরে !
 আমি হে তোমারি, দেব !”—কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
 নীরবিলা চন্দ্রাননা অশ্রুঃময় আঁখি ;—
 চুখিলা সে সাক্ষা আঁখি দেব অশ্রুরারি
 সোহাগে,—চুস্বয়ে যথা মলয়-অনিল
 উজ্জ্বল শিশির-বিন্দু কমল-লোচনে !

“তোমারে পাইলে, প্রিয়ে, স্বর্গের বিরহ
 ছরুহ কি ভাবে কভু তোমার কিঙ্কর ?
 তুমি যথা, স্বর্গ তথা !”—কহিলা সুস্বরে,
 বাসব, হরষে যথা গরজে কেশরী
 কুশোদর, হেরি বীর পর্বত-কন্দরে
 কেশরিণী কামিনীরে ;—কহিলা সুমতি,—
 “তুমি যথা, স্বর্গ তথা, ত্রিদিবের দেবি !
 কিস্ত, প্রিয়ে, কহ এবে কুশল বারতা !
 কোথা জলনাথ ? কোথা অলকার পতি ?
 কোথা হৈমবতীসুত তারকসূদন,
 শমন, পবন, আর যত দেব-নেতা ?
 কোথা চিত্ররথ ? কহ, কেমনে জানিলা
 ধবল আশ্রয়ে আমি আশ্রয়ী, সুন্দরি ?”

উত্তর করিলা দেবী পুলোম-ছহিতা—
 যুগাক্ষী, বিশ্ব-অধরা, গীনপয়োধরা
 কুশোদরী ;—“মম ভাগ্যে, প্রাণ-সখা, আজি
 দেখা মোর শূণ্য মার্গে স্বপ্নদেবী সহ !
 পুঙ্করের পৃষ্ঠে বসি, সৌদামিনী যেন,

ভ্রমিতেছিহু এ বিশ্ব অনাথা হইয়া,
 স্বপ্ন মোরে দিল, নাথ, তোমার বারতা !
 সমরে বিমুখ, হায়, অমরের সেনা,
 ব্রহ্ম-লোকে স্মরে তোমা ; চল, দেবপতি,
 অনতিবিলম্বে, নাথ, চল, মোর সাথে !”

শুনি ইন্দ্রাণীর বাণী, দেবেন্দ্র অমনি
 স্মরিল বিমানবরে ; গম্ভীর নিনাদে
 আইল রথ, তেজঃপুঞ্জ, সে নিকুঞ্জবনে ।
 বসিলা দেবদম্পতী পদ্মাসনোপরে ।
 উঠিল আকাশে গর্জি স্বর্ণ ব্যোমযান,
 আলো করি নভস্তল, বৈনতেয় যথা
 সূধানিধি সহ সূধা বহি সযতনে ।

ইতি ত্রীতিলোত্তমাসম্ভবে কাব্যে ধবল-শিখরো নাম
 প্রথম সর্গ ।

দ্বিতীয় সর্গ

কোথা ব্রহ্মলোক ? কোথা আমি মন্দমতি
অকিঞ্চন ? যে ছল্লভ লোক লভিবারে
যুগে যুগে যোগীশ্বর করেন মহা যোগ,
কেমনে, মানব আমি, ভব-মায়াজালে
আবৃত, পিঞ্জরাবৃত বিহঙ্গ যেমতি,
যাইব সে মোক্ষধামে ? ভেলায় চড়িয়া,
কে পারে হইতে পার অপার সাগর ?
কিন্তু, হে সারদে, দেবি বিশ্ববিনোদিনি,
তব বলে বলী যে, মা, কি অসাধ্য তার
এ জগতে ? উর তবে, উর পদ্মালয়া
বীণাপাণি ! কবির হৃদয়-পদ্মাসনে
অধিষ্ঠান কর উরি ! কল্পনা-সুন্দরী—
হৈমবতী কিঙ্করী তোমার, শ্বেতভুজে,
আন সঙ্গে, শশিকলা কোমুদী যেমতি ।
এ দাসেরে বর যদি দেহ গো, বরদে,
তোমার প্রসাদে, মাতঃ, এ ভারতভূমি
শুনবে, আনন্দার্ণবে ভাসি নিরবধি,
এ মম সঙ্গীতধ্বনি মধু হেন মানি ।
উষ্ণিল অম্বরপথে হৈম ব্যোমযান
মহাবেগে, ঐরাবত সহ সৌদামিনী
বহি পয়োবাহ যথা ; রথ-চূড়া-শিরে
শোভিল দেব-পতাকা, বিদ্যুৎ আকৃতি,
কিন্তু শাস্তপ্রভাময় ; ধাইল চৌদিকে—
হেরি সে কেতুর কান্তি, ভ্রাস্তি-মদে মাতি,
অচলা চপলা ভারে ভাবি, ক্রুতগামী
ক্রীমূত, গন্তীরে গর্জি, লভিবার আশে
সে সুরসুন্দরী,—যথা স্বয়ম্বরস্থলে,

রাজেন্দ্রমণ্ডল, স্বয়ম্বর-রূপবতী-
 রূপমাধুরীতে অতি মোহিত হইয়া,
 বেড়ে তারে,—জরজর পঞ্চশর-শরে ।
 এইরূপে মেঘদল আইল ধাইয়া,
 হেরি দূরে সে স্নকেতু রতনের ভাতি ;
 কিন্তু দেখি দেবরথে দেবদম্পতীরে,
 সিহরি অশ্বরতলে সাষ্টাঙ্গে পড়িল
 অমনি ! চলিল রথ মেঘময় পথে—
 আনন্দময়-মদন-স্তম্ভন যেমনি
 অপরাজিতা-কাননে চলে মধুকালে
 মন্দগতি ; কিম্বা যথা সেতু-বন্ধোপরে
 কনক-পুষ্পক, বহি সীতা সীতানাথে !

এড়াইয়া মেঘমালা, মাতলি সারথি
 চালাইলা দেবযান ভৈরব আরবে ;
 শুনি সে ভৈরবারব দিধারণ যত—
 ভীষণ মূর্তিধর—রুঘি ছঙ্কারিল
 চারি দিকে ; চমকিল জগত ! বাসুকি
 অস্থির হইলা ত্রাসে ! চলিল বিমান ;—
 কত দূরে চন্দ্র-লোক অশ্বরে শোভিল,
 রজস্বীপ নীলজলে । সে লোকে পুলকে
 বসেন রতনাসনে কুমুদবাসন,
 কামিনী-কুলের সখী যামিনীর সখা,
 মদন রাজার বঁধু, দেব সুধানিধি
 সুধাংশু । বরবর্গিনী দক্ষের ছুহিতা-
 বৃন্দ বেড়ে চন্দ্রে যেন কুমুদের দাম
 চির বিকচিত, পূরি আকাশ সৌরভে—
 রূপের আভায় মোহি রজনীমোহনে ।
 হেম হর্ষ্যে—দিবানিশি যার চারি পাশে
 কেরে অগ্নিচক্রাশি মহাভয়ঙ্কর—
 বিরাজয়ে সুধা, যথা মেঘবর-কোলে

চপলা, বা অবরোধে যথা কুলবধু—
 ললিতা, ভুবনস্পৃহা, প্রফুল্ল-যৌবনা ;
 নারী-অরবিন্দ সহ ইন্দু মহামতি,
 হেরি ত্রিদিবের ইন্দ্রে দূরে, প্রণমিলা
 নম্রভাবে ; যথা যবে প্রলয়-পবন
 নিবিড় কাননে বহে, তরুকুলপতি
 ব্রতভী-সুন্দরীদল শাখাবলী সহ,
 বন্দে নমাইয়া শির অজেয় মারুতে ।

এড়াইয়া চন্দ্রলোকে, দেবরথ দ্রুতে
 উত্তরিল বসে যথা রবির মণ্ডলী
 গগনে । কনকময়, মনোহর পুরী,
 তার চারি দিকে শোভে,—মেখলা যেমতি
 আলিঙ্গনে অঙ্গনার চারু কৃশোদরে
 হরষে পসারি বাছ,—রাশিচক্র ; তাহে
 রাশি-রাশির আলায় । নগর মাঝারে
 একচক্র রথে দেব বসেন ভাস্কর ।
 অরুণ, তরুণ সদা, নয়নরমণ
 যেন মধু কাম-বঁধু,—যবে ঋতুপতি
 বসন্ত, হিমাশ্তে, শুনি পিককুলধ্বনি,
 হরষে তুষেন আসি কামিনী মহীরে,
 কাতরা বিরহে তাঁর,—বসেছে সম্মুখে
 সারথি । সুন্দরী ছায়া, মলিনবদনা,
 নলিনীর সুখ দেখি ছুঃখিনী কামিনী
 বসেন পতির পাশে নয়ন মুদিয়া,—
 সপত্নীর প্রভা নারী পারে কি সহিতে ?
 চারি দিকে গ্রহদল দাঁড়ায় সকলে
 নতভাবে, নরপতি-সমীপে যেমতি
 সচিব । অম্বরতলে তারাবৃন্দ যত—
 ইন্দীবর-নিকর—অদূরে হাসি নাচে,
 যথা, রে অমরাপুরি, কনক-নগরি,

নাচিত অঙ্গরাকুল, যবে শচীপতি,
 স্বরীশ্বর, শচী সহ দেবসভা-মাঝে,
 বসিতেন হৈমাসনে ! নাচে ভারাবলী
 বেড়ি দেব দিবাকরে, মৃচ্ছ মন্দপদে ;
 করে পুরস্কারেন হাসিয়া প্রভাকর
 তা সবারে, রত্নদানে যথা মহীপতি
 সুন্দরী কিঙ্করীদলে তোষে—তুষ্ট ভাবে !
 হেরি দূরে দেবরাজে, গ্রহকুলরাজা
 সসম্মমে প্রণাম করিলা মহামতি ।—
 এড়াইয়া সূর্য্যালোক চলিল বিমান ।

এবে চন্দ্র সূর্য্য আর নক্ষত্রমণ্ডলী
 —রঞ্জত কনক দ্বীপ অশ্বর-সাগরে —
 পশ্চাতে রাখিয়া সবে, হৈম ব্যোমধান
 উতরিল যথা শত দিবাকর জিনি,
 প্রভা—স্বয়ম্ভুর পাদপদ্মে স্থান যার—
 উজ্জ্বলেন দেশ ধনী প্রকৃতিরূপিণী,
 রূপে মোহি অনাদি অনন্ত সনাতনে !
 প্রভা— শক্তিকুলেশ্বরী, যার সেবা করি
 তিমিরারি বিভাবসু তোষেন স্বকরে
 শশী তারা গ্রহাবলী, বারিদ যেমতি
 অশ্বনিধি সেবি সদা, তোষে বসুধারে
 তৃষাতুরা, আর তোষে চাতকিনী-দলে
 জলদানে । ইন্দ্রপ্রিয়া পৌলোমী রূপসী—
 পীনপয়োধরা—হেরি কারণ-কিরণে,
 সভয়ে চারুহাসিনী নয়ন মুদিলা,
 কুমুদিনী, বিধুপ্রিয়া, তপন উদিলে
 মুদয়ে নয়ন যথা ! দেব পুরন্দর
 অশ্বরারি, তুলি রোষে দম্ভোলি যে করে
 বৃত্রাসুরে অনায়াসে নাশেন সংগ্রামে,
 সেই কর দিয়া এবে প্রভার বিভাসে

চপলা, বা অবরোধে যথা কুলবধু—
 ললিতা, ভুবনস্পৃহা, প্রফুল্ল-যৌবনা ;
 নারী-অরবিন্দ সহ ইন্দু মহামতি,
 হেরি ত্রিদিবের ইশ্রে দুরে, প্রণমিলা
 নম্রভাবে ; যথা যবে প্রলয়-পবন
 নিবিড় কাননে বহে, তরু কুলপতি
 ব্রততী-সুন্দরীদল শাখাবলী সহ,
 বন্দে নমাইয়া শির অজেয় মারুতে ।

এড়াইয়া চন্দ্রলোকে, দেবরথ ক্রতে
 উতরিল বসে যথা রবির মণ্ডলী
 গগনে । কনকময়, মনোহর পুরী,
 তার চারি দিকে শোভে,—মেখলা যেমতি
 আলিঙ্গনে অঙ্গনার চারু কশোদরে
 হরষে পসারি বাহু,—রাশিচক্র ; তাহে
 রাশি-রাশির আলায় । নগর মাঝারে
 একচক্র রথে দেব বসেন ভাস্কর ।
 অরুণ, তরুণ সদা, নয়নরমণ
 যেন মধু কাম-বঁধু,—যবে ঋতুপতি
 বসন্ত, হিমাস্তে, শুনি পিককুলধ্বনি,
 হরষে তুযেন আসি কামিনী মহীরে,
 কাতরা বিরহে তাঁর,—বসেছে সম্মুখে
 সারথি । সুন্দরী ছায়া, মলিনবদনা,
 নলিনীর সুখ দেখি ছুঃখিনী কামিনী
 বসেন পতির পাশে নয়ন যুদিয়া,—
 সপত্নীর প্রভা নারী পারে কি সহিতে ?
 চারি দিকে গ্রহদল দাঁড়ায় সকলে
 নভভাবে, নরপতি-সমীপে যেমতি
 সচিব । অথরতলে তারাবৃন্দ যত—
 ইন্দীবর-নিকর—অদূরে হাঙ্গি নাচে,
 যথা, রে অমরাপুরি, কনক-নগরি,

নাচিত অম্বরাকুল, যবে শচীপতি,
 স্বরীশ্বর, শচী সহ দেবসভা-মাঝে,
 বসিতেন হৈমাসনে ! নাচে তারা বলী
 বেড়ি দেব দিবাকরে, মুছ মন্দপদে ;
 করে পুরস্কারেন হাসিয়া প্রভাকর
 তা সবারে, রত্নদানে যথা মহীপতি
 সুন্দরী কিকরীদলে তোষে—তুষ্ট ভাবে !

হেরি দূরে দেবরাজে, গ্রহকুলরাজা
 সমস্তমে প্রণাম করিলা মহামতি ।—
 এড়াইয়া সূর্য্যালোক চলিল বিমান ।

এবে চল্ল সূর্য্য আর নক্ষত্রমণ্ডলী
 —রজত কনক দ্বীপ অম্বর-সাগরে —
 পশ্চাতে রাখিয়া সবে, হৈম ব্যোমধান
 উতরিল যথা শত দিবাকর জিনি,
 প্রভা—স্বয়ম্ভুর পাদপদ্মে স্থান যার—
 উজ্জ্বলেন দেশ ধনী প্রকৃতিরূপিণী,
 রূপে মোহি অনাদি অনন্ত সনাতনে !
 প্রভা—শক্তিকুলেশ্বরী, যার সেবা করি
 তিমিরারি বিভাবস্তু তোষেন স্বকরে
 শশী তারা গ্রহাবলী, বারিদ যেমতি
 অশ্বুনিধি সেবি সদা, তোষে বসুধারে
 তৃষাতুরা, আর তোষে চাতকিনী-দলে
 জলদানে । ইন্দ্রপ্রিয়া পৌলোমী রূপসী—
 পীনপয়োধরা—হেরি কারণ-কিরণে,
 সভয়ে চারুহাসিনী নয়ন মুদিলি,
 কুমুদিনী, বিধুপ্রিয়া, তপন উদিলে
 মুদয়ে নয়ন যথা ! দেব পুরন্দর
 অম্বরারি, তুলি রোষে দন্তোলি যে করে
 বৃত্রাসুরে অনায়াসে নাশেন সংগ্রামে,
 সেই কর দিয়া এবে প্রভার বিভাসে

চমকি ঢাকিলা আঁখি । রথ-চূড়া-শিরে
 মলিনিল দেবকেতু, ধূমকেতু যেন
 দিবাভাগে ; যান-মুখে বিস্ময়ে মাতলি
 সূতেশ্বর অন্ধভাবে রশ্মি দিলা ছাড়ি
 হীনবল ; মহাতঙ্কে তুরঙ্গম-দল
 মন্দগতি, যথা বহে প্রতীপ গমনে
 প্রবাহ । আইল এবে রথ ব্রহ্মলোকে ।
 মেরু,—কনক-মৃগাল কারণ-সলিলে ;
 তাহে শোভে ব্রহ্মলোক কনক-উৎপল ;
 তথা বিরাজেন খাতা—পদতল ঘাঁর
 মুমুকু কুলের ধ্যেয়—মহামোক্ষধাম ।

অদূরে হেরিলা এবে দেবেন্দ্র বাসব
 কাঞ্চন-তোরণ, রাজ-তোরণ-আকার,
 আভাময় ; তাহে জ্বলে আদিত্য আকৃতি,
 প্রতাপে আদিত্যে জিনি, রতননিকর ।
 নর-চক্ষু কভু নাহি হেরিয়াছে যাহা,
 কেমনে নররসনা বর্ণিবে তাহারে—
 অতুল ভব-মণ্ডলে ? তোরণ-সম্মুখে
 দেখিলা দেবদম্পতী দেবসৈন্য-দল,—
 সমুদ্র-তরঙ্গ যথা, যবে জ্বলনিধি
 উথলেন কোলাহলি পবন-মিলনে
 বীরদর্পে ; কিম্বা যথা সাগরের তীরে
 বালিবন্দ, কিম্বা যথা গগনমণ্ডলে
 নক্ষত্র-চয়—অগণ্য । রথ কোটি কোটি
 স্বর্ণচক্র, অগ্নিময়, রিপুভক্ষকারী,
 বিদ্যুত-গঠিত-ধ্বজ-মণ্ডিত ; তুরগ—
 বিরাজেন সন্ন্যাসি যার পদতলে
 সদা, গুজ-কলেবর, হিমালী-আবৃত
 গিরি যথা, স্বর্গে কেশরাবলীর শোভা—
 ক্ষীরসিন্ধু-ফেনা যেন—অতি মনোহর ।

হস্তী, মেঘাকার সবে,—যে সকল মেঘ,
 সৃষ্টি বিনাশিতে যবে আদেশেন খাতা,
 আখণ্ডল পাঠান ভাসাতে ভূমণ্ডলে
 প্রলয়ে ; যে মেঘবৃন্দ মস্ত্রিলে অম্বরে,
 শৈলের পাষণ-হিয়া ফাটে মহা ভয়ে,
 বসুধা কাঁপিয়া যান সাগরের তলে
 তরাসে ! অমরকুল—গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,
 যক্ষ, রক্ষ, মহাবলী, নানা অস্ত্রধারী—
 বারণারি ভীষণ দশনে, বজ্র-নখে
 শস্ত্রিত যেমতি, কিম্বা নাগারি গরুড়,
 গরুড়াস্ত-কুলপতি । হেন সৈন্যদল,
 অজেয় জগতে, আজি দানবের রণে
 বিমুখ, আশ্রয় আসি লভিয়াছে সবে
 ব্রহ্ম-লোকে, যথা যবে প্রলয়-প্লাবন
 গভীর গরজি গ্রাসে নগর নগরী
 অকালে, নগরবাসী জনগণ যত
 নিরাশ্রয়, মহাত্রাসে পালায় সত্বরে
 যথায় শৈলেন্দ্র বীরবর ধীর-ভাবে
 বজ্রপদপ্রহরণে তরঙ্গনিচয়
 বিমুখয়ে ; কিম্বা যথা, দিবা অবসানে,
 (মহতের সাথে যদি নীচের তুলনা
 পারি দিতে) তমঃ যবে গ্রাসে বসুধারে,
 (রাহু যেন চাঁদে) বিহগকুল ভয়ে
 পূরিয়া গগন ঘন কূজন-নিনাদে,
 আসে তরুবর-পাশে আশ্রমের আশে ।
 এ হেন ছুর্বার সেনা, যার কেতূপরি
 জয় বিরাজয়ে সদা, খগেন্দ্র যেমতি
 বিশ্বস্তর-ধ্বজে, হেরি ভয় দৈত্যরণে,
 হায়, শোকাকুল এবে দেবকুলপতি
 অনুরারি ! মহৎ যে পরদুঃখে দুঃখী,

নিজ হুঃখে কভু নহে কাতর সে জন ।
 কুলিশ চূর্ণিলে শৃঙ্গ, শৃঙ্গধর সহে
 সে যাতনা, ক্ষণমাত্র অস্থির হইয়া ;
 কিন্তু যবে কেশরীর প্রচণ্ড আঘাতে
 ব্যথিত বারণ আসি কাঁদে উচ্চস্বরে
 পড়ি গিরিবর-পদে, গিরিবর কাঁদে
 তার সহ ! মহাশোকে শোকাকুল রথী
 দেবনাথ, ইন্দ্রাণীর করযুগ ধরি,
 (সোহাগে মরাল যথা ধরে রে কমলে !)
 কহিলা স্তম্ভ স্বরে ;—“হায়, প্রাণেশ্বরি,
 বিধির অদ্ভুত বিধি দেখি বুক ফাটে !
 শৃগাল-সমরে, দেখ, বিমুখ কেশরী-
 বন্দ, সুরৈশ্বরি, ওই তোরণ-সমীপে
 ত্রিয়মাণ, অভিমানে । হায়, দেব-কুলে
 কে না চাহে ত্যজিবারে কলেবর আজি,
 যাইতে, শমন, তোর তিমির-ভবনে,
 পাসরিতে এ গঞ্জনা ? ধিক, শত ধিক্
 এ দেব-মহিমা ! অমরতা, ধিক্ তোরে ।
 হায়, বিধি, কোন্ পাপে মোর প্রতি তুমি
 এ হেন দারুণ ! পুনঃ পুনঃ এ যাতনা
 কেন গো ভোগাও দাসে ? হায়, এ জগতে
 ত্রিদিবের নাথ ইন্দ্র, তার সম আজি
 কে অনাথ ? কিন্তু নহি নিজ হুঃখে হুঃখী ।
 সৃজন পালন লয় তোমার ইচ্ছায় ;
 তুমি গড়, তুমি ভাঙ, বজায় রাখহ
 তুমি ; কিন্তু এই যে অগণ্য দেবগণ,
 এ সবার হুঃখ, দেব, দেখি প্রাণ কাঁদে ।
 তপন-তাপেতে তাপি পশু পক্ষী, যদি
 বিশ্রাম-বিলাস-আশে, যায় তরু-পাশে,
 দিনকর-খরতর-কর সহ করি

আপনি সে মহীরুহ, আশ্রিত যে প্রাণী,
ঘুচায় তাহার ক্লেশ ;—হায় রে, দেবেন্দ্রে
আমি, স্বর্গপতি, মোর রক্ষিত যে জন,
রক্ষিতে তাহারে মম না হয় ক্ষমতা ?”

এতেক কহিয়া দেব দেবকুলপতি
নামিলেন রথ হতে সহ সুরেশ্বরী
শুশ্রুমার্গে । আহা মরি, গগন, পরশি
পৌলোমীর পাদপদ্ম, হাসিল হরষে !
চলিলা দেব-দম্পতী নীলাশ্বর-পথে ।

হেথা দেবসৈন্য, হেরি দেবেশ বাসবে,
অমনি উঠিলা সবে করি জয়ধ্বনি
উল্লাসে, বারণ-বৃন্দ আনন্দে যেমতি
হেরি যুথনাথে । লয়ে গন্ধর্বেবর দ্বল—
গন্ধর্বে, মদনগর্বে খর্বে যার রূপে—
গন্ধর্বেকুলের পতি চিত্ররথ রথী
বেড়িলা মেঘবাহনে, অগ্নি-চক্ররাশি
বেড়ে যথা অমৃত, বা সুবর্ণ-প্রাচীর
দেবালয় ; নিষ্কোষিয়া অগ্নিময় অসি,
ধরি বাম করে চন্দ্রাকার হৈম ঢাল,
অভেদ্য সমরে, দ্রুত বেড়িলা বাসবে
বীরহৃন্দ । দেবেন্দ্রের উচ্চ শিরোপরি
ভাতিল,—রবিপরিধি উদিলেক যেন
মেরু-শৃঙ্গোপরি,—মণিময় রাজছাতা,
বিস্তারি কিরণজাল ; চতুরঙ্গ দলে
রঙ্গে বাজে রণবাণ, যাহার নিকণে—
পবন উথলে যথা সাগরের বারি—
উথলে বীর-হৃদয়, সাহস-অর্ণব ।

আইলেন কৃতাস্ত, ভীষণ দণ্ড হাতে ;
ভালে জলে কোপায়ি, ভৈরব-ভালে যথা
বৈশ্বানর, যবে, হায়, কুলগ্নে মদন

ঘুচাইয়া রতির মৃগাল-ভুজ-পাশ,
 আসি, যথা মগ্ন তপঃসাগরে ভূতেশ,
 বিঁধিলা (অবোধ কাম !) মহেশের হিয়া
 ফুলশরে । আইলেন বরুণ দুর্জয়,
 পাশ হস্তে জলেশ্বর, রাগে আঁখি রাঙা—
 তড়িত-জড়িত ভীমাকৃতি মেঘ যেন ।
 আইলা অলকাপতি সাপটিয়া ধরি
 গদাবর ; আইলেন হৈমবতী-সুত,
 তারকসূদন দেব শিশীবরাসন,
 ধনুর্বাণ হাতে দেব-সেনানী ; আইলা
 পবন সর্বদমন ;—আর কব কত ?
 অগণ্য দেবতাগণ বেড়িলা বাসবে,
 যথা (নীচ সহ যদি মহতের খাটে
 তুলনা) নিদ্রাস্বজনী নিশীথিনী যবে,
 সূচাকৃতারা মহিষী, আসি দেন দেখা,
 মূছগতি, খত্বোতের ব্যূহ প্রতীসরে
 ঘেরে তরুবরে, রত্ন-কিরীট পরিয়া
 শিরে,—উজ্জলিয়া দেশ বিমল কিরণে !

কহিতে লাগিলা তবে দেব পুরন্দর ;—
 “সহশ্রেক বৎসর এ চতুরঙ্গ দল
 দুর্বার, দানব সঙ্গে ঘোরতর রণে
 নিরস্তর যুঝি, এবে নিরস্ত সমরে
 দৈববলে । দৈববল বিনা, হায়, কেবা
 এ জগতে তোমা সবা পারে পরাজিতে,
 অজেয়, অমর, বীরকুলশ্রেষ্ঠ ? বিনা
 অনস্ত, কে ক্ষম, যম, সর্ব-অস্তকারি,
 বিমুখিতে এ দিকপালগণে তোমা সহ
 বিগ্রহে ? কেমনে এবে এ দুর্জয় রিপু—
 বিধির প্রসাদে ছুঁই দুর্জয়,—কেমনে
 বিনাশিবে, বিবেচনা কর, দেবদল ?

যে বিধির বরে বসি দেবরাজাসনে
 আমি ইন্দ্র, মোর প্রতি প্রতিকূল তিনি,
 না জানি কি দোষে, এবে ! হায়, এ কাম্মুক
 বৃথা আজি ধরি আমি এই বাম করে ;
 এ ভীষণ বজ্র আজি নিশ্চেষ্ট পাবক !”

শুনি দেবেন্দ্রের বাণী, কহিতে লাগিলা
 অস্তক, গভীর স্বরে গরজে যেমতি
 মেঘকুলপতি কোপে, কিম্বা বারণারি,
 বিদরি মহীর বক্ষ তীক্ষ্ণ বজ্র-নখে—
 রোষী ;—“না বুঝিতে পারি, দেবপতি, আমি
 বিধির এ লীলা ? যুগে যুগে পিতামহ
 এইরূপে বিড়ম্বন অমরের কুল ;
 বাড়ান দানবদর্প, শৃগালের হাতে
 সিংহেরে দিয়া লাঞ্ছনা । তুই তিনি তপে ;—
 যে তাঁহারে ভক্তিভাবে ভজে, তার তিনি
 বশীভূত ; আমরা দিক্‌পালগণ যত
 সতত রত স্বকার্ষ্যে,—লালনে পালনে
 এ ভব-মণ্ডল, তাঁরে পূজিতে অক্ষম
 যথাবিধি । অতএব যদি আজ্ঞা কর,
 ত্রিদিবের পতি, এই দণ্ডে দণ্ডাঘাতে
 নাশি এ জগৎ, চূর্ণ করি বিশ্ব, ফেলি
 স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল—অতল জলতলে ।
 পরে এড়াইয়া সবে সংসারের দায়,
 যোগধর্ম অবলম্বি, নিশ্চিন্ত হইয়া
 ভূষিব চতুরাননে, দৈত্যকুলে ভুলি,
 ভুলি এ দুঃখ, এ সুখ । কে পারে সহিতে—
 হায় রে, কহ, দেবেন্দ্র, হেন অপমান ?
 এই মতে সৃষ্টি যদি পালিতে ধাতার
 ইচ্ছা, তবে বৃথা কেন আমা সবা দিয়া
 মথাইলা সাগর ? অমৃত-পানে মোরা

অমর ; কিন্তু এ অমরতার কি ফল
 এই ? হায়, নীলকণ্ঠ, কিসের লাগিয়া
 ধর হলাহল, দেব, নীল কণ্ঠদেশে ?
 জলুক জগত ! ভস্ম কর বিশ্ব ! ফেল
 উগরিয়া সে বিষায়ি ! কার সাধ হেন
 আজি, যে সে ধরে প্রাণ এ অমরকূলে ?”

এতেক কহিয়া দেব সর্ব্ব-অস্তকারী
 কৃতান্ত হইলা ক্ষান্ত ; রাগে চক্ষুদ্বয়
 লোহিত-বরণ, রাঙা জবাযুগ যেন !

তবে সর্ব্বদমন পবন মহাবলী
 কহিতে লাগিলা, যথ্য পর্ব্বত-গহ্বরে
 ছুঙ্কারে কারাবদ্ধ বারি, বিদরিয়া
 অচলের কর্ণ ;—“যাহা কহিলা শমন,
 অযথার্থ নহে কিছু। নিদারুণ বিধি
 আমা সবা প্রতি বায় অকারণে সদা।
 নাশিতে এ সৃষ্টি, প্রলয়ের কালে যথা
 নাশেন আপনি ধাতা, বিধি মম। কেন ?—
 কেন, হে ত্রিদশগণ, কিসের কারণে
 সহিব এ অপমান আমরা সকলে
 অমর ? দিতিজ-কুল প্রতি যদি এত
 স্নেহ পিতামহের, নূতন সৃষ্টি সৃজি,
 দান তিনি করুন পরম ভক্তদলে।
 এ সৃষ্টি, এ স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল—আলয়
 সৌন্দর্যের, রত্নাগার, সুখের সদন,—
 এত দিন বাহুবলে রক্ষা করি এবে
 দিব কি দানবে ? গরুড়ের উচ্চ নীড়
 মেঘাবৃত,—খঞ্জন গঞ্জন মাত্র তার।
 দেহ আজ্ঞা, দেবেশ্বর ; দাঁড়াইয়া হেথা—
 এ ব্রহ্ম-মণ্ডলে—দেখ সবে, মুহূর্ত্তেকে,
 নিমিষে নাশি এ সৃষ্টি, বিপুল, সুন্দর,

বাহুবলে,—ত্রিজগৎ লগুভগু করি ।”
 কহিতে কহিতে ভীমাকৃতি প্রভঞ্জন
 নিশ্বাস ছাড়িলা রোষে । থর থর থরে
 (ধাতার কনক-পদ্ম-আসন যে স্থলে,
 সে স্থল ব্যতীত) বিশ্ব কাঁপিয়া উঠিল !
 ভাঙ্গিল পর্বতচূড়া ; ডুবিল সাগরে
 তরী ; ডরে যুগরাজ, গিরিগুহা ছাড়ি,
 পলাইলা দ্রুতবেগে ; গর্ভিনী রমণী
 আতঙ্কে অকালে, মরি, প্রসবি মরিলা !

তবে যড়ানন স্কন্দ, আহা, অনুপম
 রূপে ! হৈমবতী সতী কৃত্তিকা যাঁহারে
 পালিলা, সরসী যথা রাজহংস-শিশু,
 আদরে ; অমরকুল-সেনানী সুরথী,
 তারকারি, রণদণ্ডে প্রচণ্ড-প্রহারী,
 কিন্তু ধীর, মলয় সমীর যেন, যবে
 স্বর্ণবর্ণা উষা সহ ভ্রমেন নারুত
 শিশিরমণ্ডিত ফুলবনে প্রেমামোদে ;—
 উত্তর করিলা তবে শিশীবরাসন
 মৃচ্ স্বরে, যথা বাজে মুরারির বাঁশী,
 গোপিনীর মন হরি, মঞ্জু কুঞ্জবনে ;—
 “জয় পরাজয় রণে বিধির ইচ্ছায় ।
 তবে যদি যথাসাধ্য যুদ্ধ করি, রথী
 রিপুর সম্মুখে হয় বিমুখ স্মৃতি
 রণক্ষেত্রে, কি শরম তার ? দৈববলে
 বলী যে অরি, সে যেন অভেদ্য কবজে
 ভূষিত ; শতসহস্র তীক্ষ্ণতর শর
 পড়ে তার দেহে, পড়ে শৈলদেহে যথা
 বরিবার জলাসার । আমরা সকলে
 প্রাণপণে যুঝি আজি সমরে বিরত,
 এ নিমিস্তে কে দিক্কার দিবে আমা সবে ?

বিধির নিব্বন্ধ, কহ, কে পারে খণ্ডাতে ?
 অতএব শুন, যম, শুন সদাগতি,
 তুর্জয় সমরে দৌছে, শুন মোর বাণী,
 দূর কর মনস্তাপ । তবে কহ যদি,
 বিধির এ বিধি কেন ? কেন প্রতিকূল
 আমা সবা প্রতি হেন দেব পিতামহ ?
 কি কহিব আমি—দেবকুলের কনিষ্ঠ ?
 সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় যাহার ইচ্ছাক্রমে ;
 অনাদি, অনন্ত যিনি, বোধাগম্য, রীতি
 তাঁর যে, সেই স্মরীতি । কিসের কারণে,
 কেন হেন করেন চতুরানন, কহ,
 কে পারে বুঝিতে ? রাজা, যাহা ইচ্ছা, করে ;
 প্রজার কি উচিত বিবাদ রাজা সহ ?”

এতেক কহিয়া দেব স্কন্দ তারকারি
 নীরবিলা । অগ্রসরি অমুরাশি-পতি
 (বীর-কম্বু নাদে যথা) উত্তর করিলা ;—
 “সম্বর, অস্বরচর, বৃথা রোষ আজি !
 দেখ বিবেচনা করি, সত্য যা কহিলা
 কার্তিকেয় মহারথী । আমরা সকলে
 বিধাতার পদাশ্রিত, অধীন তাঁহারি ;
 অধীন যে জন, কহ, স্বাধীনতা কোথা
 সে জনের ? দাস সদা প্রভু-আজ্ঞাকারী ।
 দানব-দমন আজ্ঞা আমা সবা প্রতি ;
 দানব দমনে এবে অক্ষম আমরা ;—
 চল যাই ধাতার সমীপে, দেবগণ ।
 সাগর-আদেশে সদা তরঙ্গ-নিকর
 ভীষণ নিনাদে ধায়, সংহারিতে বলে
 শিলাময় রোধঃ ; কিন্তু তার প্রতিঘাতে
 ফাঁকর, সাগর-পাশে যায় তারা ফিরি
 হীনবল ! চল মোরা যাই, দেবপতি,

যথা পদ্মযোনি পদ্মাসন পিতামহ ।
 এ বিপুল বিশ্ব নাশে, সাধ্য কার হেন,
 তিনি বিনা ? হে অস্তুক বীরবর, তুমি
 সর্ব্ব-অস্তুকারী, কিন্তু বিধির বিধানে ।
 এই যে প্রচণ্ড দণ্ড শোভে তব করে,
 দণ্ডধর, যাহার প্রহারে ক্ষয় সদা
 অমর অক্ষয়দেহ, চূর্ণ নগরাজা,
 এ দণ্ডের প্রহরণ, বিধি আদেশিলে,
 বাজে দেহে,—সুকোমল ফুলাঘাত যেন,—
 কামিনী হানয়ে যবে মুহু মন্দ হাসি
 প্রিয়দেহে প্রণয়িনী, প্রণয়-কৌতুকে,
 ফুলশর ! তুমি, দেব, ভীম প্রভঞ্জন,
 ভয় তরুকুল যার ভীষণ নিশ্বাসে,
 তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ, বলী বিরিঞ্চির বলে
 তুমি, জলস্রোতঃ যথা পর্ব্বত-প্রসাদে ।
 অতএব দেখ সবে করি বিবেচনা,
 দেবদল । বাড়বাগ্নি-সদৃশ জ্বলিছে
 কোপানল মোর মনে ! এ ঘোর সংগ্রামে
 ক্ষত এ শরীর, দেখ, দৈত্য-প্রহরণে,
 দেবেশ, কিন্তু কি করি ? এ ভৈরব পাশ,
 ত্রিয়মাণ—মজ্জবলে মহোরগ যেন ।”

তবে অলকার নাথ, এ বিশ্ব যাহার
 রত্নাগার, উত্তরিলে যক্ষদলপতি ;—
 “নাশিতে ধাতার সৃষ্টি, যেমন কহিলা
 প্রচেতা, কাহার সাধ্য ? তবে যদি থাকে
 এ হেন শক্তি কারো, কেমনে সে জন,
 দেব কি মানব, পারে এ কর্ম্ম করিতে
 নির্ভূর ? কঠিন হিয়া হেন কার আছে ?
 কে পারে নাশিতে তোরে, জগৎজননি
 বসুধে, রে ঋতুকুলরমণি, যাহার

প্রেমে সদা মত্ত ভানু, ইন্দু—ইন্দীবর
 গগনের ! তারা-দল যার সখী-দল !
 সাগর যাহারে বাঁধে রজ্জুজ-পাশে !
 সোহাগে বাসুকি নিজ শত শিরোপরি
 বসায় ! রে অনন্তে, রে মেদিনি কামিনি,
 শ্যামাঙ্গি, দলক যার ভূষিতে উল্লাসে
 সৃজন সতত ধাতা ফুলরত্নাবলী
 বহুবিধ ! আলিঙ্গয়ে ভূধর যাহারে
 দিবানিশি ! কে আছে, হে দিকপালগণ,
 এ হেন নির্দয় ? রাহু শশী গ্রাসিবারে
 ব্যগ্র সদা তুষ্ঠ, কিন্তু রাহু,—সে দানব ।
 আমরা দেবতা,—এ কি আমাদের কাজ ?
 কে ফেলে অমূল মণি সাগরের জলে
 চোরে ডরি ? যদি প্রিয়জন যে, সে জনে
 গ্রাসে রোগ, কাটারীর ধারে গলা কাটি
 প্রণয়ী-হৃদয় কি গো নীরোগে তাহারে ?
 আর কি কহিব আমি, দেখ ভাবি সবে ।
 যদিও মতের সহ মতের বিগ্রহে
 (শুষ্ক কাষ্ঠ সহ শুষ্ক কাষ্ঠের ঘর্ষণে
 যেমনি) জনমে অগ্নি, সত্যদেবী যাহে
 জ্বালান প্রদীপ ত্রাস্তি-তিমির নাশিতে ;
 কিন্তু বৃথা-বাক্যরঞ্জে কভু নাহি ফলে
 সমুচিত ফল ; এ তো অজ্ঞানিত নহে ।
 অতএব চল সবে যাই যথা ধাতা
 পিতামহ । কি আজ্ঞা তোমার, দেবপতি ?”

কহিতে লাগিল পুনঃ সুরেন্দ্র বাসব
 অসুরারি ;—“পালিতে এ বিপুল জগত
 সৃজন, হে দেবগণ, আমাসবাকার ।
 অতএব কেমনে যে রক্ষক, সে জন
 হইবে ভক্ষক ? যথা ধর্ম জয় তথা ।

অজ্ঞায় করিতে যদি আরম্ভি আমরা,
 সুরাসুরে বিভেদ কি থাকিবেক, কহ,
 জগতে ? দিতিজ্জবন্দ অধর্মেতে রত ;
 কেমনে, আমরা যত অদিতিনন্দন,
 অমর, ত্রিদিব-বাসী, তার সুখভোগী,
 আচরিব, নিশাচর আচরে যেমতি
 পাপাচার ? চল সবে ব্রহ্মার সদনে—
 নিবেদি চরণে তাঁর এ ঘোর বিপদ !
 হে কৃতাস্ত দণ্ডধর, সর্ব্ব-অস্তকারি,—
 হে সর্ব্বদমন বায়ুকুলপতি, রণে
 অজেয়,—হে তারকসুদন ধনুর্দ্ধারি
 শিখিধ্বজ,—হে বরুণ, রিপু-ভস্মকর
 শরানলে,—হে কুবের, অলকার নাথ,
 পুষ্পকবাহন দেব, ভীম গদাধর, •
 ধনেশ,—আইস সবে যথা পদ্মযোনি
 পদ্মাসনে বসেন অনাদি সনাতন ।
 এ মহা-সঙ্কটে, কহ, কে আর রক্ষিবে
 তিনি বিনা ত্রিভুবনে এ সুর-সমাজে .
 তাঁহারি রক্ষিত ? চল বিরিঞ্চির কাছে !”

এতেক কহিয়া দেব ত্রিদিবের পতি
 বাসব, স্মরিল চিত্ররথে মহারথী ।
 অগ্রসরি করঘোড়ে নমিলা দেবেশে
 চিত্ররথ ; আশীর্ব্বাদি কহিলা সুমতি
 বজ্রপাণি, “এ দ্বিকপালগণ সহ আমি
 প্রবেশিব ব্রহ্মপুরে ; রক্ষা কর, রথি,
 দেবকুলাঙ্গনা যত দেবেশ্বরী সহ ।”

বিদায় মাগিয়া পুরন্দর সুরপতি
 শচীর নিকটে, সহ ভীম প্রভঞ্জন,
 শমন, তপনসুত, তিমিরবিলাসী,
 ষড়ানন তারকারি, হুর্জয় প্রচেতা,

ধনদ অলকানাথ, প্রবেশ করিলা
 ব্রহ্মপুরে—মোক্‌ধাম, জগত-বাঞ্ছিত ।
 তবে চিত্ররথ রথী গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর
 মহাবলী, দেবদত্ত শঙ্খ ধরি করে,
 ধ্বনিলা সে শঙ্খবর । সে গভীর ধ্বনি
 শুনিয়া অমনি তেজস্বিনী দেবসেনা
 অগণ্য, ছুর্বার রণে, গরজি উঠিলা
 চারি দিকে । লক্ষ লক্ষ অসি, নাগরাশি
 উদগারি পাবক যেন, ভাঙিল আকাশে ।
 উড়িল পতাকাচয়, হায় রে, যেমতি
 রতনে রঞ্জিত-অঙ্ক বিহঙ্গম-দল ।
 উঠি রথে রথী দর্পে ধনু টঙ্কারিলা
 চাপে পঁরাইয়া গুণ ; ধরি গদা করে
 করিপৃষ্ঠে চড়ে কেহ, কেশরী যেমতি
 চড়ে তুঙ্গ-গিরি-শৃঙ্গে ; কেহ আরোহিলা,
 (গরুড়-বাহনে যথা দেব চক্রপাণি)
 অশ্ব, সদাগতি সদা বাঁধা যার পদে ।
 শূল হস্তে, যেন শূলী ভীষণ নাশক,
 পদাতিক-বৃন্দ উঠে ছুছকার করি,
 মাতি বীরমদে শুনি সে শঙ্খনিলাদ ।
 বাজিল গভীরে বাণ, যাব ঘোর রোল
 শুনি নাচে বীর-হিয়া, ডমরুর রোলে
 নাচে যথা ফণিবর—ছুরন্ত দংশক—
 বিধাকর ; ভীরু প্রাণ বিদরে অমনি
 মহাভয়ে ! সুর-সৈন্য সাজিল নিমিষে,
 দানব-বংশের ত্রাস, রক্ষা করিবারে
 স্বর্গের ঈশ্বরী দেবী পৌলোমী সূন্দরী,
 আর যত সুরনারী ; যথা ঘোর বনে
 মহা মহীকুব্‌হ, বিস্তারিয়া বাহু
 অযুত, রক্ষয়ে সবে ব্রতভীর কুল,

অলকে ঝলকে যার কুমুম-রতন
অমূল জগতে, রাজ-ইন্দ্রাণী-বাহিত ।

যথা সপ্ত সিদ্ধ বেড়ে সতী বসুধারে,
জগৎজননী, ত্রিদিবের সৈন্তদল
বেড়িলা ত্রিদিবদেবী অনন্ত-যৌবনা
শচীরে, সাপটি করে চন্দ্রাকার ঢাল,
অসি, অগ্নিশিখা যেন ;—শত প্রতীসরে
বেড়িলা সুচন্দ্রাননে চতুষ্কন্ধ দল ।
তবে চিত্ররথ রথী, সৃষ্টি মায়াবলে
কনক-সিংহ-আসন, অতুল, অমূল,
জগতে, যুড়িয়া কর, কহিলা প্রণমি
পৌলোমীরে, “এ আসনে বসুন মহিষী,
দেবকুলেশ্বরী ; যথা সাধ্য, আমি দাঁস,
দেবেন্দ্র-অভাবে, রক্ষা করিব তোম্বারে ।”

বসিলা কনকাসনে বাসব-বাসনা
মৃগাক্ষী । হায় রে মরি, হেরি ও বদন
মলিন, কাহার হিয়া না বিদরে আজি ?
কার রে না কাঁদে প্রাণ, শরদের শশি,
হেরি তোরে রাহুগ্রাসে ? তোরে, রে নলিনি,
বিষগ্নবদনা, যবে কুমুদিনী-সখী
নিশি আসি, ভাহুপ্রিয়ে, নাশে সুখ তোর !

হেরি ইন্দ্রাণীরে যত সুচারুহাসিনী
দেবকামিনী সুন্দরী, আসি উতরিলা
মুহুগতি ! আইলেন ষষ্ঠী মহাদেবী—
বজ্রকুলবধু যারে পূজে মহাদরে,
মঙ্গলদায়িনী ; আইলেন মা শীতলা,
ছরস্তু বসন্ততাপে তাপিত শরীর
শীতল প্রসাদে ধীর—মহাদয়াময়ী
ধাত্রী ; আইলেন দেবী মনসা, প্রতাপে
ধাহার ফণীন্দ্র ভীত ফণিকুল সহ,

পাবক নিস্তেজ যথা বায়ি-ধারা-বলে ;
 আইলেন সুবচনী—মধুর-ভাষিণী ;
 আইলেন যক্ষেশ্বরী মুরজা সুন্দরী,
 কুঞ্জরগামিনী ; আইলেন কামবধু
 রতি ; হায় ! কেমনে বর্ণিব অল্পমতি
 আমি ও রূপমাধুরী,—ও স্থির যৌবন,
 যার মধুপানে মস্ত স্মর মধুসখা
 নিরবধি ? আইলেন সেনা সুলোচনা,
 সেনানীর প্রাণস্বিনী—রূপবতী সতী !
 আইলা জাহুবী দেবী—ভীষ্মের জননী ;
 কালিন্দী আনন্দময়ী, যার চারু কূলে
 রাধাপ্রেম-ডোরে-বাঁধা রাধানাথ, সদা
 ভ্রমেন, মরাল যথা নলিনীকাননে !
 আইলা মুরলা সহ তমসা বিমলা—
 বৈদেহীর সখী দৌহে ;—আর কব কত ?
 অগণ্য সুরসুন্দরী, ক্ষণপ্রভা-সম
 প্রভায়, সতত কিন্তু অচপলা যেন
 রত্নকাস্তিছটা, আসি বসিলা চৌদিকে ;
 যথা তারাবলী বসে নীলাস্বরতলে
 শশী সহ, ভরি ভব কাঞ্চন-বিভাসে ।
 বসিলেন দেবীকুল শচীদেবী সহ
 রতন-আসনে ; হায়, নীরব গো আজি
 বিষাদে ! আইলা এবে বিজ্ঞাধরী-দল ।
 আইলা উর্বশী দেবী,—ত্রিদিবের শোভা,
 ভব-সলাটের শোভা শশিকলা যথা
 আভাময়ী । কেমনে বর্ণিব রূপ ভব,
 হে ললনে, বাসবের প্রহরণ তুমি
 অব্যর্থ ! আইলা চারু চিত্রলেখা সখী,
 বিশালাক্ষী যথা লক্ষ্মী—মাধব-রমণী ।
 আইলেন মিত্রাকেশী,—যার কেশ, তব,

হে মদন, নাগপাশ—অজ্ঞেয় জগতে ।
 আইলেন রম্ভা,—যাঁর উরুর বর্জুল
 প্রতিকৃতি ধরি, বনবধু বিধুমুখী
 কদলীর নাম রম্ভা, বিদিত ছুবনে ।
 আইলেন অলম্বুধা,—মহা লজ্জাবতী
 যথা লতা লজ্জাবতী, কিন্তু (কে না জানে ?)
 অপাঙ্গে গরল,—বিশ্ব দহে গো যাহাতে !
 আইলেন মেনকা ; হে গাধির নন্দন
 অভিমানি, যার প্রেমরস-বরিষণে
 নিবারিলা পুরন্দর তপ-অগ্নি তব,
 নিবারয়ে মেঘ যথা আসার বরষি
 দাবানল । শত শত আসিয়া অঙ্গরী,
 নতভাবে ইন্দ্রাগীরে নহি দাঁড়াইল
 চারি দিকে ; যথা যবে,—হায় রে স্মরিলে
 ফাটে বুক !—ত্যজি ব্রজ ব্রজকুলপতি
 অক্রুরের সহ চলি গেলা মধুপুরে,—
 শোকিনী গোপিনীদল, যমুনা-পুলিনে,
 বেড়িল নীরবে সবে রাখা বিলাপিনী ॥

ইতি শ্রীতিলোত্তমাসম্ভবে কাব্যে ব্রহ্মপুত্রী-তোষণ নাম
 দ্বিতীয় সর্গ ।

তৃতীয় সর্গ

হেথা তুরাসাহ সহ ভীম প্রভঞ্জন—
বায়ুকুল-ঈশ্বর,—প্রচেতা: পরস্তুপ,
দণ্ডধর মহারথী—তপন-তনয়—
যক্ষদল-পতি দেব অলকার নাথ,
সুরসেনানী শূরেন্দ্র,—প্রবেশ করিলা
ব্রহ্মপুরী। এড়াইয়া কাঞ্চন-তোরণ
হিরণ্যয়, মৃচ্ছগতি চলিলা সকলে,
পদ্মাসনে পদ্মধোনি বিরাজেন যথা
পিতামহ। সুপ্রশস্ত স্বর্ণ-পথ দিয়া
চলিলা দিক্‌পাল-দল পরম হরষে।
ছুই পাশে শোভে হৈম তরুরাজী, তাহে
মরকতময় পাতা, ফুল রত্ন-মালা,
কল,—হায়, কেমনে বর্ণিব ফল-ছটা ?
সে সকল তরুশাখা-উপরে বসিয়া
কলস্বরে গান করে পিকবরকুল
বিনোদি বিধির হিয়া! তরুরাজী-মাঝে
শোভে পদ্মরাগমণি-উৎস শত শত
বরষি অমৃত, যথা রত্নির অধর
বিস্বময়, বর্ষে, মরি, বাক্য-সুধা, তুষ্টি
কামের কর্ণকুহর! সুমন্দ সমীর—
সহ গজ,—বিরিঞ্চির চরণ-যুগল-
অরবিন্দে জন্ম যার—বহে অমুরুণ
আমোদে পূরিয়া পুরী! কি ছার ইহার
কাছে বনস্থলীর নিখাস, যবে আসি
বসন্তবিলাসী আলিঙ্গয়ে কামে মাতি
সে বনসুন্দরী, সাজাইয়া তার তনু
ফুল-আভরণে! চারি দিকে দেবগণ

হেরিলা অযুত হর্ম্যা রম্য, প্রভাকর,
 সুমেরু নগেন্দ্রে যথা—অতুল জগতে !
 সে সদনে করে বাস ব্রহ্মপুরবাসী,
 রম্যর রম-উরসে যথা ত্রীনিবাস
 মাধব ! কোথায় কেহ কুসুম-কাননে,
 কুসুম-আসনে বসি, স্বর্ণবীণা করে,
 গাইছে মধুর গীত ; কোথায় বা কেহ
 ভ্রমে, সদানন্দ সম সদানন্দ মনে
 মঞ্জু কুঞ্জে, বহে যথা পীযুষ-সলিলা
 নদী, কল কল রব করি নিরবধি,
 পরি বক্ষস্থলে হেম-কমলের দাম ;—
 নাচে সে কনকদাম মলয়-হিল্লোলে,
 উর্বশীর বক্ষে যথা মন্দারের মালা,
 যবে নৃত্য-পরিভ্রমে ক্লাস্তা সীমস্তিনী
 ছাড়েন নিখাস ঘন, পূরি সুসৌরভে
 দেব-সভা ! কাম—হায়, বিষম অনল
 অস্তুরিত !—হৃদয় যে দহে, যথা দহে
 সাগর বাড়বানল ! ক্রোধ বাতময়,
 উথলে যে শোণিত-তরঙ্গ ডুবাইয়া
 বিবেক ! ছরস্তু লোভ—বিরাম-নাশক,
 হায় রে, গ্রাসক যথা কাল, তবু সদা
 অশনায় পীড়িত ! মোহ—কুসুমডোর,
 কিন্তু তোর শৃঙ্খল, রে ভব-কারাগার,
 দৃঢ়ভর ! মায়ার অজ্ঞেয় নাগপাশ !
 মদ—পরমত্তকারী, হায়, মায়ী-বায়ু,
 কাঁপায় যে হৃদয়, কুরস যথা দেহ
 রোগীর । মাৎসর্য—ষার সুখ, পরহৃৎখে,
 গরলকণ্ঠ ।—এ সব ছুষ্ট রিপু, যারা
 প্রবেশি জীবনফুলে, কাঁট যেন, নাশে
 সে ফুলের অপরূপ রূপ, এ নগরে

নারে প্রবেশিতে, যথা বিবাক্ত ভূজগ
মহৌষধাগারে । হেথা জিতেন্দ্রিয় সবে,
ব্রহ্মার নিসর্গধারী, নদচয় যথা
লভয়ে ক্ষীরতা বহি ক্ষীরোদ সাগরে !

হেরি সুনগর-কাস্তি, ভ্রাস্তিমদে মাতি,
তুলিলা দেবেশ-দল মনের বেদনা
মহানন্দে ! ফুলবনে প্রবেশিয়া, কেহ
তুলিলা সুবর্ণফুল ; কেহ, ক্ষুধাভুর,
পাড়িয়া অমৃতফল ক্ষুধা নিবারিলা ;
কেহ পান করিলা পীযুষ-মধু সুখে ;
সঙ্গীত-তরঙ্গে কেহ কেহ রঙ্গে ঢালি
মনঃ, হৈম তরুণুলে নাচিলা কৌতুকে ।

এইরূপে দেবগণ ভ্রমিতে ভ্রমিতে
উতরিলা বিরিঞ্চির মন্দির-সমীপে
স্বর্ণময় ; হীরকের স্তম্ভ সারি সারি
শোভিছে সম্মুখে, দেবচক্ষু যার আভা
ক্ষণ সহিতে অক্ষয় ! কে পারে বর্ণিতে
ঠাঁহার সদন, বিশ্বস্তর সনাতন
যিনি ? কিহ্না কি আছে গো এ ভবমণ্ডলে
যার সহ তাহার তুলনা করি আমি ?
মানব-কল্পনা কভু পারে কি কল্পিতে
ধাতার বৈভব—যিনি বৈভবের নিধি ?

দেখিলেন দেবগণ মন্দির-ছয়ারে
বসি সুকনকাসনে বিশ্বদবসনা
ভক্তি—শক্তি-কুলেশ্বরী, পতিতপাবনী,
মহাদেবী । অমনি দিকপাল-দল নমি
নাষ্টাঙ্গে, পূজিলা মার রাণা পা হুখানি ।
“হে মাতঃ,”—কহিলা ইন্দ্র কৃতাজলিপুটে—
“হে মাতঃ, তিমিরে যথা বিনাশেন উষা,
কলুবনাশিনী তুমি । এ ভবসাগরে

তুমি না রাখিলে, হায়, ডুবে গো সকলে
অসহায় ! হে জননি, কৈবল্যদারিনি,
কৃপা কর আমা সবা প্রাতি—দাস তব ।”

শুনি বাসবের স্তুতি, ভক্তি শঙ্কীশ্বরী
আশীষ করিলা দেবী যত দেবগণে
মুহু হাসি ; পাইলেন দিব্য চক্ষু সবে ।
অপর আসনে পরে দেখিলা সকলে
দেবী আরাধনা,—ভক্তিদেবীর স্বজনী,
একপ্রাণা দৌহে । পুনঃ সাষ্টাঙ্গে প্রণমি
কহিতে লাগিলা শচীকান্ত কৃতাজ্জলি-
পুটে,—“হে জননি, যথা আকাশমণ্ডলী
নিনাদবাহিনী, তথা তুমি, শঙ্কীশ্বরি,
বিধাতার কর্ণমূলে বহ গো সতত
সেবক-হৃদয়-বাণী । আমা সবা প্রাতি
দয়া কর, দয়াময়ি, সদয় হইয়া ।”

শুনিয়া ইন্ড্রের বাণী, দেবী আরাধনা—
প্রসন্নবদনা মাতা—ভক্তিপানে চাহি,
—চাহে যথা সূর্য্য-মুখী রবিচ্ছবি পানে—
কহিলা,—“আইস, ওগো সখি বিধুমুখি,
চল যাই লইয়া দিকপাল-দলে যথা
পদ্মাসনে বিরাজেন ধাতা ; তোমা বিনা
এ হৈম কপাট, সখি, কে পারে খুলিতে ?”-
“খুলি এ কপাট আমি বটে ; কিন্তু, সখি,”
(উত্তর করিলা ভক্তি) “তোমা বিনা বাণী
কার শুনি, কর্ণদান করেন বিধাতা ?
চল যাই, হে স্বজনি, মধুর-ভাষিণি,—
খুলিব ছয়্যার আমি ; সদয় হৃদয়ে,
অবগত করাও ধাতারে, কি কারণে
আসি উপস্থিত হেথা দেবদল, তুমি ।”
তবে ভক্তি দেবীশ্বরী সহ আরাধনা

অমৃত-ভাষিণী, লয়ে দেবপতিদলে
 প্রবেশিলা মন্দগতি ধাতার মন্দিরে
 নতভাবে । কনক-কমলাসনে তথা
 দেখিলেন দেবগণ স্বয়ম্ভু লোকেশে !
 শত শত ব্রহ্ম-ঋষি বসেন চৌদিকে,
 মহাতেজা, তেজোশুণে জিনি দিননাথে,
 কাঞ্চন-কিরীট শিরে ! প্রভা আভাময়ী,—
 মহারূপবতী সতী,— দাঁড়ান সম্মুখে—
 যেন বিধাতার হস্তাবলী মূর্ত্তিমতী !
 তাঁর সহ দাঁড়ান সুবর্ণবীণা করে,
 বীণাপাণি, স্বরসুধা-বর্ষণে বিনোদি
 ধাতার হৃদয়, যথা দেবী মন্দাকিনী
 কলকলরবে সদা তুযেন অচল-
 কুল-ইন্দু হিমাচলে—মহানন্দময়ী !
 শ্বেতভূজা, শ্বেতাজে বিরাজে পা ছুখানি,
 রক্তোৎপল-দল যেন মহেশ-উরসে ;—
 জগৎ-পূজিতা দেবী—কবিকুল-মাতা !

হেরি বিরিঞ্চির পাদ-পদ্ম, সুরদল,
 অমনি শচী-রমণ সহ পঞ্চ জন—
 নমিলা সাষ্টাঙ্গে । তবে দেবী আরাধনা
 যুড়ি কর কলস্বরে কহিতে লাগিলা ;—

“হে ধাতঃ, জগত-পিতঃ, দেব সনাতন,
 দয়ালিঙ্গু ! সুন্দ-উপসুন্দাসুর বলী,
 দলি আদিতেয়-দলে বিষম সংগ্রামে,
 বসিয়াছে দেবাসনে পামর দেবারি,
 লগুভণ্ড করি স্বর্গ,—দাবানল যথা
 বিনাশে কুসুমে পশি কুসুমকাননে
 সর্ব্বভুক্ ! রাজ্যচ্যুত, পরাভূত রূপে,
 তোমার আশ্রয় চায় নিরাশ্রয় এবে
 দেবদল,—নিদাঘার্ভ পথিক যেমতি

তরুণ-পাশে আসে আশ্রম-আশায় ।—
 হে বিভো জগৎঘোনি, অঘোনি আপনি,
 জগদন্ত নিরন্তক, জগতের আদি
 অনাদি ! হে সর্বব্যাপি, সর্বজ্ঞ, কে জানে
 মহিমা তোমার ? হায়, কাহার রসনা,—
 দেব কি মানব,—গুণকীর্তনে তোমার
 পারক ? হে বিশ্বপতি, বিপদের জালে
 বদ্ধ দেবকুলে, দেব, উদ্ধার গো আজি ।”

এতেক নিবেদি তবে দেবী আরাধনা
 নীরব হইলা, নমি ধাতার চরণে
 কৃতাঞ্জলিপুটে । শুনি দেবীর বচন—
 কি ছার তাহার কাছে কাকলী-লহরী
 মধুকালে ?—উত্তর করিলা সনাতন'
 ধাতা ; “এ বারতা, বৎসে, অবিদিত নহে ।
 সুন্দ উপসুন্দাসুর দৈব-বলে বলী ;
 কঠোর তপস্শাফলে অজেয় জগতে ।
 কি অমর কিবা নর সমরে দুর্ব্বার
 দৌহে ! ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অশ্রু পথ নাহি
 নিবারিতে এ দানবছয়ে । বায়ু-সখা
 সহ বায়ু আক্রমিলে কানন, তাহারে
 কে পারে রোধিতে,—কার পরাক্রম হেন ?”-

এতেক কহিলা দেবদেব প্রজ্ঞাপতি ।
 অমনি করিয়া পান ধাতার বচন-
 মধু, ব্রহ্ম-পুরী সুখতরঙ্গে ভাসিল ।
 শোভিলা উজ্জলতরে প্রভা আভাময়ী,
 বিশাল-নয়না দেবী ! অখিল জগত
 পুরিল সুপরিমলে, কমল-কাননে
 অযুত কমল যেন সহসা ফুটিয়া
 দিল পরিমল-সুখা সুমন্দ অনিলে ।
 যথায় সাগর-মাঝে প্রবল পবন

বলে ধরি পোত, হার, ভূইতেছিলো
 তারে, শান্তি-দেবী তথা উত্তরি সঙ্ঘরে,
 প্রবোধি মধুর ভাবে, শান্তিলা মারুতে ।
 কালের নব্বই খাঁস-অনলে যেখানে
 উন্ময় জীবকুল (ফুলকুল যথা
 মিদাঘে) জীবনামৃত-প্রবাহ সেখানে
 বহিল, জীবন দান করি জীবকুলে,—
 মিশির শিশির-বিন্দু সরসে যেমতি
 প্রসূন, নীরস, মরি, নিদাঘ-জ্বলনে ।
 প্রবেশিলা প্রতি গৃহে মঙ্গল-দায়িনী
 মঙ্গলা ! সুশস্ত্রে পূর্ণা হাসিলা বসুধা ;—
 প্রমোদে মোদিল বিশ্ব বিশ্বয় মানিয়া !

তবে ভক্তি শক্তীশ্বরী সহ আরাধনা,
 প্রকুলবদনা যথা কমলিনী, যবে
 দ্বিষাম্পতি দিননাথ তাড়াই তিমিরে,
 কনক-উদয়াচলে আসি দেন দেখা,—
 লইয়া দিকপালদলে, যথাবিধি পূজি
 পিতামহে, বাহিরিলা ব্রহ্মালয় হতে ।

“হে বাসব,” কহিলেন ভক্তি মহাদেবী,
 “সুরেন্দ্র, সতত রত থাক ধর্মপথে ।
 তোমার হৃদয়ে, যথা রাজেন্দ্র-মন্দিরে
 রাজলক্ষ্মী, বিরাজিব আমি হে সতত ।”

“বিধুমুখী সখী মম ভক্তি শক্তীশ্বরী,”—
 কহিলেন আরাধনা মুহু মঙ্গ হাসি—
 “বিরাজেন যদি সদা তোমার হৃদয়ে,
 শচীকান্ত, নিতান্ত জানিও আমি তব
 বশীভূতা । শশী যথা কৌমুদী সেখানে ।
 মণি, আভা, একপ্রাণা ; লভ এ রতনে,
 অযতনে আভা লাভ করিবে, দেবেশ ।
 কালিন্দীরে পান লিঙ্ক গঙ্গার সঙ্গমে ।”

বিদায় হইলা তবে সুরদল, সেবি
 দেবীষয়ে । পরে সবে ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
 উত্তরিল। পুনঃ যথা পীযুষ-সলিলা
 বহে নিরবধি নদী কলকল কলে—
 সুবর্ণ-তটিনী ; যথা অমরী ব্রততী,
 অমর সুতরুকুল ; স্বর্ণকাস্তি ধরি
 ফুলকুল ফোটে নিত্য সুনিকুঞ্জবনে,
 ভরি সুসৌরভে দেশ । হৈম বৃক্ষমূলে,—
 রঞ্জিত কুসুম-রাগে,—বসিলেন সবে ।

কহিলা বাসব তবে ঈষৎ হাসিয়া,—
 “দিতিজ-ভুজ-প্রতাপে, রণ পরিহরি,
 আইলাম আমি সবে ধাতার সমীপে
 ধায়ে রড়ে,—বিধির বিধান বোধাত্মম !
 ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অস্ত্র নাহি পথ ; কহ,
 কি বৃক্ষ সঙ্কেত-বাক্যে, কহ, দেবগণ ?
 বিচার করহ সবে ; সাবধানে দেখ
 কি মর্শ্ব ইহার ! ছুখে জল যদি থাকে,
 তবু রাজহংসপতি পান করে তারে,
 তেয়াগিয়া তোয়ঃ ! কে কি বৃক্ষ, কহ, শুনি ।”—

উত্তর করিলা যম ;—“এ বিষয়ে, দেব
 দেবেশ্ব, স্বীকারি আমি নিজ অক্ষমতা ।
 বাহু-পরাক্রমে কর্শ্ব-নির্বাহি যেখানে,
 দেবনাথ, সেথা আমি । তোমার প্রসাদে
 এই যে প্রচণ্ড দণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডনাশক,
 শিখেছি ধরিতে এরে ; কিন্তু নাহি জানি
 চালাইতে লেখনী, পশিতে শর্কার্ণবে
 অর্ধরক্ত-লোভে—যেন বিস্তার ধীর ।”

“আমিও অক্ষম যম-সম”—উত্তরিল।
 প্রভঞ্জন—“সাধিবারে তোমার এ কাজ,
 বাসব ! করীর কর যথা, পারি আমি

উপাড়িতে তরুবর, পাষণ চূর্ণিতে,
 চিরধীর শৃঙ্গধরে বজ্রসম চোটে
 অধীরিতে ; কিন্তু নারি তুলিতে বাছিয়া
 এ সূচি, হে নমুচিসূদন শচীপতি ।”—

উত্তর করিলা তবে স্কন্দ তারকারি
 মৃদু স্বরে ;—“দেহ, ওহে দেবকুলপতি,
 দেহ অমুমতি মোরে, যাই আমি যথা
 বসে স্কন্দ উপস্কন্দ,—ছরস্তু অসুর ।
 যুদ্ধার্থে আহ্বানি গিয়া ভাই ছই জনে ।
 শুনি মোর শঙ্খধ্বনি রুধিবে অমনি
 উভয় ; কহিব আমি—‘তোমাদের মাঝে
 বীরশ্রেষ্ঠ বীর যে, বিগ্রহ দেহ আসি ।’
 ভাই ভাই বিরোধ হইবে এ হইলে ।
 স্কন্দ কহিবেক আমি বীর-চূড়ামণি ;
 উপস্কন্দ এ কথায় সায় নাহি দিবে
 অভিমানে । কে আছে গো, কহ, দেবপতি,
 রথীকূলে, স্বীকারে যে আপন ন্যূনতা ?
 ভাই ভাই বিবাদ হইলে, একে একে
 বধিব উভয়ে আমি বিধির প্রসাদে—
 বধে যথা বারণারি বারণ-ঈশ্বরে ।”

শুনি সেনানীর বাণী, ঈষৎ হাসিয়া
 কহিতে লাগিলা দেব যক্ষকুলরাজ
 ধনেশ ;—“যা কহিলেন হৈমবতীসুত,
 কৃত্তিকাকুলবল্লভ, মনে নাহি লাগে ।
 কে না জানে ফণী সহ বিষ চিরবাসী ?
 দংশিলে ভূজঙ্গ, বিষ-অশনি অমনি
 বায়ুগতি পশে অঙ্গে—ছর্ব্বার অনল ।
 যথায় যুঝিবে স্কন্দাসুর দুষ্টমতি,
 নিষ্কোষিবে অসি তথা উপস্কন্দ বলী
 সহকারী ; উভয়ের বিক্রম উভয় ।

বিশেষতঃ, কূট-যুদ্ধে দৈত্যদল রত ।
 পাইলে একাকী জেমা, হে উমাকুমাৰ,
 অবশ্য অশ্রায়যুদ্ধ করিবে দানব
 পাপাচার । বৃথা তুমি পড়িবে সঙ্কটে,
 বীরবর ! মোর বাণী শুন, দেবপতি
 মহেন্দ্র ; আদেশ মোরে, ধনজালে বেড়ি
 বধি আমি—যথা ব্যাধ বধয়ে শার্দূল,
 আনায়-মাঝারে তারে আনিয়া কৌশলে—
 এ ছুট্ট দমুজ দৌহে ! অবিদিত নহে,
 বসুমতী সতী মম বসু-পূর্ণাগার,
 যথা পঙ্কজিনী ধনী ধরয়ে যতনে
 কেশর,—মদন অর্থ । বিবিধ রতন—
 তেজঃপুঞ্জ, নয়নরঞ্জন, রাশি রাশি,
 দেহ আঞ্জা, দেব, দান করি দানবেরে ।
 করি দান সুবর্ণ—উজ্জ্বল বর্ণ, সহ
 রজত, সুশ্বেত যথা দেবী শ্বেতভুজা ।
 ধনলোভে উন্মত্ত উভয় দৈত্যপতি,
 অবশ্য বিবাদ করি মরিবে অকালে—
 মরিল যেমতি দ্বন্দ্বি, হায়, মন্দমতি !
 সহ সুশ্রুতীক ভ্রাতা লোভী বিভাবসু !”—

উত্তর করিলা তবে জলেশ বরণ
 পাশী ;—“যা কহিলে সত্য, যক্ষকুলপতি,
 অর্থে লোভ ; লোভে পাপ ; পাপ—নাশকারী
 কিন্তু ধন কোথা এবে পাবে, ধনপতি ?
 কোথা সে বসুধা শ্রামা, সুবসুধারিণী
 তোমার ? ভুলিলে কি গো, আমরা সকলে
 দীন, পত্রহীন তরু হিমানীতে যথা,
 আজি ! আর আছে কি গো সে সব বিভব ?
 আর কি—কি কাজ কিন্তু এ মিছা বিলাপে ?
 কহ, দেবকুলনিধি, কি বিধি তোমার ?”

কহিতে লাগিলা তবে দেব পুরন্দর
 অসুরারি ;—“ভাসি আমি অজ্ঞাত সলিলে
 কর্ণধার, ভাবনায় চিন্তায় আকুল,
 নাহি দেখি অন্ধকূল কুল কোন দিকে !
 কেমনে চালাব তরী বৃষ্টিতে না পারি ?
 কেমনে হইব পার অপার সাগর ?
 শূণ্ডতুণ আমি আজি এ যোর সমরে ।
 বজ্রাপেক্ষা তীক্ষ্ণ মম প্রহরণ যত,
 তা সকলে নিবারিল এ কাল সংগ্রামে
 অসুর । যখন ছুঁই ভাই ছুঁই জন
 আরন্তিলা তপঃ, আমি পাঠাছু যতনে
 সুকেশিনী উর্ব্বশীরে ; কিন্তু দৈববলে
 বিফলবিভ্রমা বামা লজ্জায় ফিরিল,—
 গিরিদেহে বাজি যথা রাজীব ! সতত
 অধীর সুধীর ঋষি যে মধুর হাসে,
 শোভিল সে বৃথা, হায়, সৌদামিনী যথা
 অঙ্কজন প্রতি শোভে বৃথা প্রজ্বলনে !
 যে কেশে নিগড় সদা গড়ে রতিপতি ;
 যে অপাল্লবিষানলে জ্বলে দেব-হিয়া ;—
 নারিল সে কেশপাশ বাঁধিতে দানবে !
 বিফল সে বিষানল, হলাহল যথা
 নীলকণ্ঠ-কণ্ঠদেশে ! কি আর কহিব,—
 বৃথা মোরে জিজ্ঞাসহ, জলদলপতি ।”

এতেক কহিয়া দেব দেবেশ্বর বাসব
 নীরবিলা, আহা, মরি, নিশ্বাসি বিষাদে !
 বিষাদে নীরব দেখি পৌলোমীরঞ্জে,
 মৌনভাবে বসিলেন পঞ্চ দেব রথী ।

হেন কালে—বিধির অদ্ভুত লীলাখেলা
 কে পারে বৃষ্টিতে গো এ ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে ?—
 হেন কালে অকস্মাৎ হইল দৈববাণী ।

“আনি বিশ্বকর্মা, হে দেবপুত্র, গড়
বামায়,—অঙ্গনাকুলে অতুলা জগতে ।
ত্রিলোকে আহরে যত স্থাবর, জঙ্গম,
ভূত, ভিল ভিল সবাই হইতে লইয়া,
সৃষ্টি এক প্রমদারে—ভব-প্রমোদিনী ।
তা হতে হইবে মষ্ট চুষ্ট অমরারি ।”—

তবে দেবপতি, শুনি আকাশ-সম্ভবা
ভারতী, পবন পানে চাহিয়া কহিলা,—
“যাও তুমি, আন হেথা, বায়ুকুল-রাজা,
অবিলম্বে বিশ্বকর্মা, শিল্পীকুলরাজে !”

শুনি দেবেশ্বের বাণী, অমনি তখনি
প্রভঞ্জন শূন্তপথে উড়িলা স্মৃতি
আশুগ ;—কাঁপিল বিশ্ব ধর ধর করি
আতঙ্কে, প্রমাদ গণি অস্থির হইলা,
জীবকুল, যথা যবে প্রলয়ের কালে,
টঙ্কারি পিনাক রোমে পিনাকী ধূর্জটি
বিশ্বনাশী পাশুপত ছাড়ে ন ছাড়ারে ।

চলি গেলা পবন, পবনবেগে দেব
শূন্তপথে । হেথা ব্রহ্মপুরে পঞ্চ জন
ভাসিলা—মানস সরে রাজহংস যথা—
আনন্দ-সলিলে সদানন্দের সদনে !
যে যাহা ইচ্ছিল তাহা পাইলা তখনি ।
যে আশা, এ ভবমরুদেশে মরীচিকা,
ফলবতী নিরবধি বিধির আলয়ে ।
মাগিলেন সুধা শচীকান্ত শাস্তমতি ;
অমনি সুখালহরী বহিল সন্মুখে
কলরবে । চাহিলেন ফল জলপতি ;
রাশি রাশি ফল আসি সুবর্ণ-বরণ—
পড়িল চৌদিকে । যাচিলেন ফুল দেব-
সেনানী ; অবুত ফুল, স্তবকে স্তবকে

বেড়িল শূরেস্ত্রে যথা চস্ত্রে ভারাবলী ।
 রত্নাসন মাগি তাহে বসিলা কুবের—
 মণিময় শেষের অশেষ দেহোপরি
 শোভিলেন যেন পীতাম্বর চিন্তামণি ।
 ভ্রমিতে লাগিলা যম মহাছষ্টমতি,
 যথা শরদের কালে গগনমণ্ডলে,
 পবন-বাহনারোহী, ভ্রমে কুতূহলী
 মেঘেন্দ্র, রজনীকান্ত-রজঃকাস্তি হেরি,—
 হেরি রত্নাকারা তারা,—সুখে মন্দগতি !

এড়াইয়া ব্রহ্মপুরী, বায়ুকুল-রাজা
 প্রভঞ্জন, বায়ুবেগে চলিলেন বলী
 যথায় বসেন বিখোপান্তে মহামতি
 বিশ্বকর্ষ্ম। বাতাকারে উড়িলা সুরথী
 শূন্তপথে, উথলিয়া নীলাম্বর যেন
 নীল অনুরাশি । কত দূরে ত্বিষাম্পতি
 দিনকান্ত রবিলোকে অস্থির হইলা
 ভাবি ছষ্ট রাহু বুঝি আইল অকালে
 মুখ মেলি । চন্দ্রলোকে রোহিণীবিলাসী
 সূধানিধি, পাণ্ডুবর্ণ আতঙ্কে স্মরিয়া
 ছরন্ত বিনতাসুতে,—সুধা-অভিলাষী !
 মুদ্রিলা নয়ন হৈম তারাকুল ভয়ে,
 ভৈরব দানবে হেরি যথা বিজ্ঞাধরী,
 পঙ্কজিনী তমঃগুঞ্জে ; বাসুকির শিরে
 কাঁপিলা ভীকু বসুধা ; উঠিলা গর্জিয়া
 সিদ্ধু, দ্বন্দ্ব রত সদা, চির-বৈরি হেরি ;—
 সাজিল তরঙ্গ-দল রণ-রঙ্গে মাতি ।

এ সবে পশ্চাতে রাখি আঁখির নিমিষে
 চলি গেলা আশুগতি । ঘন ঘনাবলী
 ধায় আগে রড়ে ঝড়ে, ভূত-দল যথা
 ভূত-নাথ সহ । একে একে পার হয়ে

সপ্ত অন্ধি, চলিলা মরুৎকুলনিধি
 অবিজ্ঞাস্ত, ক্রান্তি, শান্তি, সবে অবহেলি
 চলে যথা কাল। কত দূরে যমপুরী
 ভয়ঙ্করী দেখিলেন ভীম সদাগতি।
 কোন স্থলে হিমानीতে কাঁপে ধরধরি
 পাপি-প্রাণ, উচ্চৈঃস্বরে বিলাপি ছুর্মতি ;—
 কোন স্থলে কালাগ্নেয়-প্রাচীর-বেষ্টিত
 কারাগারে জলে কেহ হাহাকার রবে
 নিরবধি ; কোথাও বা ভীম-মূর্ত্তি-ধারী
 যমদূত প্রহারয়ে চণ্ড দণ্ড শিরে
 অদয় ; কোথাও শত শকুনি-মণ্ডলী
 বজ্রনখা, বিদরিয়া বক্ষঃ মহাবলে,
 ছিন্ন ভিন্ন করে অস্ত্র ; কোথাও বা কেহ,
 তৃষায় আকুল, কাঁদে বসি নদী-তীরে,
 করিয়া শত মিনতি বৈতরণী-পদে
 বৃথা,—না চাহেন দেবী ছরাস্মার পানে,
 তপস্বিনী ধনী যথা—নয়নরমণী—
 কভু নাহি কর্ণদান করে কামাতুরে—
 জ্বিতেন্দ্রিয়া ! কোথাও বা হেরি লক্ষ লক্ষ
 উপাদেয় ভক্ষ্যজব্য, ক্ষুধাতুর প্রাণী
 মাগে ভিক্ষা ভক্ষণ—রাজেন্দ্র-দ্বারে যথা
 দরিদ্র,—প্রহরী-বেত্র-আঘাতে শরীর
 জ্বরজ্বর। সতত অগণ্য প্রাণিগণ
 আসিতেছে দ্রুতগতি চারি দিক্ হতে,
 কাঁকে কাঁকে আসে যথা পতঙ্গের দল
 দেখি অগ্নিশিখা,—হায়, পুড়িয়া মরিতে !
 নিস্পৃহ এ লোকে বাস করে লোক বত।
 হায় রে, যে আশা আসি তোবে সর্বজননে
 জগতে, এ ছরস্তু অস্ত্রকপুরে গতি-
 রোধ তার ! বিধাতার এই সে বিধান

মরুস্থলে প্রবাহিণী কভু নাহি বহে ।
 অবিরামে কাটে কীট ; পাবক না নিবে ।
 শত-সিদ্ধু-কোলাহল জিনি, দিবানিশি,
 উঠয়ে ক্রন্দনধ্বনি—কর্ণ বিদরিয়া ।

হেরি শমনের পুরী, বিশ্বয় মানিয়া
 চলিলা জগৎপ্রাণ পুনঃ ক্রতগতি
 যথায় বসেন দেব-শিল্পী । কতক্ষণে
 উত্তরমেধুতে বীর উতরিল। আসি ।
 অদূরে শোভিল বিশ্বকর্মার সদন ।
 ঘন ঘনাকার ধুম উড়ে হর্ম্যোপরি,
 তাহার মাঝারে হৈম গৃহাগ্র অযুত
 ছোতে, বিদ্যুতের রেখা অচঞ্চল যেন
 মেঘাবৃত, আকাশে, বা বাসবের ধনু
 মণিময় ! প্রবেশিয়া পুরী বায়ুপতি
 দেখিলেন চারি দিকে ধাতু রাশি রাশি
 শৈলাকার ; মূর্ত্তিমানু দেব বৈশ্বানরে ।
 পাই সোহাগায় সোণা গলিছে সোহাগে
 প্রেম-রসে ; বাহিরিছে রজত গলিয়া
 পুটে, বাহিরায় যথা বিমল-সলিল-
 প্রবাহ, পর্বত-সান্ন-উপরি যাহারে
 পালে কাদম্বিনী ধনী ; লৌহ, যার তনু
 অক্ষয়, তাপিলে অগ্নি, মহারাগে ধাতু
 জলে অগ্নিসম তেজ,—অগ্নিকুণ্ডে পড়ি
 পুড়িছে,—বিষম জ্বালা যেন ঘৃণা করি,—
 নীরবে শোকাগ্নি যথা সছে বীর-হিয়া ।

কাঞ্চন-আমনে বসি বিশ্বকর্মা-দেব,
 দেব-শিল্পী, গড়িছেন অপূর্ব গড়ন,
 হেন কালে তথায় আইলা সদাগতি ।
 হেরি প্রভঞ্নে দেব অমনি উঠিয়া
 নমস্কারি বসাইলা রত্ন-সিংহাসনে ।

“আপন কুশল কহ, বায়ুকুলেশ্বর,—
 কহিতে লাগিলা বিশ্বকর্মা—“কহ বলি,
 স্বর্গের বারতা। কোথা দেবেশ্বর কুলিনী ?
 কি কারণে, সদাগতি, গতি হে তোমার
 এ বিজন দেশে ? কহ, কোন্ বরাজনা—
 দেবী কি মানবী—এবে ধরিয়্যাছে, তোমা
 পাতি পীরিতের কাঁদ ? কহ, যত চাহ,
 দিব আমি অলঙ্কার,—অতুল জগতে !
 এই দেখ নৃপুর ; ইহার বোল শুনি
 বীণাপাণি-বীণা, দেব, ছিন্ন-তার, খেদে !
 এই দেখ সুরমেখলা ; দেখি ভাব মনে,
 বিশাল নিতম্ববিশ্বে কি শোভা ইহার !
 এই দেখ মুক্তাহার ; হেরিলে ইহারে
 উরজ-কমলযুগ-মাঝারে, মনোজ্ঞ ।
 মজে গো আপনি ! এই দেখ, দেব, সিঁথি ;
 কি ছার ইহার কাছে, ওরে নিশীথিনি,
 তোর তারাময় সিঁথি ! এই যে কঙ্কণ
 খচিত রতনবৃন্দে, দেখ, গঙ্কবহ ।
 প্রবাল-কুণ্ডল এই দেখ, বীরমণি ;—
 কি ছার ইহার কাছে বনশূলী-কাণে
 পলাশ,—রমণী-মনোরমণ ভূষণ !
 আর আর আছে যত, কি কব তোমারে ?”

হাসিয়া হাসিয়া যদি এতেক কহিলা
 বিশ্বকর্মা, উত্তর করিলা মহামতি
 খসন, নিখাস বীর ছাড়িয়া বিষাদে ;—
 “আর কি আছে গো, দেব, সে কাল এখন ?
 বিশ্বোপাস্ত্রে তিমির-সাগর-তীরে সদা
 বস তুমি, নাহি জান স্বর্গের হৃদশা !
 হায়, দৈত্যকুল এবে, প্রবল সমরে,
 লুটিছে ত্রিদশালয় লগুভগু করি,

পামর । অরেন তোমা দেব অশুরারি,
শিল্পিবর ; তেঁই আমি আইছু সত্বরে ।
চল, দেব, অবিলম্বে ; বিলম্ব না সহে ।
মহা ব্যগ্র ইন্দ্র আজি তব দরশনে ।”

শুনি পবনের বাণী, কহিতে লাগিলা
দেব-শিল্পী—“হায় দেব, এ কি পরমাদ ।
দিভিজকুল উজ্জলি, কোন্ মহারথী
বিমুখিলা দেবরাজে সন্দুখ-সমরে
বলে ? কহ, কার অস্ত্রে রোধ গতি তব,
সদাগতি ? কে ব্যথিল তীক্ষ্ণ প্রহরণে
যমে ? নিরস্ত্রিল কেবা জলেশ পাশীরে ?
অলকানাথের গদা—শৈল-চূর্ণ-কারী ?
কে বিধিল, কহ, হায়, খরতর শরে
ময়ূর-বাহনে ? এ কি অদ্ভুত কাহিনী ।
কোথায় হইল রণ ? কিসের কারণে ?
মরে যবে সমরে তারক মন্দমতি,
তদবধি দৈত্যদল নিস্তেজ-পাবক,—
বিষহীন ফণী ; এবে প্রবল কেমনে ?
বিশেষ করিয়া কহ, শুনি, শূরমণি ।
উত্তরমেরুতে সদা বসতি আমার
বিশ্বোপাস্তে । ওই দেখ তিমির-সাগর
অকূল, পর্বতাকার যাহার লহরী
উথলিছে নিরবধি মহা কোলাহলে ।
কে জানে জল কি স্থল ? বুঝি ছুই হবে ।
লিখিলা এ মেরু ধাতা জগতের সীমা
সৃষ্টিকালে ; বসে তমঃ, দেখ ওই পাশে ।
নাহি যান প্রভাদেবী তাহার সদনে,
পাপীর সদনে যথা মঙ্গল-দায়িনী
লক্ষ্মী । এত দূরে আমি কিছু নাহি জানি ;
বিশেষ করিয়া কহ সকল বারতা ।”

উত্তর করিলা তবে বায়ু-কুলপতি—
 “না সহে বিলম্ব ছেথা, কহিমু তোমারে,
 শিল্পিবর, চল যথা বিরাজেন এবে
 দেবরাজ ; শুনিবে গো সকল বারতা
 তাঁর মুখে । কোন্ সুখে কব, হায়, আমি,
 সিংহদল-অপমান শৃগালের হাতে ?
 অরিলে ও কথা দেহ জ্বলে কোপানলে !
 বিধির এ বিধি তেঁই সহি মোরা সবে
 এ লাঞ্ছনা । চল, দেব, চল শীঘ্রগতি ।
 আজি হে তোমার ভার উদ্ধার করিতে
 দেব-বংশ,—দেবরিপু ধ্বংসি স্বকৌশলে !”

এতেক কহিয়া দেব বায়ু-কুলপতি
 দেব দেব-শিল্পী সহ উঠিলা আঁকাঙ্ক্ষ
 বায়ুবেগে । ছাড়িয়া কৃতাস্ত-নগরী,
 বসুধা বাসুকি-প্রিয়া, চন্দ্র সুধানিধি,
 সূর্য্যালোক, চলিলেন মনোরথগতি
 দুই জন ; কত দূরে শোভিল অশ্বরে
 স্বর্ণময়ী ব্রহ্মপুরী, শোভেন যেমতি
 উমাপতি-কোলে উমা হৈমকিরীটিনী
 শত শত গৃহচূড়া হীরক-মণ্ডিত
 শত শত সৌধশিরে ভাতে সারি সারি
 কাঞ্চন-নির্মিত । হেরি ধাতার সদন
 আনন্দে কহিলা বায়ু দেব-শিল্পী প্রতি ;—

“ধন্য তুমি দেবকূলে, দেব-শিল্পি গুণি !
 তোমা বিনা আর কার সাধ্য নির্মাইতে
 এ হেন সুন্দরী পুরী—নয়ন-রঞ্জিনী ।”
 “ধাতার প্রসাদে, দেব, এ শক্তি আমার”—
 উত্তরিল বিধকর্ম্মা—“তাঁর গুণে গুণী,
 গড়ি এ নগর আমি তাঁহার আদেশে ।
 যথা সরোবর-জল, বিমল, তরল,

প্রতিবিশ্বে নীলাধর তারাময় শোভা
নিশাকালে, এই রমা প্রতিমা প্রথমে
উদয়ে ধাতার মনে,—তবে পাই আমি ।”

এইরূপ কথোপকথনে দেবদ্বয়
প্রবেশিলা ব্রহ্মপুরী—মন্দগতি এবে ।
কত দূরে হেরি দেব জীমূতবাহন
বজ্রপাণি, সহ কার্তিকৈয় মহারথী,
পাশী, তপনতনয়, মুরজা-বল্লভ
যক্ষরাজ, শীভ্রগামী দেব-শিল্পী দেব
নিকটিয়া, করপুটে প্রণাম করিলা
যথা বিধি । দেখি বিশ্বকর্মায বাসব
মহোদয় আশীষিয়া কহিতে লাগিলা,—
“স্বাগত, হে দেব-শিল্পি ! মরুভূমে যথা
তৃষাকুল জন সুখী সঞ্জিল পাইলে,
তব দরশনে আজি আনন্দ আমার
অসীম ! স্বাগত, দেব, শিল্পি-চূড়ামণি !
দৈববলে বলী হুই দানব, হুর্জয়
সন্নরে, অমরপুরী গ্রাসিয়াছে আসি
হায়, গ্রাসে রাছ যথা সুধাংশু-মণ্ডলী ।
ধাতার আদেশ এই শুন মহামতি ।
‘আনি বিশ্বকর্মায, হে দেবগণ, গড়
বামায়, অঙ্গনাকুলে অতুলা জগতে ।
ত্রিলোকে আছয়ে যত স্থাবর, জঙ্গম,
ভূত, সবা হইতে লইয়া তিল তিল,
স্বজ এক প্রমদারে—শবপ্রমোদিনী ।
তাহা হতে হবে নষ্ট হুষ্ট অমরারি’ ।”

শুনি দেবেশ্বের বাণী শিল্পীশ্র অমনি
নমিয়া দিক্‌পালদলে বসিলেন ধ্যানে ;
নীরবে বেড়িলা দেবে যত দেবপতি ।

আরস্তিলা মহাতপঃ, মহামন্ত্রবলে

আকর্ষিলা স্বাবর, জঙ্গম, ভূত যত
 ব্রহ্মপুরে শিল্লিবর ! বাহারে স্মরিল
 পাইলা তখনি তারে । পদ্বন্দ্বয় লয়ে
 গড়িলেন বিশ্বকর্মা রাজা পা ছুখানি ।
 বিদ্যুতের রেখা দেব লিখিলা তাহাতে
 যেন লাক্ষারস-রাগ । বনস্থল-বধু
 রম্ভা উরুদেশে আসি করিলা বসতি ;
 সুমধ্যম মুগরাজ দিলা নিজ মাঝা ;
 ঋগোল নিতম্ব-বিশ্ব ; শোভিল তাহাতে
 মেখলা, গগনে, মরি, ছায়াপথ যথা ।
 গড়িলেন বাহু-যুগ লইয়া মুণালে ।
 দাড়িয়ে কদম্বে হৈল বিষম বিবাদ ;
 উভয়ে চাহিল আসি বাস করিবারে,
 উরস-আনন্দ-বনে ; সে বিবাদ দেখি
 দেব-শিল্পী গড়িলেন মেরু-শৃঙ্খাকারে
 কুচযুগ । তপোবলে শশাঙ্ক স্মৃতি
 হইলা বদন দেব অকলঙ্ক ভাবে ;
 ধরিল কবরীরূপ কাদম্বিনী ধনী,
 ইন্দ্রচাপে বানাইয়া মনোহর সিঁথি ।
 জলে যে তারা-রতন উষার ললাটে,
 তেজঃপুঞ্জ, দুইখান করিয়া তাহারে
 গড়াইলা চক্ষুদ্বয়, যদিও হরিণী
 রাখিলেক দেবপদে আনি নিজ আঁখি ।
 গড়িলা অধর দেব বিশ্বফল দিয়া,
 মাখিয়া অমৃতরসে ; গজ-মুক্তাবলী
 শোভিল রে দম্বুরূপে বিশ্ব বিমোহিয়া ।
 আপনি রতি-রঞ্জন নিজ ধনু ধরি
 ভুরুছলে বসাইলা নয়ন উপরে ;
 তা দেখিয়া বিশ্বকর্মা হাসি কাড়ি নিলা
 তুণ তাঁর ; বাছি বাছি সে তুণ হইতে

খরতর ফুল-শর, নয়নে অর্পিলা
 দেব-শিল্পী। বসুন্ধরা নানা রক্ত-সাজে
 সাজাইলা বরবপু, পুষ্পলাবী যথা
 সাজায় রাজেশ্রবলা কুসুমভূষণে।
 চম্পক, পঙ্কজপর্ণ, স্রবর্ণ চাহিল
 দিতে বর্ণ বরাজনে ; এ সবারে ভ্যজি,—
 হরিতালে শিল্পিবর রাগিলা স্তুতম্ভু !
 কলরবে মধুদূত কোকিল সাধিল
 দিতে নিজ মধু-রব ; কিন্তু বীণাপাণি,
 আনি সঙ্গে রঞ্জে রাগ-রাগিণীর কুল,
 রসনায় আসন পাতিলা বাগীশ্বরী !
 অমৃত সঞ্চারি তবে দেব-শিল্পি-পতি
 জীবাইল্ল কামিনীরে ;—সুমোহিনী-বেশে
 দাঁড়াইলা প্রভা যেন, আহা, মূর্ত্তিমস্তী !

হেরি অপরূপ কাস্তি আনন্দ-সলিলে
 ভাসিলেন শচীকাস্ত ; পবন অমনি,
 প্রফুল্ল কমলে যেন পাইয়া, স্বনিলা
 স্রস্থনে ! মোহিত কামে মুরজামোহন,
 মনে মনে ধন-প্রাণ সঁপিলা বামারে !
 শাস্ত জলনাথ যেন শাস্তি-সমাগমে !
 মহাসুখী শিখিধ্বজ, শিখিবর যথা
 হেরি ভোরে, কাদম্বিনি, অনস্বরতলে !
 তিমির-বিলাসী যম হাসিয়া উঠিলা,
 কোমুদিনী-প্রমদায় হেরি মেঘ যথা
 শরদে ! সাবাসি, ওহে দেব-শিল্পি গুণি !
 ধাতাবরে, দেববর, সাবাসি তোমারে !

হেন কালে,—বিধির অদ্ভুত লীলাখেলা
 কে পারে বুঝিতে গো এ ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলে !—
 হেন কালে পুনর্বার হৈল দৈববাণী ;—
 “পাঠাও, হে দেবপতি, এ রমা বামারে,

(অমুপমা বামাকুলে)—যথা অমরারি
 সূন্দ উপসূন্দাসুর ; আদেশ অনঙ্গে
 যাইতে এ বরাজনা সহ সঙ্গে মধু,
 ঋতুরাজ । এ রূপের মাধুরী হেরিয়া
 কাম-মদে মাতি দৈত্য মরিবে সংগ্রামে ।
 তিল তিল লইয়া গড়িলা সূন্দরীরে
 দেব-শিল্পী, তেঁই নাম রাখ তিলোত্তমা ।”—

শুনিয়া দেবেশ্রগণ আকাশ-সম্ভবা
 সরস্বতী-ভারতী, নমিলা ভক্তিভাবে
 সাষ্টাঙ্গে । তৎপরে সবে প্রশংসা করিয়া
 বিদায় করিলা বিশ্বকর্মা শিল্পী-দেবে ।
 প্রশমি দিকপাল-দলে বিশ্বকর্মা দেব
 চলি গেলা নিজ দেশে । সূখে শচীপতি
 বাহিরিলা, সঙ্গে ধনী অতুলা জগতে,—
 যথা সুরাসুর যবে অমৃত-বিলাসে
 মথিলা সাগরজল, জলদলপতি
 ভুবন-আনন্দময়ী ইন্দিরার সাথে ।

ইতি ত্রীতিলোত্তমাসম্ভবে কাব্যে সম্ভবো নাম
 তৃতীয় সর্গ ।

চতুর্থ সর্গ

সুবর্ণ বিহঙ্গী যথা, আদরে বিস্তারি
পাখা,—শত্রু-ধনু-কাস্তি আভায় বাহার
মলিন,—যতনে ধনী শিখায় শাবকে
উড়িতে, হে জগদম্বে, অম্বর-প্রদেশে ;—
দাসেরে করিয়া সঙ্গে সঙ্গে আজি তুমি
ভ্রমিয়াছ নানা স্থানে ; কাতর সে এবে,
কুলায়ে লয়ে তাহারে চল, গো জননি !
সফল জনম মম ও পদ-প্রসাদে,
দয়াময়ি ! যথা কুস্তী-নন্দন-পৌরব,
ধীর যুষ্টিরি, সশরীরে মহাবলী
ধর্মবলে, প্রবেশিলা স্বর্গ, তব বরে
দীন আমি দেখিছু, মানব-আঁখি কভু
নাহি দেখিয়াছে যাহা ; শুনিছ ভারতী,
তব বীণা-ধ্বনি বিনা অতুলা জগতে !
চল ফিরে যাই যথা কুমুম-কুম্বলা
বসুধা । কল্পনা,—তব হেমাঙ্গী সঙ্গিনী,—
দান করিয়াছে যারে তোমার আদেশে
দিব্য-চক্ষু, ভুল না, হে কমল-বাসিনি,
রসিতে রসনা তার তব সুধা-রসে !
বরষি সঙ্গীতায়ুত মনীষী তুমিবে,—
এই ভিক্ষা করে দাস, এই দীক্ষা মাগে
যদি গুণগ্রাহী যে, নিদাঘ-রূপ ধরি,
আশার মুকুল নাশে এ চিন্তকাননে,
সেও ভাল ; অধমে, মা, অধমের গতি !—
ধিক্ সে যাচঞা,—ফলবতী নীচ কাছে !
মহানন্দে মহেন্দ্রে সসৈন্তে মহামতি
উত্তরিল যথা বসে বিদ্য গিরিবর

কামরূপী,—হে অগস্ত্য, তব অনুরোধে
 অত্মপি অচল ! শত শত শৃঙ্গ শিরে,
 বীর বীরভদ্র-শিরে জটাজুট যথা
 বিকট ; অশেষ দেহ শেষের যেমনি !
 দ্রুতগতি শূন্যপথে দেবরথ, রথী,
 মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, যত চতুরঙ্গ-দল
 আইলা, কঙ্কক তেজঃপুঞ্জ উজ্জলিয়া
 চারি দিক্ ! কাম্য নামে নিবিড় কানন—
 খাণ্ডব-সম, (পাণ্ডব ফাল্গুনীর গুণে
 দহি হবির্বহ যাহে নীরোগী হইলা)—
 সে কাননে দেবসেনা প্রবেশিলা বলে
 প্রবল । আতঙ্কে পশু, বিহঙ্গম আদি
 আশু পলাইল সবে ঘোরতর রবে,
 যেন দাঘানল আসি, গ্রাসিবার আশে
 বনরাজী, প্রবেশিল সে গহন বনে !—
 কাতারে কাতারে সেনা প্রবেশিল আসি
 অরণ্যে, উপাড়ি তরু, উপাড়ি ব্রতভী,
 ঝড় যথা, কিম্বা করিযুথ, মত্ত মদে ।
 অধীর সজ্ঞাসে ধীর বিদ্য মহীধর,
 শীঘ্র আসি শচীকান্ত-নমুচিসূদন-
 পদতলে নিবেদিলা কৃতাজ্জলিপুটে,—
 “কি কারণে, দেবরাজ, কোন্ অপরাধে
 অপরাধী তব পদে কিঙ্কর ? কেমনে
 এ অসহ ভার, প্রভু, সহিবে এ দাস ?
 পাঞ্চজন্ম-নিনাদক প্রবঞ্চি বলিরে
 বামনরূপে যেরূপ, হায়, পাঠাইলা
 অতল পাতালে তারে, সেই রূপ বুঝি
 ইচ্ছা তব, সুরনাথ, মজাইতে দাসে
 রসাতলে !” উত্তরিল হাসি দেবপতি
 অসুরারি ;—“যাও, বিদ্য, চলি নিজ স্থানে

অভয়ে ; কি অপকার তোমার সম্বন্ধে
মোর হাতে ? ভুজ্বলে নাশিয়া দিতিজে
আজি, উপকার, গিরি, তোমার করিব,
আপনি হইব মুক্ত বিপদ হইতে ;—
তঁই হে আইছ মোরা তোমার সদনে ।”

হেন মতে বিদাইয়া বিদ্য মহাচলে,
দেব-সৈন্য-পানে চাহি কহিলা গভীরে
বাসব ; “হে সুরদল, ত্রিদিব-নিবাসি,
অমর ! হে দিতিসুত-গর্ব-খর্বকারি !
বিধির নির্বন্ধে, হায়, নিরানন্দ আজি
তোমা সবে ! রণ-স্থলে বিমুখ যে রথী,
কত যে ব্যথিত সে তা কে পারে বর্ণিতে ?
কিন্তু দুঃখ দূর এবে কর, বীরগণ !
পুনরায় জয় আসি আশু বিরাজিবে
এ দেব-কেতনোপরে । ঘোরতর রণে
অবশ্য হইবে ক্ষয় দৈত্যচয় আজি ।
দিয়াছি মদনে আমি, বিধির প্রসাদে,
যে শর,—কে সম্বরবে সে অব্যর্থ শরে ?
লয়ে তিলোত্তমায়—অতুলা ধনী রূপে—
ঋতুপতি সহ রতিপতি সর্ব-জয়ী
গেছে চলি যথায় নিবাসে দেব-অরি
দানব ! থাকহ সবে সুসজ্জ হইয়া ।
সুন্দ উপসুন্দ যবে পড়িবে সমরে,
অমনি পশিব মোরা সবে দৈত্যদেশে
বায়ুগতি, পশে যথা মদকল করী
নলবনে, নলদলে দলি পদতলে ।”

শুনি সুরেশ্বের বাণী, সুরসৈন্য যত
হুঙ্কারি নিকোষিলা অগ্নিময় অসি
অযুত, আগ্নেয় তেজে পূরি বনরাজী !
টঙ্কারিলা ধনু ধনুর্ধর-দল বলী

রোষে ; লোফে শূল শূলী,—হায়, ব্যগ্র সবে
 মারিতে মরিতে রণে—যা থাকে কপালে !
 ঘোর রবে গরজ্জিলা গজ ; হয়বুহ
 মিশাইলা হেয়ারব সে রবের সহ !
 শুনি সে ভীষণ স্বন দমুজ দুর্মতি
 হীনবীর্য হয়ে ভয়ে প্রমাদ গণিল
 অমরারি, যথা শুনি খগেন্দ্রের ধ্বনি,
 ত্রিয়মাণ নাগকুল অতল পাতালে !

হেন কালে আচম্বিতে আসি উতরিল
 কাম্যবনে নারদ, দীদিবি রবি যেন
 দ্বিতীয় । হরষে বন্দি দেব-ঋষিবরে,
 কহিলেন হাসি ইন্দ্র—দেবকুলপতি—
 “কি কারণে এ নিবিড় কাননে নন্দ্রদ
 তপোধন, আগমন তোমার গো আজি ?
 দেখ চারি দিকে, দেব, নিরীক্ষণ করি
 ক্ষণকাল ; খরতর-করবাল-আভা,
 হবির্বহ নহে যাহে উজ্জল এ স্থলী ;—
 নহে যজ্ঞধুম ও,—ফলক সারি সারি .
 সুবর্ণমণ্ডিত,—অগ্নিশিখাময় যেন
 ধূমপুঞ্জ, কিম্বা মেঘ,—তড়িত-জড়িত !”

আশীষি দেবেশে, হাসি দেব-ঋষিবর
 নারদ, উত্তরহলে কহিলা কৌতুকে ;—
 “তোমা সম, শচীপতি, কে আছে গো আজি
 তাপস ? যে কাল-অগ্নি জ্বালি চারি দিকে
 বসিয়াছ তপে, দেব, দেখি কাঁপি আমি
 চিরতপোবনবাসী ! অবশ্য পাইবে
 মনোনীত বর তুমি ; রিপুদ্বয় তব
 ক্ষয় আজি, সহস্রাক্ষ, কহিনু তোমাতে ।”

সুধিলা সুরসেনানী সুমধুর স্বরে
 অগ্রসরি ;—“কৃপা করি কহ, মুনিবর,

ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অস্ত্র পথ কি কারণে
 রুদ্ধ শমনের পক্ষে নাশিতে দানব-
 দল-ইন্দ্র সুন্দ উপসুন্দ মন্দমতি ?
 যে দস্তোলি তুলি করে, নাশিলা সমরে
 ব্রাত্মসুরে সুরপতি ; যে শরে তারকে
 সংহারিছ রণে আমি ;—কিসের কারণে
 নিরস্ত্র সে সব অস্ত্র এ দৌহার কাছে ?
 কার বরবলে, প্রভু, বলী দিতি-সুত ?”

উত্তর করিলা তবে দেবর্ষি নারদ ;—
 “ভকত-বৎসল যিনি, তাঁর বলে বলী
 দৈত্যদ্বয় । শুন দেব, অপূর্ব কাহিনী ।
 হিরণ্যকশিপু দৈত্য, যাহারে নাশিলা
 চক্রপাণি নরসিংহ-রূপে, তার কুলে
 জন্মিল ঠুনিকুস্ত নামে সুরপুররিপু,
 কিস্ত, বজ্রি, তব বজ্র-ভয়ে সদা ভীত
 যথা গরুড়ান্ শৈল । তার পুত্র দৌহে
 সুন্দ উপসুন্দ—এবে ভুবন-বিজয়ী,
 এই বিদ্যাচলে আসি ভাই ছুই জন
 করিল কঠোর তপঃ ধাতার উদ্দেশে
 বহুকাল । তপে তুষ্ট সদা পিতামহ ;
 “বর মাগ” বলি আসি দরশন দিলা ।
 যথা সরঃসুপ্তপদ্ম রবি দরশনে
 প্রফুল্লিত, বিরিকিরে হেরি দৈত্যদ্বয়
 করযোড়ে মৃৎস্বরে কহিতে লাগিল ;—
 “হে ধাতঃ, হে বরদ, অমর কর, দেব,
 আমা দৌহে ! তব বর-সুধাপান করি,
 মৃত্যুঞ্জয় হব, প্রভু, এই ভিক্ষা মাগি ।”

হাসি কহিলেন তবে দেব সনাতন
 অজ,—“জন্মে মৃত্যু, দৈত্য ! দিবস রজনী—
 এক যায় আর আসে,—সৃষ্টির বিধান ।

অশ্রু বর মাগ, বীর, যাহা দিতে পারি ।”

“তবে যদি,—”উত্তর করিল দৈত্যদ্বয়—

“তবে যদি অমর না কর, পিতামহ,
আমা দৌছে, দেহ ভিক্ষা, তব বরে যেন
ব্রাতৃভেদ ভিন্ন অশ্রু কারণে না মরি ।”

“ওম্” বলি বর দিলা কমল-আসন ।

একপ্রাণ ছুই ভাই চলিল স্বদেশে
মহানন্দে । যে যেখানে আছিল দানব,
মিলিল আসিয়া সবে এ দৌহার সাথে,
পর্বত-সদন ছাড়ি যথা নদ যবে
বাহিরায় হুহুকারি সিঙ্কু-অভিমুখে
বীরদর্পে, শত শত জল-শ্রোত আসি
মিশি তার সহ, বীর্ঘ্য বৃদ্ধি তার কণ্ঠে ।—

এইরূপে মহাবলী নিকুম্ভ-নন্দন-
যুগ, বাহু-পরাক্রমে লভিয়াছে এবে
স্বর্গ ; কিন্তু হরা নষ্ট হবে ছুষ্টমতি ।”

এতেক কহিয়া তবে দেবর্ষি নারদ
অশীষিয়া দেবদলে, বিদায় মাগিয়া,
চলি গেলা ব্রহ্মপুরে ধাতার সদনে ।
কাম্যবনে সৈশ্রু সহ দেবেশ্বর রহিলা,
যথা সিংহ, হেরি দূরে বারণ-ঈশ্বরে,
নিবিড় কানন মাঝে পশি সাবধানে,
একদৃষ্টে চাহে বীর ব্যগ্রচিত্ত হয়ে
তার পানে । এই মতে রহিলেন যত
দেববৃন্দ কাম্যবনে বিজ্ঞোন্ন কন্দরে ।

হেথা মীনধ্বজ সহ মীনধ্বজ রথে,
বসন্ত-সারথি—রজে চলিলা সূন্দরী
দেবকুল-আশালতা । অতি-মন্দগতি,
চলিল বিমান শূশ্রুপথে, যথা ভাসে
স্বর্ণবর্ণ মেঘবর, অম্বর-সাগরে

যবে অস্তাচল-চূড়া উপরে দাঁড়ায়
কমলিনী পানে ফিরে চাহেন ভাস্কর
কমলিনী-সখা । যথা সে ঘনের সনে
সৌদামিনী, মীনধ্বজে তেমনি বিরাজে
অমুপমা রূপে বামা—ভুবন-মোহিনী ।
যথায় অচলদেশে দেব-উপবনে
কেলি করে সুন্দ উপসুন্দ মহাবলী
অমরারি, তিন জন তথায় চলিলা ।

হেরি কামকেতু দূরে, বসুধা সুন্দরী,
আইলা বসন্ত জানি, কুসুম-রতনে
সাজিলা ; সুবৃক্ষশাখে সুখে পিকদল
আরম্ভিল কলস্বরে মদন-কীর্তন ।
মুঞ্জরিল কুঞ্জবন, গুঞ্জরিল অলি
চারি দিকক ; স্বনস্বনে মন্দ-সমীরণ,
ফুলকুল-উপহার সৌরভ লইয়া,
আসি সম্ভাষিল সুখে ঋতুবংশ-রাজে ।
“হে সুন্দরি”—মুছ হাসি মদন কহিলা—
“ভীক, উন্নীলিয়া ঔাধি,—নলিনী যেমনি
নিশা অবসানে মিলে কমল-নয়ন—
চেয়ে দেখ চারি দিকে ; তব আগমনে
সুখে বসন্তের সখী বসুন্ধরা সতী
নানা আভরণে সাজি হাসেন কামিনী,
নববধু বরিবারে কুলনারী যথা ।
ত্যজি রথ চল এবে—ওই দৈত্যবন ।
যাও চলি, সুহাসিনি, অভয় হৃদয়ে ।
অস্তরীকে রক্ষা হেতু ঋতুরাজ সহ
ধাকিব ভোমার সঙ্গে ; রঙ্গে যাও চলি,
যথায় বিরাজে দৈত্যদ্বয়, মধুমতি ।”
প্রবেশিলা কুঞ্জবনে কুঞ্জর-গামিনী
তিলোত্তমা, প্রবেশয়ে বাসরে যেমতি

শরমে, ভয়ে কাতরা নবকুল-বধু
 লজ্জাশীলা । মুহুগতি চলিলা সুন্দরী
 মুহুমুহুঃ চাহি চারি দিকে, চাহে যথা
 অজানিত ফুলবনে কুরঙ্গিনী ; কভু
 চমকে রমণী শুনি নুপুরের ধ্বনি ;
 কভু মরমর পাতাকুলের মর্দরে ;
 মলয়-নিখাসে কভু ; হায় রে, কভু বা
 কোকিলের কুহরবে । গুঞ্জরিলে অলি
 মধু-লোভী, কাঁপে বামা, কমলিনী যথা
 পবন-হিল্লোলে ! এইরূপে একাকিনী
 ভ্রমিতে লাগিলা ধনী গহন কাননে ।
 সিহরিলো বিদ্যাচল ও পদ-পরশে,
 সম্মোহন-বাণাঘাতে যোগীন্দ্র যেমতি)
 চন্দ্রচূড় । বনদেবী—যথায় বসিয়া '
 বিরলে, গাঁথিতেছিলো ফুল-রত্ন-মালা,
 (বরগুঞ্জমালা যথা গাঁথে ব্রজাঙ্গনা
 দোলাইতে কুঞ্জবিহারীর বরপলে)—
 হেরি সুন্দরীরে, স্বরা অলকাস্ত তুলি,
 রহিলেন একদৃষ্টে চাহি তার পানে
 শুধায়, বিস্ময় সাধী মানি মনে মনে ।
 বনদেব—তপস্বী—মুদিলা আঁখি, যথা
 হেরি সৌন্দর্যিনী ঘনপ্রিয়ায় গগনে
 দিনমণি । যুগরাজ কেশরী সুন্দর
 নিজ পৃষ্ঠাসন বীর সঁপিলা প্রণমি—
 যেন জগদ্ধাত্রী আছাশক্তি মহামায়ে ।

ভ্রমিতে ভ্রমিতে দৃষ্টী—অতুলা জগতে
 রূপে—উত্তরিলো যথা বনরাজী মাঝে
 শোভে সর, মস্তকল বিমল যেমতি ।
 কলকল করে জল নিরন্তর বরি
 পর্কত-বিবর হতে, নৃকে সে বিরলে

জলাশয় । চারি দিকে শ্যাম তট তার
 শত-রঞ্জিত কুম্ভমে । উজ্জল দর্পণ
 বনদেবীর সে সর—খচিত রতনে !
 হাসে তাহে কমলিনী, দর্পণে যেমনি
 বনদেবীর বদন । মুহু মন্দ রবে
 পবন-হিল্লোলে বারি উছলিছে কূলে ।
 এই সরোবর-তীরে আসি সীমস্তিনী
 (ক্লাস্তা এবে) বসিলা বিরামলাভ-লোভে,
 রূপের আভায় আলো করি সে কানন ।
 ক্ষণকাল বসি বামা চাহি সর পানে
 আপন প্রতিমা হেরি—ভ্রাস্তি-মদে মাত্তি,
 একদৃষ্টে তার দিকে চাহিতে লাগিলা
 বিবশে ! “এ হেন রূপ”—কহিলা রূপসী
 মুহু স্বরে—“কারো আঁখি দেখেছে কি কছু ?
 ব্রহ্মপুরে দেখিয়াছি আমি দেবপতি
 বাসব ; দেবসেনানী ; আর দেব যত
 বীরশ্রেষ্ঠ ; দেখিয়াছি ইন্দ্রাণী সূন্দরী ;
 দেব-কুল-নারী-কুল ; বিত্ৰাধরী-দলে ;
 কিন্তু কার তুলনা এ ললনার সহ
 সাজে ? ইচ্ছা করে, মরি, কায় মন দিয়া
 কিঙ্করী হইয়া গঁর সেবি পা ছুখানি ।
 বুঝি এ বনের দেবী,—মোরে দয়া করি
 দয়াময়ী—জল-তলে দরশন দিলা ।”

এতেক কহিয়া ধনী অমনি উঠিয়া
 নমাইলা শির—যেন পূজার বিধানে,
 প্রতিমূর্ত্তি প্রতি ; সেও শির নমাইল ।
 বিন্ময় মানিয়া বামা কৃতাজ্জলিপুটে
 মুহু স্বরে স্মিলা—“কে তুমি, হে রমণি ?”
 আচম্বিতে “কে তুমি ? কে তুমি, হে রমণি—
 হে রমণি ?” এই ধ্বনি বাজিল কাননে ।

মহা ভয়ে ভীতা দৃতী চমকি চাহিলা
চারি দিকে । হেন কালে হাসি সকৌতুকে,
মধু সহ রতি-বঁধু আসি দেখা দিলা ।

“কাহারে ডরাও তুমি, ভুবন-মোহিনি ?”
(কহিলেন পুষ্পধনু) “এই দেখ আমি
বসন্ত-সামন্ত সহ আছি, সীমন্তিনি,
তব কাছে । দেখিছ যে বামা-মূর্ত্তি জলে,
তোমারি প্রতিমা, ধনি ; ওই মধুধ্বনি,
তব ধ্বনি প্রতিধ্বনি শিখি নিনাদিছে ।
ও রূপ-মাধুরী হেরি, নারী তুমি যদি
বিবশা এত, রূপসি, ভেবে দেখ মনে
পুরুষকুলের দশা ! যাও ছরা করি ;—
অদূরে পাইবে এবে দেবারি দানবে !”

ধীরে ধীরে পুনঃ ধনী মরালগামিনী
চলিলা কানন-পথে । কত স্বর্ণ-লতা
সামিল ধরিয়া, আহা, রাঙা পা ছুখানি,
থাকিতে তাদের সাথে ; কত মহীকুহ,
মোহিত মদন-মদে, দিলা পুষ্পাঞ্জলি ;
কত যে মিনতি স্তুতি করিলা কোকিল
কপোতীর সহ ; কত গুণ্-গুণ্-করি
আরাধিল অলি-দল,—কে পারে কহিতে ?
আপনি ছায়া সুন্দরী—ভানুবিলাসিনী—
তরুমূলে, ফুল ফল ডালায় সাজায়ে,
দাঁড়াইলা—সখীভাবে বরিতে বামারে ;
নীরবে চলিলা সাথে সাথে প্রতিধ্বনি ;
কলরবে প্রবাহিণী—পর্বত-হুহিতা—
সম্বোধিলা চন্দ্রাননে ; বনচর যত
নাচিল হেরিয়া দূরে বন-শোভিনীয়ে,
যথা, রে দণ্ডক, তোর নিবিড় কাননে,
(কত যে ভপস্মা তোর কে পারে বুঝিতে ?)

ହେରି ବୈଦେହୀରେ—ରଘୁରଞ୍ଜନ-ରଞ୍ଜିନୀ !
 ନାହାନ୍ତେ ସୁରଭି ବାୟୁ, ଶ୍ୟାମି କୁବଳୟେ,
 ମୁହମୁହଃ ଅଳକାନ୍ତ ଉଡ଼ାଇয়া କାମୀ
 ଚୁଷ୍ଟିଲା ବଦନ-ଶଶୀ ! ତା ଦେଖି କୌତୁକେ
 ଅନ୍ତରୀକ୍ଷେ ମଧୁ ସହ ମଦନ ହାସିଲା !—
 ଏହିରୂପେ ଶୀରେ ଶୀରେ ଚଳିଲା ରୂପସୀ ।

ଆନନ୍ଦ-ମାଗରେ ମଗ୍ନ ଦିତିସୁତ ଆଞ୍ଜି
 ମହାବଳୀ । ଦୈବବଳେ ଦଳି ଦେବ-ଦଳେ—
 ବିସୁଖି ଅମରନାଥେ ସନ୍ଧୁଖ-ସମ୍ଭରେ,
 ଭ୍ରମିତେହେ ଦେବବନେ ଦୈତ୍ୟକୂଳପତି ।
 କେ ପାରେ ଝାଟିତେ ଦୌହେ ଏ ତିନି ଭୁବନେ ?
 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରଥ, ରଥୀ, ପଦାତିକ, ଗଞ୍ଜ,
 ଅଶ୍ୱ ; ଶତ ଶତ ନାରୀ—ବିଶ୍ୱ-ବିନୋଦିନୀ,
 ସଙ୍ଗେ ଝୁଞ୍ଚି କରେ କେଲି ନିକୁନ୍ତ-ନନ୍ଦନ
 ଜୟୀ । କୋନ ହଲେ ନାଚେ ବୀଣା ବାଞ୍ଜାଇয়া
 ତରୁମୂଳେ ବାମାକୂଳ, ବ୍ରଜବାଳା ଯଥା
 ଶୁନି ମୁରଲୀର ଧ୍ୱନି କଦମ୍ବର ମୂଳେ ।
 କୋଥାୟ ଗାହିଛି କେହ ମଧୁର ସୁସ୍ୱରେ ।
 କୋଥାୟ ବା ଚର୍ବ୍ୟା, ଚୋନ୍ଦ୍ର, ଲେହ, ପେୟ ରସେ
 ଭାସେ କେହ । କୋଥାୟ ବା ବୀରମଦେ ମାତି,
 ମଗ୍ନ ସହ ଯୁବେ ମଗ୍ନ କ୍ଷିତି ଟଳମଳି ।
 ବାରଣେ ବାରଣେ ରଣ—ମହା ଭୟଙ୍କର,
 କୋନ ହଲେ । ଗିରିଚୂଡ଼ା କୋଥାୟ ଉପଞ୍ଜି,
 ହୁହୁକାରି ନଭଃତଳେ ଦାନବ ଉଡ଼ିଛି
 ବାଡ଼ମୟ, ଉଧଲିୟା ଅହର-ମାଗର—
 ଯଥା ଉଧଳୟେ ସିକୁ ହୁନ୍ଦି ତିମିଞ୍ଜିଲ
 ମୌନରାଜ—କୋଲାହଳେ ପୁରିୟା ଗଗନ ।
 କୋଥାୟ ବା କେହ ପଶି ବିମଳ ଜଳିଲେ,
 ପ୍ରମଦା ସହିତ କେଲି କରେ ନାନା ମତେ
 ଉନ୍ମତ୍ତ ମଦନ-ଧରେ । କେହ ବା କୁଟୀରେ

কমল-আসনে বসে প্রাণসখী লয়ে,
 অলঙ্কারি কর্ণমূল কুবলয়-দলে ।
 রাশি রাশি অসি শোভে, দিবাকর-করে
 উদগীরি পাবক যেন । ঢাল সারি সারি—
 যথা মেঘপুঞ্জ—ঢাকে সে নিকুঞ্জবন ।
 ধনু, তুণ অগণ্য ; ত্রিশূলাকার শূল
 সর্বভেদী । তা সবার নিকটে বসিয়া
 কথোপকথনে রত যোধ শত শত ।
 যে যারে সমরক্ষেত্রে প্রচণ্ড আঘাতে
 বিমুখিল, তার কথা কহে সেই জন ।
 কেহ কহে—সেনানীর কাটিমু কবজ ;
 কেহ কহে—মারি গদা ভীম যমরাজে
 খেদাইমু ; কেহ কহে—ঐরাবত-ভুঁড়ে
 চোক্ চোক্ হানি শর অস্থিরিমু তাঁরে ।
 কেহ বা দেখায় দেব-আভরণ ; কেহ
 দেব-অস্ত্র ; দেব-বস্ত্র আর কোন জন ।
 কেহ ছুঁই ছুঁই হয়ে পরে নিজ শিরে
 দেবরথী-শিরচূড় ।—এইরূপে এবে
 বিহরয়ে দৈত্য-দল—বিজয়ী সমরে ।
 হে বিভো, জগতযোনি, দয়াসিদ্ধু তুমি ;
 তেঁই ভবিতব্যে, দেব, রাখ গো গোপনে ।
 কনক-আসনে বসে নিকুন্ত-নন্দন
 সুন্দ উপসুন্দানুর । শিরোপরি শোভে
 দেবরাজ-ছত্র, তেজে আদিত্য-আকৃতি ।
 বীতিহোত্র-মূর্ত্তি বীর বেড়ে শত শত
 দৈত্যঘ্নয়ে, ঝক্‌মকি বীর-আভরণে,
 বীর-বীর্যে পূর্ণ সবে, কালকূটে যথা
 মহোরগ । বসে দৌহে কনক-আসনে
 পারিজাত-মালা গলে, অমুপম রূপে,
 হায় রে, দেবেশ্বর যথা দেবকুল-আবে !

চারি দিকে শত শত দৈত্য-কুল-পতি
নানা উপহার সহ দাঁড়ায় বিনত-
ভাবে, সুপ্রসন্ন মুখে প্রশংসি হুজনে,
দৈত্য-কুল-অধতংস ! দূরে নৃত্য-করী
নাচে, নাচে তারাবলী যথা নভস্তলে
স্বর্ণময়ী । বন্দে বন্দী মহানন্দ মনে,—
“জয়, জয়, অমরারি, যার ভূজ-বলে
পরাজিত আদিত্যেয় দিতিসুত-রিপু
বজ্রী ! জয়, জয়, বীর, বীর-চূড়ামণি,
দানব-কুল-শেখর ! যার প্রহরণে,—
করী যথা কেশরীর প্রচণ্ড আঘাতে
ত্যজি বন যায় দূরে,—স্বরীশ্বর আজি,
ত্যজি স্বর, বিশ্বধামে ভ্রমিছে একাকী
অনাথ ! হে দৈত্য-কুল, উজ্জল গো এবে
তুমি ! হে দানব-বালা, হে দানব-বধু,
কর গো মঙ্গল-ধ্বনি দানব-ভবনে ।
হে মহি, হে মহীতল, তুমিও, হে দিব,
আনন্দ-সাগরে আজি মঙ্গ, ত্রিভুবন !
বাজ্রাও মৃদঙ্গ রঙ্গে, বীণা, সপ্তস্বরী—
হৃন্দুভি, দামামা, শৃঙ্গ, ভেরী, তুরী, বাঁশী,
শঙ্খ, ঘণ্টা, ঝাঁঝরী । বরিশ ফুল-ধারা !
কস্তুরী, চন্দন আন, কেশর, কুম্ভুম !
কে না জানে দেব-বংশ পর-হিংসাকারী ?
কে না জানে ছুঁষ্টমতি ইন্দ্র সুরপতি
অসুরারি ? নাচ সবে তার পরাভবে,
মড়ক ছাড়িলে পুরী পৌরজন যথা ।”

মহানন্দে সুন্দ উপসুন্দাসুর বলী
অমরারি, তুষ্টি যত দৈত্যকুলেশ্বরে
মধুর সম্ভাষে, এবে, সিংহাসন ত্যজি,
উঠিলা,—কুসুমবনে ভ্রমণ প্রয়াসে,

একপ্রাণ ছই ভাই—বাগর্থ যেমতি !
 “হে দানব,” আরস্তিলা নিকুন্ড-কুমার
 স্মন্দ,—“বীরদলশ্রেষ্ঠ, অমরমর্দন,
 যার বাহু-পরাক্রমে লভিয়াছি আমি
 ত্রিদিব-বিভব ; শুন, হে সুরারি রথী-
 ব্যুহ, যার যাহা ইচ্ছা, সেই তাহা কর ।
 চিরবাদী রিপু এবে জিনিয়া বিবাদে
 ঘোরতর পরিশ্রমে, আরাম সাধনে
 মন রত কর সবে ।” উল্লাসে দম্বুজ,
 শুনি দম্বুজেশ্বর-বাণী, অমনি নাদিল ।
 সে ভৈরব-রবে ভীত আকাশ-সম্ভবা
 প্রতিক্ষনি পলাইলা রড়ে ; মূর্ছা পায়ে
 খেচর, ভূচর সহ, পড়িল ভূতলে ।
 ধরথরি গিরিবর বিদ্য মাহামতি •
 কাঁপিলা, কাঁপিলা ভয়ে বসুধা স্মন্দরী ।
 দূর কাম্যবনে যথা বসেন বাসব,
 শুনি সে ঘোর ঘর্ঘর, ত্রস্ত হয়ে সবে,
 নীরবে এ ঝঁর পানে লাগিলা চাহিতে ।
 চারি দিকে দৈত্যদল চলিলা কোঁতুকে,
 যথা শিলীমুখ-বন্দ, ছাড়ি মধুমতী
 পুরী, উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে আনন্দে গুঞ্জরি
 মধুকালে, মধুতৃবা তৃষিতে কুস্মে ।
 মঞ্জু কুঞ্জে বামাত্রজরঞ্জন ছজন
 ভ্রমিলা, অশ্বিনী-পুত্র-যুগ সম রূপে
 অল্পপম ; কিম্বা যথা পঞ্চবটী-বনে
 রাম রামানুজ,—যবে মোহিনী রাক্ষসী
 সূর্পণখা হেরি দৌহে, মাতিল মদনে !
 ভ্রমিতে ভ্রমিতে দৈত্য আসি উত্তরিল
 যথায় ফুলের মাঝে বসি একাকিনী
 তিলোত্তমা । স্মন্দ পানে চাহিয়া সহসা

কহে উপসুন্দাসুর,—“কি আশ্চর্য্য, দেখ—
 দেখ, ভাই, পূর্ণ আজি অপূর্ব সৌরভে
 বনরাজী ! বসন্ত কি আবার আইল ?
 আইস দেখি কোন্ ফুল ফুটি আমোদিছে
 কানন ?” উত্তরে হাসি সুন্দাসুর বলী,—
 “রাজ-সুখে সুখী প্রজা ; তুমি আমি, রথি,
 সসাগরা বসুধারে দেবালয় সহ
 ভুজ্বলে জিনি, রাজা ; আমাদের সুখে
 কেন না সুখিনী হবে বনরাজী আজি ?”

এইরূপে ছই জন ভ্রমিলা কৌতুকে,
 না জানি কালরূপিণী ভুজ্জিনি রূপে
 ফুটিছে বনে সে ফুল, যার পরিমলে
 মত্ত এবে ছই ভাই, হায় রে, যেমতি
 বকুলের বাসে অলি মত্ত মধুলোভে !

বিরাজিছে ফুলকুল-মাঝে একাকিনী
 দেবদুতী, ফুলকুল-ইন্দ্রাণী যেমতি
 নলিনী ! কমল-করে আদরে রূপসী
 ধরে যে কুসুম, তার কমনীয় শোভা
 বাড়ে শতগুণ, যথা রবির কিরণে
 মণি-আভা ! একাকিনী বসিয়া ভাবিনী,
 হেন কালে উত্তরিল দৈত্যদ্বয় তথা ।

চমকিলা বিধুমুখী দেখিয়া সম্মুখে
 দৈত্যদ্বয়ে, যথা যবে ভোজরাজবালা
 কুন্তী, হর্কাসার মন্ত্র জপি সুবদনা,
 হেরিলা নিকটে হৈম-কিরীটী ভাস্করে ।
 বীরকুল-চূড়ামণি নিকুন্ত-নন্দন
 উভে ; ইন্দ্রসম রূপ—অতুল ভুবনে ।

হেরি বীরদ্বয়ে ধনী বিশ্বয় মানিরা
 একদৃষ্টে দোহা পানে লাগিলা চাহিতে,
 চাহে যথা সূর্য্যমুখী সে সূর্যের পানে !

“কি আশ্চর্য্য ! দেখ, ভাই,” কহিল শুরেন্দ্র
 সুন্দ ; “দেখ চাহি, ওই নিকুঞ্জ-মাঝারে ।
 উজ্জ্বল এ বন বৃষ্টি দাবাগ্নিশিখাতে
 আজি ; কিম্বা ভগবতী আইলা আপনি
 গৌরী ! চল, যাই স্বরা, পূজি পদযুগ !
 দেবীর চরণ-পদ্ম-সঙ্গে যে সৌরভ
 বিরাজে, তাহাতে পূর্ণ আজি বনরাজী ।”

মহাবেগে ছুই ভাই ধাইলা সকাশে
 বিবশ । অমনি মধু, মম্বথে সম্ভাষি,
 মৃচ্ স্বরে ঋতুবর কহিলা সম্বরে ;—
 “হান তব ফুল-শর, ফুল-ধনু ধরি,
 ধনুর্ধর, যথা বনে নিষাদ, পাইলে
 মৃগরাজে ।” অন্তরীক্ষে থাকি রতিপতি,
 শরবৃষ্টি করি, দৌহে অস্থির করিলা
 মেঘের আড়ালে পশি মেঘনাদ যথা
 প্রহারয়ে সীতাকান্ত উর্শ্মিলাবল্লভে ।

জর জর ফুলশরে, উভয়ে ধরিলা
 রূপসীরে । আচ্ছন্নিল গগন সহসা
 জীমূত ! শোণিতবিন্দু পড়িল চৌদিকে ।
 ঘোষিল নির্ঘোষে ঘন কালমেঘ দূরে ;
 কাঁপিলা বনুধা ; দৈত্য-কুল-রাজলক্ষ্মী,
 হায় রে, পুরিলা দেশ হাহাকার রবে ।

কামমদে মস্ত এবে উপসুন্দাসুর
 বলী, সুন্দাসুর পানে চাহিয়া কহিলা
 রোষে ; “কি কারণে তুমি স্পর্শ এ বামারে,
 ভ্রাতৃবধু তব, বীর ?” সুন্দ উত্তরিল—
 “বরিলু কণ্ঠায় আমি তোমার সম্মুখে
 এখনি । আমার ভার্য্যা গুরুজন তব ;
 দেবর বামার তুমি ; দেহ হাত ছাড়ি ।”

যথা প্রজ্বলিত অগ্নি আহুতি পাইলে

আরো জলে, উপসুন্দ—হার, বন্দমতি—
মহা কোপে কহিল—“রে অধর্ম-আচারি,
কুলাঙ্গার, ভ্রাতৃবধু মাতৃসম মানি ;
তার অঙ্গ পরশিস্ অমঙ্গ-পীড়নে ?”

“কি কহিলি, পামর ? অধর্মাচারী আমি ?
কুলাঙ্গার ? ষিক্ তোরে, ষিক্, ছষ্টমতি,
পাপি ! শৃগালের আশা কেশরীকামিনী
সহ কেঁলি করিবার,—ওরে রে বর্কর !”

এতেক কহিয়া রোষে নিকোষিলা অসি
সুন্দাসুর, তা দেখিয়া বীরমদে মাতি,
হুঙ্কারি নিজ অস্ত্র ধরিলা অমনি
উপসুন্দ,—গ্রহ-দোষে বিগ্রহ-প্রয়াসী ।
মাতঙ্গিনী-প্রেম-লোভে কামার্ঘ্য যেমতি
মাতঙ্গ ধুয়ে, হার, গহন কাননে
রোষাবেশে, ঘোর রণে কুরুণে রণিলা
উভয়, ভুলিরা, মরি, পূর্বকথা বত !
তমঃসম জ্ঞান-রবি সতত আবরে
বিপত্তি ! দৌহার অস্ত্রে ক্ষত হই জন,
তিতি ক্ষিতি রক্তশ্রোতে, পড়িলা ভূতলে !

কতকণে সুন্দাসুর চেতন পাইয়া,
কাতরে কহিল চাহি উপসুন্দ পানে ;
“কি করিছু, ভাই, পূর্বকথা ভুলি ?
এত যে করিছু তপঃ খাতায় ছুঁষিতে ;
এত যে বুঝিছু দৌহে বাসবের সহ ;
এই কি ভাহার ফল ফলিল হে শেষে ?
বালিবন্ধে সৌধ, হায়, কেন নির্মাইছু
এত যত্নে ? কাম-মদে রত যে ছর্ষতি,
সতত এ গতি তার বিদিত জগতে ।
কিন্তু এই দুঃখ, ভাই, রহিল এ মনে—
রণক্ষেত্রে শত্রু জিনি, মরিছু অকালে,

মরে যথা যুগরাজ পড়ি ব্যাধ-কাঁদে ।”

এতেক কহিয়া, হায়, সুনাসুর বলী,
বিবাদে নিশ্বাস ছাড়ি, শরীর ত্যজিলা
অমরারি, যথা, মরি, গান্ধারীনন্দন,
নরশ্রেষ্ঠ, কুরুবংশ ধ্বংস গণি মনে,
যবে ঘোর নিশাকালে অশ্বখামা রথী
পাণ্ডব-শিশুর শির দিলা রাজহাতে !

মহা শোকে শোকী তবে উপসুন্দ বলী
কহিলা ; “হে দৈত্যপতি, কিসের কারণে
লুটায় শরীর তব ধরণীর তলে ?
উঠ, বীর, চল, পুনঃ দলিগে সমরে
অমর ! হে শূরমণি, কে রাখিবে আজি
দানব-কুলের মান, তুমি না উঠিলে ?
হে অগ্রজ, ডাকে দাস চির অনুগত
উপসুন্দ ; অল্প দোষে দোষী তব পদে
কিঙ্কর ; ক্ষমিয়া ভারে, হে বাসবজয়ি,
লয়ে এ বামারে, ভাই, কেলি কর উঠি !”

এইরূপে বিলাপিয়া উপসুন্দ রথী,
অকালে কালের হস্তে প্রাণ সমর্পিলা
কর্মদোষে । শৈলাকারে রহিলা ছুজনে
ভূমিতলে, যথা শৈল—নীরব, অচল ।

সমরে পড়িল দৈত্য । কন্দর্প অমনি
দর্পে শঙ্খ ধরি ধীর নাদিলা গম্ভীরে ।
বহি সে বিজয়নাদ আকাশ-সম্ভবা
প্রতিধ্বনি, রড়ে ধনী ধাইলা আশুগা
মহারজে । তুঙ্গ শৃঙ্গে, পর্বতকন্দরে,
পশিল স্বর-তরঙ্গ । যথা কাম্যবনে
দেব-দল, কতক্ষণে উতরিলা তথা
নিরাকারা দূতী । “উঠ,” কহিলা সুন্দরী,
“শীঘ্র করি উঠ, ওহে দেবকুলপতি !

ଦ୍ରାଘତ୍ୱଭେଦେ କ୍ଳୟ ଆଜି ଦାନବ ହୃଦ୍ଭୟ ।”

ଯଥା ଅଗ୍ନି-କଣା-ସ୍ପର୍ଶେ ବାରୁଦ-କଳିକ-
 ରାଶି, ହିରନ୍ୟଦକ୍ଷେପେ, ଓଠିରେ ନିମିଷେ
 ଗରଜି ପବନ-ମାର୍ଗେ, ଓଠିଲା ଡେମଡି
 ଦେବସୈନ୍ୟ ଶୁଣ୍ଠପାଥେ ! ରତନେ ଧ୍ୱଜିତ
 ଧ୍ୱଜଦଣ୍ଡ ଧରି କରେ, ଚିତ୍ରରଥ ରଥୀ
 ଓଠିଲିଲା ଦେବକେତୁ କୌତୁକେ ଆକାଶେ ।
 ଶୋଭିଲିଲି ସେ କେତୁ, ଶୋଭେ ଧୂମକେତୁ ଯଥା
 ତାରାଶିର,—ତେଜେ ଭସ୍ମ କରି ସୁରରିପୁ !
 ବାଞ୍ଛାହିଲି ରଣବାଘ ବାଘକର-ଦଳ
 ନିକ୍ଷେପେ । ଚଳିଲା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଧ୍ୱଜିତ କରି ।
 ଚଳିଲେନି ବାୟୁପତି, ଧ୍ୱଜପତି ଯଥା
 ହେରି ଦୂରେ ନାଗବନ୍ଧୁ—ଭୟଙ୍କର ଗତି ;
 ସାପାଟି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ ଚଳିଲା ହରଷେ
 ଶମନ ; ଚଳିଲା ଧନୁଃ ଟଙ୍କାରିୟା ରଥୀ
 ସେନାନୀ ; ଚଳିଲା ପାଣ୍ଡୀ ; ଅଳଙ୍କାର ପତି,
 ଗଦା ହସ୍ତେ ; ଅର୍ଦ୍ଧରଥେ ଚଳିଲା ବାସବ,
 ଦ୍ୱିବାୟୁ ଜ୍ୱିନିୟା ଦ୍ୱିସାମ୍ପତି ଦିନମଣି ।
 ଚଳେ ବାସବୀୟ ଚମ୍ପୁ ଜ୍ୱିମୁତ ସେମତି
 ବାଘ ସହ ମହାରଢ଼େ ; କିନ୍ତା ଚଳେ ଯଥା
 ପ୍ରଥମଥନାଥେର ସାଥେ ପ୍ରଥମଥେର କୁଳ
 ନାଶିତେ ପ୍ରଥମକାଳେ, ବସନ୍ତମ ରବେ—
 ବସନ୍ତମ ରବେ ଯେବେ ରବେ ଶିଖାଧ୍ୱଜିନି !

ଘୋର ନାଦେ ଦେବସୈନ୍ୟ ପ୍ରାବେଶିଲି ଆସି
 ଦୈତ୍ୟଦେଶେ । ଯେ ଯେଠାରେ ଆছিল ଦାନବ,
 ହତାଶ ଡରାସେ କେହ, କେହ ଘୋର ରଣେ
 ମରିଲ ! ମୁହୂର୍ତ୍ତେ, ଆହା, ଯତ ନଦ ନଦୀ
 ପ୍ରସ୍ରବଣ, ରକ୍ତମୟ ହିଁୟା ବହିଲ !
 ଶୈଳାକାର ଧ୍ୱଜରାଶି ଗଗନ ପରଶେ ।
 ଧ୍ୱଜିନି ଗୃଧ୍ୱିନୀ ଭୟ—ବିକଟ ମୂରତି —

যুড়িয়া আকাশদেশ, উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে
মাংসলোভে । বায়ুসখা সুখে বায়ু সহ
শত শত দৈত্যপুরী লাগিলা দহিতে ।
মরিল দানব-শিশু, দানব-বনিতা ।
হায় রে, যে ঘোর বাত্যা দলে তরু-দলে
বিপিনে, নাশে সে মুঢ় মুকুলিত লতা,
কুসুম-কাঞ্চন-কাস্তি ! বিধির এ লীলা ।

বিলাপী-বিলাপধ্বনি জয়নাদ সহ
মিশিয়া পুরিল বিশ্ব ভৈরব আরবে ।
কত যে মারিলা যম কে পারে বর্ণিতে ?
কত যে চূর্ণিলা, ভাঙ্গি তুঙ্গ শৃঙ্গ, বলী
প্রভঞ্জন ;—তীক্ষ্ণ শরে কত যে কাটিলা
সেনানী ; কত যে যুথনাথ গদাঘাতে
নাশিলা অলকানাথ ; কত যে প্রাচতা
পানী ; হায়, কে বর্ণিবে, কার সাধ্য এত ?

দানব-কুল-নিধনে, দেব-কুল-নিধি
শচীকান্ত, নিতাস্ত কাতর হয়ে মনে
দয়াময়, ঘোর রবে শঙ্খ নিনাদিলা
রণভূমে । দেবসেনা, ক্ষান্ত দিয়া রণে
অমনি, বিনতভাবে বেড়িলা বাসবে ।

কহিলেন সুনাসীর গম্ভীর বচনে ;—
“সুন্দ-উপসুন্দাসুর, হে শুরেন্দ্র রথি,
অরি মম, যমালয়ে গেছে দৌহে চলি
অকালে কপালদোষে । আর কারে ডরি ?
তবে বৃথা প্রাণিহত্যা কর কি কারণে ?
নীচের শরীরে বীর কতু কি প্রহারে
অস্ত্র ? উচ্চ তরু—সেই ভস্ম ইরশ্মদে ।
যাক্ চলি নিজালয়ে দিতিস্মৃত যত ।
বিষহীন ফণী দেখি কে মারে তাহারে ?
আনহ চন্দনকাষ্ঠ কেহ, কেহ যত ;

আইস সবে দানবের প্রেতকর্ষ করি
 যথা বিধি । বীর-কূলে সামান্ত সে নহে,
 তোমা সবা যার শরে কাতর সমরে !
 বিশ্বনাশী বজ্রাগ্নিরে অবহেলা করি,
 জ্বিনিল যে বাছ-বলে দেবকুলরাজে,
 কেমনে তাহার দেহ দিবে সবে আজি
 খেচর ভূচর জীবে ? বীরশ্রেষ্ঠ যারা,
 বীরারি পূজিতে রত সতত জগতে !”

এতেক কহিলা যদি বাসব, অমনি
 সাজাইলা চিতা চিত্ররথ মহারথী ।
 রাশি রাশি আনি কাষ্ঠ সুরভি, ঢালিলা
 ঘৃত তাহে । আসি শুচি—সর্বশুচিকারী—
 দহিলা দানব-দেহ । অনুমৃতা হয়ে,
 সুন্দ-উল্লসুন্দাসুর-মহিষী রূপসী
 গেলা ব্রহ্মলোকে,—দৌহে পতিপরায়ণা ।

তবে তিলোত্তমা পানে চাহি সুরপতি
 জিম্বু, কহিলেন দেব যুহু মন্দস্বরে ;—
 “তারিলে দেবতাকূলে অকূল পাথারে
 তুমি ; দলি দানবেস্ত্রে তোমার কল্যাণে,
 হে কল্যাণি, স্বর্গলাভ আবার করিহু ।
 এ সুখ্যাতি তব, সতি, ঘূষিবে জগতে
 চিরদিন । যাও এবে (বিধির এ বিধি)
 সূর্যালোকে ; সুখে পশি আলোক-সাগরে,
 কর বাস, যথা দেবী কেশব-বাসনা,
 ইন্দুবদনা ইন্দ্রি—জলধির তলে ।”

চলি গেলা তিলোত্তমা—তারাকারা ধনী—
 সূর্যালোকে । সুরসৈন্য সহ সুরপতি
 অমরাপুরীতে হর্ষে পুনঃ প্রবেশিলা ।
 ইতি শ্রীতিলোত্তমাসম্ভবে কাব্যে বাসব-বিজয়ো নাম
 চতুর্ধ সর্গ ।
 ঐহ সমাপ্ত ।

তিলোত্তমা-সম্ভব ।

(পুনর্লিখিত অংশ)

মধুসূদন “তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য আন্তস্ত সংশোধিত করিবার...মানস করিয়া-
ছিলেন ; কিন্তু সময়ভাবে... শেষ করিতে পারেন নাই,...কিয়ৎকাল মাত্র লিখিয়া কাস্ত
হইয়াছেন ।” (‘চতুর্দশপদী-কবিতাবলি’ ১ম সংস্করণের “প্রকাশকদিগের বিজ্ঞাপন”
পৃ° ১০) । ‘চতুর্দশপদী কবিতাবলী’র প্রথম সংস্করণের শেষ ভাগে “অসমাপ্ত
কাব্যাবলি” শিরোনাম দিয়া “তিলোত্তমাসম্ভবে”র এই অংশ সংযোজিত হয় । সেখান
হইতেই ইহা পুনর্মুদ্রিত হইল ।

প্রথম সর্গ

ধবল নামেতে খ্যাত হিমাদ্রির শিরে
দেবাঙ্গা, ভীষণ-মূর্তি, অত্র-ভেদী গিরি,
অটল, ধবল-কায় ; ব্যোমকেশ যেন
উর্দ্ধবাহু শুভ্র-বেশে, মজ্জি চিরযোগে।
যোগী-কূলে পূজ্য যোগী !—কি নিকুঞ্জ-রাজী, ৫
কি তরু, কি লতা, কিবা ফল-ফুলাবলী,
আর আর শৈল-শিরে শোভে যা, মুঞ্জরী
মরকত-ময় স্বর্ণ-কিরীটের রূপে ;
না পরেন অচলেন্দ্র অবহেলি সবে,
বিমুখ ভবের সুখে ভব-ইন্দ্র যেন ১০
জিতেন্দ্রিয় ! স্নানাদিনী বিহঙ্গিনী যত,
বিহঙ্গম স্ন-নিনাদী, অলি মধু-লোভী,
কভু নাহি ভ্রমে তথা ; সিংহ—বনরাজা,—
বন-লগুতগু-কারী শুণ্ডধর করী,—
গণ্ডার, শার্দ ল, কপি,—বন-বাসী পশু— ১৫
স্নলোচনা কুরঙ্গিনী, বন-কমলিনী,—
ফণিনী কুম্বলে মণি, ফণী বিষ-ভরা,
না যায় নিকটে তাঁর—বিকট-শেখরী !
সতত, তিমিরময়, গভীর গহ্বরে,

- কোলাহলে জল-দল মহা কোলাহলে, ২০
 ভোগবতী শ্রোতস্বতী পাতালে যেমতি
 কল্লোলিনী ! বহে বায়ু ভৈরব আরবে,
 মহা কোপে লয়-রূপে, পূর্ণ তমোগুণে,
 নিশ্বাস ছাড়েন যেন সর্ব-নাশ-কারী !
 কি দানব, কি মানব, যক্ষ, রক্ষঃ বলী, ২৫
 কি দানবী, কি মানবী, কিবা নিশাচরী,
 সকলেরি অগম্য—দুর্গম দুর্গ যেন !
 দিবা নিশি মেঘ-রাশি উড়ে চারি দিকে,
 ভূতেশের সঙ্গে ভূত নাচে রঙ্গে যেন ।
 এহেন বিজ্ঞান স্থানে দেব-কুল-পতি ৩০
 বাসব বসিয়া কেন একাকী, তা কহ,
 পঙ্কজ-বাসিনি দেবি, এ তব কিঙ্করে ?
 সুরাসুর লহ অহি অনন্ত, যে বলে
 আনন্দে মন্দরে বাঁধি, সিঙ্করে মথিলা
 অমৃত-রসের আশে,—সেই বল-সম ৩৫
 যাচি কৃপা, কর দয়া আজি অকিঞ্চনে,
 বাগ্‌দেবি ! যতনে মথি বাক্যের সাগরে,
 কবিতার সুধা যেন পাই তব বলে ।
 কর দয়া অভাজনে, বিশ্ব-বিমোহিনি !
 অসীম মহিমা তব, হায়, দীন আমি,— ৪০
 কিন্তু যে চন্দ্রের বাস চন্দ্রচূড়-চূড়ে,—
 জননি, শিশির-বিন্দু ক্ষুদ্র ফুল-দলে
 লভে না কি আভা কভু তাঁর শোভা হতে ?
 কোথা সে ত্রিদিব, যার ভোগ লভিবারে,
 কঠোর তপস্যা নর করে যুগে যুগে, ৪৫
 কত শত নরপতি রত অশ্বমেধে,
 সগর রাজার বংশ ধ্বংস, মা, যে লোভে ?
 কোথা সে অমরাবতী—পূর্ণ চির-সুখে ?
 কোথা বৈজয়ন্ত-ধাম, রত্নময়ী পুরী,

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য : পুনর্লিখিত অংশ	৯১
মলিন প্রভার যার প্রভাকর ভানু	৫০
কোথায় সে রাজ-ছত্র, রাজাসন কোথা, রবি-পরিধির আভা মেরু-শৈলোপরি ! কোথায় নন্দন-বন, বসন্ত যে বনে বিরাজেন নিত্য সুখে ? পারিজাত কোথা, অক্ষয়-লাবণ্য ফুল ? ঋষি-মনোহরা	৫৫
কোথা সে উর্ব্বশী, কহ ? কোথা চিত্রলেখা, জগত-জনের চিত্রে লেখা বিধুমুখী ? অলকা, তিলকা, রস্তা, ভুবন-মোহিনী ? মিশ্রকেশী, যার চারু কেশ দিয়া গড়ি নিগড়, বাঁধেন কাম স্বর্গ-বাসী জনে ?	৬০
কোথায় কিম্বর, কোথা বিছাধর যত ? গন্ধর্ব্ব, মদন-গর্ব্ব খর্ব্ব যার রূপে,— গন্ধর্ব্ব-কুলের রাজা চিত্ররথ রথী, কামিনীর মনোরথ, নিত্য অরি-দম্বী দৈত্য-রণে ? কোথা, মা, সে ভীষণ অশনি,	৬৫
যার দ্রুত ইরশ্মদে, গম্ভীর গর্জনে, দেব-কলেবর কাঁপে থর থর করি, ভূধর অধীর ভয়ে, ভুবন চমকে আতঙ্কে ? কোথা সে ধনুঃ, ধনুঃ-কুল-মণি আভাময়, যার চারু রত্ন-কাস্তি-ছটা	৭০
নব নীরদের শিরে ধরে শোভা, যথা শিখীর পুচ্ছের চূড়া রাখালের শিরে ? কোথায় পুঙ্কর, কোথা আবর্ভক, দেবি, ঘনেশ্বর ? কোথা, কহ, সারথি মাতলি ? কোথা সে সুবর্ণ-রণ, মনোরথ-গতি,	৭৫
যার স্থিরপ্রোভা দেখি ক্ষণ-প্রভা লাজে অস্থিরা, লুকায় মুখ, ক্ষণ দিয়া দেখা, (কাদম্বিনী স্বজনীর গলা ধরি কাঁদি) অস্থরে ? কোথায় আজি ঐরাবত বলাই,	

- গজেন্দ্র ? কোথায় হয় উচ্চৈঃশ্রবা, কহ, ৮০
 হয়েশ্বর, আশুগতি যথা আশুগতি ?
 কোথায় পৌলোমী সতী অনন্ত-যৌবনা,
 দেবেশ্ব-হৃদয়-সরে প্রফুল্ল নলিনী,
 ত্রিদিব-লোচনানন্দ, আয়ত-লোচনা
 রূপসী ? কোথায় এবে স্বর্গ-কল্পতরু, ৮১
 কামদা বিধাতা যথা ; যে তরুর পদে
 আনন্দে নন্দন-বনে দেবী মন্দাকিনী
 বহেন, বিমল-আভা, কল কল রবে ?
 কোথা মূর্ত্তিমান্ রাগ, ছত্রিশ রাগিণী
 মূর্ত্তিমতী—নিত্য যারা সেবিত দেবেশে ? ৯০
 সে দেব-বিভব সব কোথা, কহ এবে,
 কোথা সে দেব-মহিমা—দেবি বীণাপাণি ?
 ছরন্তু দানব-দ্বয়, দৈব-বলে বলী,
 বিমুখি সমুখ রণে দেব দেব-রাজে,
 পুরি দেবরাজ-পুরী ঘোর কোলাহলে, ৯৫
 লুটি দেবরাজ-পুর-বৈভব, বিনাশি
 (দেব-বিষে জলি) হায়, দেব-রাজ-পুরে
 সে পুরের অলঙ্কার, অহঙ্কারে আজি
 বসিয়াছে রাজাসনে দেব-রাজ-ধামে
 পামর ! যেমতি খাস রুদ্রের, প্রলয়ে ১০১
 বাতময়, উখলিলে জল-সমাকুলে,
 প্রবল তরঙ্গ-দল, অবহেলি রোধে,
 ধরার কবরী হতে ছিঁড়ি লয় কাড়ি
 সুবর্ণ কুসুম-দাম ; যে সুন্দর বপুঃ
 আনন্দে মদন-সখা সাজান আপনি ১০৫
 দিয়া নানা ফুল-সাজ ; সে সুন্দর বপুঃ
 ফুল-সাজ-শূণ্য বশ্যা করে অনাদরে,—
 গস্তীর ছঙ্কারে পশে রম্য বন-স্থলে !
 ছাদশ বৎসর যুঝি দিভিজারি যত,

ভিলোত্তমাসম্ভব কাব্য : পুনর্লিখিত অংশ	৯৩
হুর্জয় দিতিজ-ভুজ-প্রতাপে তাপিয়া (হীন-বল দৈব-বলে) ভঙ্গ দিলা রণে আতঙ্কে । দাবাগ্নি যথা, সঙ্গে সখা বায়ু, ছছঙ্কারে প্রবেশিলে গহন কাননে, হেরি ভীম শিখা-পুঞ্জ ধূম-পুঞ্জ মাঝে, চণ্ড মুণ্ড-মালিনীর লোল জিহ্বা যেন	১১০
(রক্ত-বীজ-কুল-কাল !) আকৃত রক্ত-রসে ; পরমাদ গণি মনে পলায় কেশরী মৃগেন্দ্র ; করীন্দ্র-বৃন্দ পলায় তরাসে উর্দ্ধ্বাশ ; মৃগাদন ধায় বায়ু-বেগে ; কুরঙ্গ অশ্বধর, ভুজঙ্গ চৌদিকে	১১৫
পলায় ; পলায় শৃঙ্গে বিহঙ্গম উড়ি ; পলায় মহিষ-দল, রোষে রাঙা আঁখি, কোলাহলে পুরি দেশ ক্ষিতি টলমলি ; পলায় গণ্ডার, বন লণ্ডলণ্ড করি পলায়নে ; ধায় বাঘ ; ধায় প্রাণ লয়ে	১২০
ভল্লুক বিকটাকার ; আর পশু যত বলবন্ত, কিন্তু ভয়ে বলশূন্য এবে ;— অব্যর্থ কুলিশে ব্যর্থ হেরি সে সমরে, পলাইয়া পরিহরি সমর কুলিশী পুরন্দর ; পলাইলা জল-দল-পতি	১২৫
পাশী, সর্কনাশী পাশে হেরি (দৈব-বলে) ত্রিয়মাণ, মহোরগ যেন মন্ত্র-তেজে ! পলাইলা ঝড়াকারে বায়ু-কুল-পতি ; পলাইলা শিখি-পৃষ্ঠে শিখিধ্বজ রথী সেনানী ; মহিষাসনে সর্ক-অস্ত-কারী	১৩০
কৃতান্ত, কৃতান্ত-দূতে হেরিলে যেমতি সহসা, পলায় প্রাণী প্রাণ বাঁচাইতে ! পলাইলা গদাধারী অলকার পতি, ব্যর্থ গদা হাতে, হায়, হুর্ঘ্যোখন যথা	১৩৫

মিত্র ক্ষত্র-শূত্র দেখি কুরুক্ষেত্রে, গেলা	১৪০
(বিবাদে নিশ্বাসি ঘন !) জলাশয় পানে,	
একাকী, সহায়-হীন !—পলাইলা এবে	
নেবগণ, রণভূমি ত্যজি অভিমানে ;	
পুলি জগত দৈত্য জয় জয় নাদে,	
বসিল দেবারি ছুটে দেব-রাজাসনে,	১৪৫
হর-কোপানল যেন, মদনে দহিয়া,	
বিরহ-অনল-রূপে, ভৈরবে বেড়িল	
রতির কোমল হিয়া, হায়, পোড়াইতে	
সে হিয়া, কেন না রতি স্থাপি সে মন্দিরে	
নিত্যানন্দ মদনের মুরতি, সুন্দরী	১৫০
পূজেন আদরে, প্রেম-ফুলাঞ্জলি দিয়া !	
সুন্দ উপসুন্দাসুর, হৃদ্বি সুর সহ	
লগুভগুকরিল অখিল ভূমণ্ডলে ।	
ইত্যাদি—	

পরিশিষ্ট

চুরুর শব্দ ও বাক্যাংশের ব্যাখ্যা

সর্গ পংক্তি

- ১ : ২ দেব-আত্মা—দেবতার আত্মাবিশিষ্ট। “অন্ত্যস্তরস্তাং দিশি দেবতাশ্চা
হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ”—‘হুমারসম্ভব।’
- ১৮ মণিকুস্তলা—মণি শিরে ঘাহার ; কুস্তল এখানে শির অর্থে।
- ১৯ শেখর—শিখর, চূড়া।
- ২৫ সর্বনাশকারী—লয়ের দেবতা মহাদেব।
- ৩৬ শেষের—শেষ নাগের, অনন্ত নাগের।
- ৪০ স্থাগুর—শিবের।
- ১০৪ নগদল—হস্তিসমূহ (মধুসূদনের প্রয়োগ) ; নগজহল শুক্র।
- ১০৬ মুগাদন—ব্যাঞ্জবিশেষ, নেকড়ে বাঘ।
- ১১৩ জীবনতরঙ্গ—জলের ঢেউ।
- ১৪৪ পক্ষরাজ—পক্ষিরাজ।
- ১৯৮ রজঃকাস্তি—রজতকাস্তি ; রজত অর্থে রজঃ মধুসূদন বহু স্থলে প্রয়োগ
করিয়াছেন।
- ২০০ বিশদবসনা—সুভবসনা।
- ৩২৩ রঞ্জনের—রক্ত চন্দনের।
- ৩৩৩ প্রফুল্লিত—প্রফুল্ল (মধুসূদনের প্রয়োগ)।
- ৩৪১ অনন্ত-বোবন দেব—চিরবোবনস্বরূপ দেব।
- ৩৮৫ কন্দলী—কদলী অথবা ছত্রক-বিশেষ।
- ৪৭১ শোভাজন—সজ্জনাগাছ।
- ৪৭২ বদরী ইত্যাদি—ভগবান্ বেদব্যাসের আশ্রমের নাম বদরিকাশ্রম।
- ৪৮০ অশোক—বৈদেহি, হায় ইত্যাদি—সীতাদেবীকে রাবণ অশোকবনে
রাখিয়াছিল।
- ৫২৬ নবীনা মালিকা—নবমল্লিকা।
- ৫২৮ গন্ধ-মাদন—গন্ধমাদন পর্বত ; অথবা গন্ধবিশিষ্ট কীটবিশেষ।
- ২ : ১১১ কারণ-কিরণে—কারণ—সৃষ্টির আদিশক্তি, তাহার ভেঙ্গে।
- ১১৭ বিভাসে—বিস্তার ; এরূপ প্রয়োগ ২য় সর্গের ৫৫৭ পংক্তিতেও আছে।
- ১৫৮ গন্ধমাত-কুলপতি—পক্ষি-কুলপতি।

সর্গ পংক্তি

- ২ : ২৫৩ প্রতীসরে—বৃত্তাকারে, মালার ছড়ার মত ।
 ৫১৫ চতুষ্কন্ধ—চতুরদ, সৈন্ত ; ১ম সংস্করণে “চতুরদ” ছিল ।
 ৫৪৫ সেনা—দেবসেনা, কার্তিকেয়ের পত্নী ।
- ৩ : ১ তুরাগাহ—ইন্দ্র ।
 ২ প্রচেতাঃ—বরুণ ।
 ৩১ রম-উরসে—রমণীর বক্ষে ।
 ৩৫ সদানন্দ সম—মহাদেবের মত ।
 ৪৪ অস্তারত—অস্তনিহিত ।
 ৪৯ অশনায়—সুধায় ।
 ৫২ পরমভকারী—প্রমত্তকারী ।
 ৬০ ব্রহ্মার নিসর্গধারী—ব্রহ্মার স্বভাববিশিষ্ট অর্থাৎ সত্ত্বগুণময় ।
 ২২০ ধায়ৈ—ধাইয়া ।
 ২৬১ কৃত্তিকাকুলবল্লভ—“বল্লভ” সন্তান অর্থে, কৃত্তিকাকুলবল্লভ—কার্তিকেয় ।
 ২৭৭ বহু-পূর্ণাগার—ধূনপূর্ণাগার ।
 ২৭৯ মদন—বিলম্বকারী ।
 ৪৩৬ পুটে—পুটপাকে ।
 ৪৭২ স্বসন—বায়ু ।
 ৬০০ পুষ্পলাবী—পুষ্পচয়নকারিণী, মালিনী ।
 ৬০৪ রাগিলা—স্বঞ্জিত করিল ।
- ৪ : ৪ জগদ্বেষে—জগন্মাতা, সরস্বতী অর্থে (সোধোধনে) ।
 ৯৭ দীদিবি—দীপ্তিসম্পন্ন ।
 ৩৭০ স্বর—স্বর্গ ।
 ৪০৭-৮ মধুমতী পুরী—মৌচাক ।
 ৫৮৮ সুনাসীর—ইন্দ্র ।
 ৬০৯ শুচি—অগ্নি ।